নিত্য তন্ত্র।

প্রথম কল্প।

ইহাতে গুরুকরণ, দীক্ষার আবশ্যকতা, দীক্ষাকাল ও
স্থান নির্ণয়, চক্রাদি বিচার, সংক্ষেপ দীক্ষা, জপ ও
আসন নিয়ম, করমালা, বাহ্যমালা, মালাসংস্কার,
পুরশ্চরণ, প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, ইষ্ট-
দেবতার নিত্য পূজা, বীজ মন্ত্র, ধ্যান,
স্তব ও মুদ্রা প্রকরণ ইত্যাদি যাহা
কিছু আবশ্যকীয় ও অনায়াস
সাধ্য তৎসমস্ত সরল বাঙ্গালা
ব্যাখ্যা সহিত সন্নিবেশ
করা হইয়াছে।

শ্রীবরদা চরণ দেব দ্বারা সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীরামপুর।

তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

সূচী পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

নিত্য তন্ত্র।

প্রথম কল্প।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥—কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥ কলিতে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধানে অর্চ্চনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতায় স্মৃতিসম্মত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিবে। (১) গুরূপদেশ ব্যতিরেকে তন্ত্রোক্ত কার্য্য-

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যংময়োচ্যতে। বিনা হ্যাগম-মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ কলা-বাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ। প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাং বিনা॥ আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ॥ অতো মম্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ॥ মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য অন্যমতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু

কৃ

কলাপ কোন ফলদায়ক হয় না, এ কারণ প্রথমে গুরু স্থির করিতে হইবে। নীরোগী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্রস্বভাব, শাস্ত্রে পারদর্শী, সদা ধ্যানপরায়ণ, এই রূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরু করিবে। অথ গুরুলক্ষণং—শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥ আশ্রমী

জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌতে মৃতকা ইব॥ পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥ অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥ কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥ নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন।—আমি সত্যসত্যই কহিতেছি যে কলিতে তন্ত্রোক্ত পথ ভিন্ন জীবের উদ্ধারের আর অন্য গতি নাই।

হে শিবে! আমি পূর্ব্বেই শ্রুতিতে স্মৃতিতে, পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে কলিতে তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে বুদ্ধিমান্ লোকে দেবতার পূজা করিবে।

কলিতে যে ব্যক্তি তন্ত্রের বিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার গতি নাই, ইহা সত্য; তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতাদির একমাত্র জ্ঞাতব্য; আমি ভিন্ন জগতে অন্য নিয়ন্তা নাই।

ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভি-ধীয়তে॥ শমগুণবিশিষ্ট, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকারী, সৎকুলোদ্ভব, বিনয়ী, পবিত্রবেশধারী, শুদ্ধাচারী, যশস্বী, পবিত্র স্বভাব ও শুদ্ধদেহ, ধর্ম্মকার্য্যে নিপুণ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তন্ত্রমন্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং মনে করিলেই যিনি উদ্ধার করিতে পারেন

বেদাদিতে নিরূপিত হইয়াছে যে, লোকে আমাকে পাইলে পবিত্র-তা লাভ করে। যে সমস্ত লোক আমার মতের বিরোধী, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতী।

অতএব আমার মত যে ত্যাগ করিয়া যে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হে দেবি! তাহার সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তা ও নারকী হয়।

আমার মত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় অন্য মত আশ্রয় করে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা স্ত্রীহত্যার পাতকী হয়।

কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও ফলপ্রদ এবং জপ, যজ্ঞ ক্রিয়াদি সমস্ত কর্ম্মেতেই সুলভ।

যে বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্যযুগে সিদ্ধ হইত ও তৎসমস্ত ফলোৎ-পাদন করিত, এই কলিযুগে সেই সকল মন্ত্র বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া থাকে।

পুত্তলিকার যেমন চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকিতে ও সে কোন কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয় সেই প্রকার কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।

বন্ধ্যা স্ত্রী সঙ্গমে যেমত অপত্যরূপ ফল লাভ হইবার কোন সম্ভা-বনা নাই, কেবল মাত্র শ্রম সার হয়, তদ্রূপ কলিতে অন্য মন্ত্রের সাহায্যে কোন কর্ম্ম করিলে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; নিশ্চয়ই কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র।

এবং সংহার করিতে সমর্থ হন এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বসার তন্ত্রে। সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা। সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ। পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ। আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে।

সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, কার্য্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থজ্ঞাতা, মিষ্টভাষী, সুশ্রী, সম্পূর্ণাঙ্গ, সৎকুলোদ্ভব, নয়নানন্দকর, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞ, শান্তমানস, পিতা মাতায় ভক্তিমান, সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, আশ্রমী এবং স্বদেশবাসী এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুরূপে বিহিত হইয়াছেন। ইতি গুরুলক্ষণং ॥ (২)

কলিতে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রের পথ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক হয় সে দুর্ম্মতি তৃষ্ণাতুর হইয়া জাহ্নবীতটে কুপ খনন করে।

আমার মুখ হইতে কথিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা করে সে নিজ গৃহে অমৃত ত্যাগ করিয়া আকন্দ বৃক্ষের আটা পান করিতে অভিলাষী হয়।

তন্ত্রোক্ত পথ যেমন ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তির উপায়, অন্য পথ তদ্রূপ নহে।

(২) কিন্তু কুলগুরু মূর্খই হউন বা অসৎ পথাবলম্বীই হউন তাঁহাকে কখন ত্যাগ করিবে না।

সাধ্বী, সদাচারা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থ তত্বজ্ঞা, সুশীলা, এবং পুজাদি কার্য্যে অনুরক্তা এরূপ গুণ যুক্তা স্ত্রীলোককে ও গুরু কার্য্যে বরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু বিধবার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না তবে পুত্র তাঁহাকে বলিলে তিনি মন্ত্র দিতে পারেন।

পিতা, মাতামহ ও কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। মাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতিদাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্ত্তা অতএব ঈশ্বরকেই এক মাত্র গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তির উপায় নাই এবং যিনি সেই গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন তাঁহাকেও গুরু বলা যায়, এ কারণ পরমেশ্বর ও গুরুতে বিশেষ নাই। পুনশ্চ গু শব্দের অর্থ অন্ধকার ও রু—নিবারক অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব গুরুকে কখন মনুষ্যবৎ জ্ঞান করিবে না তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতা জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে পূজা করিবে। গুরু নিকটে থাকিলে অগ্রে অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। যদি কেহ তাহা করে তাহা হইলে তাহার সেই পূজা বিফল হয়। শিষ্য যে রূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরু কার্য্যে বরণ করিবেন, গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না।

অথ শিষ্য লক্ষণং। পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ ইতি শিষ্য লক্ষণং॥

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসরবাসতঃ॥

গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে এক বৎসর একত্র সহবাস করিয়া উভয়ের স্বভাবাদি পরীক্ষা করিবে।

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

মন্ত্রীর পাপ রাজাতে, স্ত্রীর পাপ স্বামীতে, এবং শিষ্যের পাপ গুরুতে নিশ্চয়ই স্পর্শায়। এ কারণ স্বভাবাদি জানিয়া শিষ্য করিবে।

অথ শিষ্যকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। যখন গুরু শিষ্যের বাটীতে আসিবেন, তখন শিষ্য অগ্রগামী হইয়া গুরুকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে।

এবং গুরুদেবের প্রত্যাগমনকালীন তাঁহার পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিবে। গুরুর বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোন আসনাদিতে বসিবে না। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ॥ গুরুর নিকট দীক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে।

শিষ্য ও গুরু এক গ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরুভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রত্যহ একবার প্রণাম করিবে। দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এবং সংক্রান্তি দিনে প্রণাম করিবে। চারি ক্রোশ হইতে আটচল্লিশ ক্রোশ মধ্যে হইলে চারি মাস অন্তর যাইয়া গুরুকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ইহার অধিক দূর গুরুভবন হইলে বৎসরান্তে গুরুর চরণ বন্দনা করিবে।

অথ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন বিধি। যথা—ন লঙ্ঘয়েদ্গুরোরাজ্ঞা মুত্তরং ন বদেত্তথা। দিবা রাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ। গুরুর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিবে না দাসবৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা প্রতিপালন করিবে॥

অথ গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘনদোষ।—আজ্ঞাভঙ্গং গুরোর্দেবি যঃ করোতি স মূঢ়ধীঃ। প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্বমবাপ্নুয়াৎ। বৃথা ধর্ম্মং বৃথা চর্য্যাং বৃথা দীক্ষাং বৃথা তপঃ। বৃথা সুকৃতিমাখ্যাতিং গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনান্নৃণাং॥ যে মূঢ় গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয় ও নরকে গমন করে। তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ পূজাদি সকলই বৃথা হয়॥

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষ। গুরোর্নিন্দাঞ্চ পৈশুন্যং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে। তস্য তদ্দিনজাং পূজাং ন তু গৃহ্লাতি সুন্দরী॥ গুরুনিন্দা যে ব্যক্তি দিনান্তরেও শ্রবণ করে তাহার সেই দিনের পূজা ঈশ্বরী গ্রহণ করেন না।

অথ গুরুনিন্দাকরণে দোষ। গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ গুরুনিন্দা কুরো নরঃ। কল্পকোটিশতং দেবি নরকে পততি ধ্রুবং॥ যে মনুষ্য গুরু নিন্দা করে সে শ্রীবিহীন এবং ক্ষীণায়ু হইয়া নিশ্চয়ই শত কোটি বৎসর নরকে পতিত থাকে।

অথ গুরুনিন্দাশ্রবণে দোষপ্রতীকার।—যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণে স্বকে। সদ্যস্তস্মাৎ বিনিষ্ক্রামেদ্দূরং ন শ্রবণং যথা। গুরোর্নাম স্মরেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া॥ যেখানে গুরুনিন্দা শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিবে এবং পশ্চাৎগুরুর নাম স্মরণ করিয়া সেই পাপ ক্ষালন করিবে।

অথ গুরুপাদোদকপানফলং।—গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং॥ গুরুপাদোদক যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক পান করেন তিনি সাড়ে তিন কোটি তীর্থের ফল নিশ্চয়ই লাভ করেন।

অথ গুরুরউচ্ছিষ্টভোজন ফল। গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নং যো ভক্ষয়েভক্তিভাবতঃ। অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী তস্যৈশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি॥ যিনি ভক্তি পূর্ব্বক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করেন তাঁহাকে জগদীশ্বরী ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন॥

দীক্ষা। দীক্ষা বিনা জপ পূজাদি সকলই নিষ্ফল, একারণ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্য জ্ঞান দান করিয়া তাহার পাপরাশি নষ্ট করে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা তুল্য ও জল মূত্র তুল্য। তাহার কোন কার্য্যে অধিকার নাই, সে মরণান্তে নরকে গমন করে।—কল্পে দৃষ্টা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে।

যে নরাধম গুরুর দ্বারা দীক্ষিত না হইয়া পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে সে সহস্র মন্বন্তরে ও নিষ্কৃতি পায় না।

মন্ত্র। যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রের বর্ণ সকল সাক্ষাৎ দেবতা, সেই দেবতা গুরুরূপিণী। অতএব মন্ত্র, দেবতা এবং গুরু ইহাদের ভেদ জ্ঞান করিবে না। যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবপ্রতিমূর্ত্তিকে প্রস্তর জ্ঞান করে, সেই নরাধম নরকে পতিত হয়। মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ গৃহীতমন্ত্র ত্যাগে মৃত্যু ও গুরু ত্যাগে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগে ঘোরতর নরকে গমন হয়।

স্ত্রী ও শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে যে যে মন্ত্র নিষিদ্ধ। স্বাহা ও প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত মন্ত্র, অজপা মন্ত্র (হংস) লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ) এই সকল মন্ত্র প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ ইহা অর্পণ করেন তিনি, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র মরণান্তে নরকে গমন করেন। বারাহী তন্ত্রে আছে যে শূদ্র শিব, দুর্গা, গোপাল, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র ব্যতিরেকে অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করে সে পাপভাগী হয়।

মন্ত্র শোধন। কুলাকুল, রাশি, নক্ষত্র, অকথহ, অকডম এবং ঋণী—ধনী এই সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র বিচার করিয়া অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কদাচ বৈরমন্ত্র গ্রহণ করিবেনা, কিরূপ বিচার করিতে হইবে ইহা সহজে বোধগম্য হইবার জন্য কয়েকটী চক্র অঙ্কিত করা গেল। উহা দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন যে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে অরি মিত্রাদি বিচার করিতে হয় না।

কুলাকুল চক্র।

বায়ু	অগ্নি	পৃথিবী	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

এই চক্র পাঁচ ঘরে বিভক্ত যথা বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ। বায়ু ঘরে যে সমস্ত বর্ণ আছে তাহাদিগকে বায়ু বর্ণ বলে। এইরূপ অগ্নিঘরস্থিত বর্ণ সকলকে অগ্নি বর্ণ, পৃথিবীঘরস্থিত বর্ণকে পার্থিব বর্ণ, জলঘরস্থিত বর্ণকে জলবর্ণ, এবং আকাশস্থিত বর্ণকে আকাশবর্ণ কহে। বায়ু বর্ণের সহিত অগ্নি বর্ণের এবং পার্থিব বর্ণের সহিত জলবর্ণের মিত্রতা আছে। আকাশ বর্ণ, সকল বর্ণের মিত্র। বায়ু ও অগ্নি এই দুই বর্ণের সহিত পার্থিব ও জল বর্ণের শত্রুতা জানিবে। এক্ষণে মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে, সেই মন্ত্রের আদ্যক্ষর যদি এক ঘরে থাকে, কিম্বা মিত্রঘরস্থিত বর্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। শত্রুঘরস্থিত হইলে, গ্রহণ করিবে না। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির নাম চন্দ্রকান্ত, সে রাম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। চন্দ্রের আদ্যক্ষর চ ও রামের আদ্যক্ষর র, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, চ ও র যে যে ঘরে আছে, সেই সেই ঘরস্থিত বর্ণের পরস্পর মিত্রতা আছে কি না, চক্র দৃষ্টে জানা গেল, যে চ বায়ুঘরস্থিত ও র অগ্নিঘরস্থিত, বায়ুবর্ণের সহিত অগ্নিবর্ণের মিত্রতা থাকায়, চন্দ্র রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু চন্দ্র দুর্গা মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ মন্ত্রের আদ্যক্ষর পার্থিব বর্ণ, উক্ত পার্থিব বর্ণ বায়ু বর্ণের

শত্রু। এই প্রকার সকলে নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর লইয়া, বিচার পূর্ব্বক, মন্ত্র গ্রহণ করিবেন ॥

রাশি চক্র।

১ মেষ অআইঈ	২ বৃষ উ ঊ ঋ	৩ মিথুন ৠ ঌ ৡ	৪ কর্কট এ ঐ	৫ সিংহ ও ঔ	৬ কন্যা অংঅঃশষসহলক্ষ
৭ তুলা কখগঘঙ	৮ বৃশ্চিক চছজঝঞ	৯ ধনু টঠ ডঢণ	১০ মকর তথদধন	১১ কুম্ভ পফবভম	১২ মীন য র ল ব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম রাশি হইতে যে রাশির ঘরে, মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম রাশি হইতে মন্ত্র রাশি ষষ্ঠ, অষ্টমও দ্বাদশ হয়, তবে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—এক ব্যক্তির সিংহ রাশি, তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর ধনুরাশিতে আছে, এক্ষণে দেখা গেল, যে সিংহ রাশি হইতে ধনু রাশি পর্য্যন্ত, গণনা করিলে পঞ্চম হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মকর রাশিতে যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকিত, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না; কারণ মকর রাশি, সিংহ রাশি হইতে গণনা করিলে, ষষ্ঠ হয়। যাহার জন্ম রাশি না জানা আছে তাহার নামের আদ্যক্ষর যে রাশিতে আছে, সেই রাশি হইতে মন্ত্র রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপ রাশি চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা যথা—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়। এই নামানুরূপ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। চতুর্থ মন্ত্র বিষ্ণুবিষয়ে বর্জ্জনীয়। বিষ্ণুবিষয়ে বন্ধু স্থানে শত্রু ও শত্রু স্থানে বন্ধু জানিবে।

নক্ষত্র চক্র।

অশ্বিনী	ভরণী	কৃত্তিকা	রোহিণী	মৃগশিরা	আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু	পুষ্যা	অশ্লেষা
অআ	ই	ঈউঊ	ঋৠ৯ৡ	এ	ঐ	ও ঔ	ক	খ গ
দেবগণ	মানুষগণ	রাক্ষস গণ	মানুষ	দেব	মানুষ	দেব	দেব	রাক্ষস
মঘা	পূর্ব্বফল্গুণী	উত্তরফল্গুণী	হস্তা	চিত্রা	স্বাতী	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা
ঘ ঙ	চ	ছ জ	ঝ ঞ	ট ঠ	ড	ঢ ণ	ত থ দ	ধ
রাক্ষস	মানুষ	মানুষ	দেব	রাক্ষস	দেব	রাক্ষস	দেব	রাক্ষস
মূলা	পূর্ব্বাষাঢ়া	উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা	ধনিষ্ঠা	শতভিষা	পূর্ব্বভাদ্র	উত্তরভাদ্র	রেবতী
ন প ফ	ব	ভ	ম	য র	ল	ব শ	ষ স হ	লক্ষঅংঅঃ
রাক্ষস	মানুষ	মানুষ	দেব	রাক্ষস	রাক্ষস	মানুষ	মানুষ	দেব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে যে নক্ষত্র ঘরে মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, ও পরমমিত্র এইরূপ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনা কবিয়া, যদি মন্ত্রনক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম হইলে গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হইলে, সে মন্ত্র গ্রহণে শুভ হয় এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু রাক্ষসগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষগণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা, অতএব এপ্রকার মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র শতভিষা, তাহার মন্ত্রের আদি বর্ণ অশ্লেষা নক্ষত্র ঘরে আছে দেখা গেল, উভয় নক্ষত্রের গণ রাক্ষস, অতএব একগণ হইল, তখন সে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। এবং জন্ম নক্ষত্র শতভিষা হইতে মন্ত্র নক্ষত্র অশ্লেষা পর্য্যন্ত, জন্ম, সম্পদ ইত্যাদি করিয়া গণনা করিলে, অশ্লেষা চতুর্থ হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ঘরে থাকিত, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ উত্তরফল্গুনীর গণ মানুষ, মানুষ ও রাক্ষসে মৃত্যু। এবং শতভিষা হইতে, ঐরূপ গণনা করিলেও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র সপ্তম হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র না জানা আছে, সে ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর যে নক্ষত্র ঘরে আছে, সেই ঘব হইতে মন্ত্র-নক্ষত্র-ঘর পর্য্যন্ত গণনা কবিবে।

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	ঊ ঙ প	আ খ দ	উ চ ফ
ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	৯ ঞ য
ঈ ঘ ন	ৠ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ র
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে, আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর, ঐরূপ গণনাতে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, আর যদি অরি হয়, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর, যে ঘরে আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে প্রত্যেক ঘর গণনা করিলে, যদি সাধ্য মন্ত্র, সাধ্য ঘরে হয়, সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তির নামের আদি অক্ষর ল এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর দ, এক্ষণে ল হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর দ পর্য্যন্ত গণনা করিলে, মন্ত্রের আদি অক্ষর দ সিদ্ধ হইল, এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে আছে সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষরের ঘর পর্য্যন্ত, গণনা করিলে উক্ত ঘর সাধ্য হইল, অতএব সাধ্য ঘরে, সিদ্ধ মন্ত্র লইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধাদি গণনা করিয়া শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অরি মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমূলে বংশ নাশ হয়।

অকডম চক্র।

১ অ ক ড ম	২ আ খ ঢ য	৩ ই গ ণ র	৪ ঈ ঘ ত ল	৫ উ ঙ থ ব	৬ ঊ চ দ শ
৭ ঌ ছ ধ ষ	৮ ঐ জ ন স	৯ ও ঝ প হ	১০ ঔ ঞ ফ ল	১১ অং ট ব ক্ষ	১২ অঃ ঠ ভ

∴ নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনাতে যদি মন্ত্রের আদি অক্ষর সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অরি মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না।

ঋণী-ধনী চক্র।

সাধ্যাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর লইয়া গণনা করিবে তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের উপরে যে যে অঙ্ক আছে ঐ অঙ্ক যোগ কর, পরে উক্ত যোগাঙ্ককে

৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। ঐরূপ মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের নিম্নে যে যে অঙ্ক আছে ঐ অঙ্ক যোগ কর পরে উক্ত যোগাঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে এক স্থানে রাখ। এক্ষণে দেখিবে যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক মন্ত্রাঙ্ক হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে কিম্বা দুই অঙ্ক যদি সমান হয় তাহা হইলেও গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হইলে গ্রহণ করিবে না। যে অঙ্ক বেশী হয় তাহাকে ঋণী ও ন্যূন অঙ্ককে ধনী কহে, অতএব ঋণী মন্ত্রই গ্রহণ করিবে, ধনী মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি— রাম চরণ নামীয় ব্যক্তি (নামের শ্রী ও দেব শর্ম্মা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণনা করিবে) হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? প্রথমে নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সমস্ত ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখ যথা—র আ ম অ চ অ র অ ণ অ পরে এই সকল বর্ণে যে যে অঙ্ক চক্রের নিম্নে আছে তাহা লইয়া রাখ যথা—র=০ আ=২ ম=৫ অ=২ চ=২ অ=২ র=০ অ=২ ণ=০ অ=২ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৭ হইল। এই ১৭ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। ঐরূপ মন্ত্র বর্ণ ও সাধ্যাঙ্ক রাখ—হ=৩ অ=৬ র=৩ ই=৬ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৮ হইল এই ১৮ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে। এ স্থলে মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক অপেক্ষা মন্ত্রাঙ্ক বেশী হওয়াতে মন্ত্র ঋণী হইল অতএব রাম হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে ঋণী-ধনী-চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বিষ্ণু, কালী ও তারা মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র-চক্র, শিব মন্ত্রে রাশি-চক্র, গোপাল ও রাম মন্ত্রে অকডম-চক্র, চণ্ডিকা বিষয়ে রাশি-চক্র ও কোষ্ঠ-চক্রে মন্ত্র শুদ্ধি করিতে হইবে। অন্য চক্র বিচারের প্রয়ো-

জন নাই, তবে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণে কুলাকুল চক্র ও ঋণী-ধনী চক্র বিচারের আবশ্যকতা আছে।

স্ত্রী-গুরু দত্ত মন্ত্র ও স্বপ্নে যে মন্ত্র পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিতে কোন চক্রাদির বিচার করিতে হয় না।

বাঙ্গলা দেশে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কৃষ্ণ, গোপাল, শিব ও রাম এই সকল মন্ত্র সচরাচর গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও গোপাল মন্ত্রে অধিকাংশ লোক দীক্ষিত। যদি ভ্রম বশতঃ কেহ অরি মন্ত্র গ্রহণ করে তবে সেই মন্ত্র এই প্রকারে ত্যাগ করিবে—বট পত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোত জলে নিক্ষেপ করিবে।

মন্ত্রের দশ সংস্কার।

মন্ত্রের দশ সংস্কার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দশবিধ সংস্কার যথা—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি।

জনন—মাতৃকা যন্ত্র হইতে দেয় মন্ত্র বর্ণ সকলকে উদ্ধার করা।

জীবন—মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া দশবার জপ করা।

তাড়ন—মন্ত্র অক্ষর সমস্ত পৃথক্ পৃথক লিখিয়া বং মন্ত্রে চন্দন যুক্ত জল দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে দশবার তাড়ন করা।

বোধন—মন্ত্রে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে তত সংখ্যা রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং বলিয়া মন্ত্রাক্ষর সমস্ত প্রহার করা।

অভিষেক—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে তত গুলি রক্ত করবীর দ্বারা রং মন্ত্রে প্রত্যেক মন্ত্রাক্ষরকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বত্থ পল্লব দ্বারা মন্ত্রাক্ষর সংখ্যায় অভিষিঞ্চন করা।

বিমলীকরণ—সুষুম্না নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্রে মলত্রয় দগ্ধ করা।

আপ্যায়ন—মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রের প্রোক্ষণকে আপ্যায়ন কহে।

তর্পণ—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে তত সংখ্যা জল দ্বারা তর্পণ করা।

দীপন—দেয় মন্ত্রের আদি ও অন্তে ওঁ হ্রীং শ্রীঁ মন্ত্র যোগ করিয়া ১০৮ বার জপ করা।

গুপ্তী—ইষ্ট দেবতার মন্ত্র গোপন করা।

দীক্ষা প্রকরণ।

দীক্ষা কাল—চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও পৌষ মাসে* মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কিন্তু চৈত্র মাসে গোপালমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

বার নিয়ম—শনি ও মঙ্গল বারে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

তিথি নিয়ম—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা আর কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ও দশমীতে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করা যায় এবং ত্রয়োদশী ও কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠীতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নক্ষত্র নিয়ম—ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা ও ধনিষ্টা এই সাত নক্ষত্রে মন্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আর্দ্রা ও কৃত্তিকাতে শিবমন্ত্র এবং জ্যেষ্ঠা ও ভরণীতে রামমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

যোগ নির্ণয়—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র এই ১৬টী যোগ দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত।

---

* সৌর মাস জানিবে।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই পাঁচ করণ দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত।

লগ্ন নির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্ন প্রশস্ত। বৃশ্চিক এবং কুম্ভ লগ্নে বিষ্ণুমন্ত্র; মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরে শিব-মন্ত্র এবং মিথুন লগ্নে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

দেবপর্ব্বে মন্ত্র গ্রহণে মাস তিথি ইত্যাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। দেবপর্ব্ব যথা—বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভাদ্রের ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী এবং চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিবসে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত, অশোকাষ্টমী, রামনবমী দিনে, তীর্থ স্থানে ও পীঠস্থানে এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে মাসাদি কিছুই বিচার করিতে হয় না।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়—গোশালা, গুরুর গৃহ, দেবতার স্থান, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর এই সকল স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

দীক্ষা-প্রণালী—দীক্ষা চারি প্রকার যথা—কলাবতী, পঞ্চায়তনী, সংক্ষেপ ও উপদেশ। তন্মধ্যে সংক্ষেপ দীক্ষা কি প্রকার তাহা দেখা-ইতেছি—দীক্ষার পূর্ব্বদিনে শিষ্য উপবাসী* থাকিয়া পরদিন

---

* অশক্তে হবিস্যান্ন ভোজন।

স্নানানন্তর সঙ্কল্প করিয়া গুরুদেবকে বরণ করিবে। সংকল্প যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক—ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তি কামঃ অমুক দেবতায়া অমুকাক্ষর মন্ত্র দীক্ষামহং করিষ্যে। প্রথমে শিষ্য যোড় হস্তে গুরুকে ওঁ সাধুভবানাস্তাং বলিবে। তাহার পর গুরু ওঁ সাধ্বহমাসে বলিবেন। পরে শিষ্য ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং বলিবে; গুরু ওঁ অর্চ্চয় বলিবেন। পরে শিষ্য গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বরণ করিবে। যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক—অমুক দেবতায়া মৎকর্ত্তৃকামুকাক্ষর মন্ত্র দীক্ষা কর্ম্মণি অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণ মেভিঃ পাদ্যাদিভি রভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। গুরু ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবেন, শিষ্য ওঁ যথা বিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু বলিবে। তৎপরে গুরু ওঁ যথাজ্ঞান্ করবাণি এই কথা বলিবেন। তাহার পর গুরু সর্ব্বতোমণ্ডলোপরি জল পূর্ণ একটী বস্ত্র সংযুক্ত নূতন কলস স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন, পরে সর্ব্বৌষধি,(১) নবরত্ন,(২) ও পঞ্চপল্লব,(৩) কলসে দিয়া যথা শক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ১০৮ হোম করিবেন। তৎপরে শিষ্যকে আনাইয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল ও কলসের জলে ১০৮ মূল মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল

(১) কুড়, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, বচ, শৈলেয়, চম্পক, মুরা, কর্পূর, মুস্তা।

(২) মুক্তা, মানিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত ও ইন্দ্রনীল।

(৩) উড়ুম্বর আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল।

দ্বারা অভিষেক§ করিবে। পরে শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্য কর্ণে* অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে শিষ্য গুরু চরণে পতিত হইয়া ওঁ তৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া মৃত্যু মহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ। বলিবে। গুরু, ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তি শ্রী কান্তি পুত্রায়ুর্ব্বলা-রোগ্যং সদাস্তুতে। এই মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন। এবং শিষ্য গুরুর সম্মুখে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে ও গুরু স্বীয় শক্তি রক্ষার্থ শতবার মন্ত্র জপ করিবেন।

অন্য প্রকার উপদেশ যথা—গ্রহণকালে, তীর্থ স্থানে, শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির আবশ্যক নাই; বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে কলিযুগে কেবল উপদেশেই সর্ব্বসিদ্ধ হয়।

করমালা নিয়ম ও জপ। করেতে যে সমস্ত অঙ্গুলী আছে তাহার নাম যথা—বৃদ্ধাঙ্গুলীকে অঙ্গুষ্ঠ কহে, অঙ্গুষ্ঠের পর যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জ্জনী কহে, তর্জ্জনীর পরে মধ্যমা, এবং মধ্যমার পর অনামিকা, তাহার পর কনিষ্ঠা। অঙ্গুষ্ঠ বাদে অপর চারি অঙ্গুলীতে তিন তিন পর্ব্ব করিয়া ১২ পর্ব্ব আছে। শক্তি দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্বে আসিবে পরে কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব হইতে শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত, পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব, তৎপরে মধ্যমার শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব

---

* অন্যপ্রকার। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দক্ষিণ কর্ণে তিন বার ও বাম কর্ণে একবার স্ত্রী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিন বার ও দক্ষিণ কর্ণে একবার মন্ত্র বলিবে।

§ স্নান প্রকরণ দেখ।

পর্য্যন্ত এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিবে। যখন ১০৮ জপের প্রয়োজন হইবে তখন অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে ঐরূপ মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আট পর্ব্বে জপ করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব ও মধ্যমার শেষ পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। জপ কালে অবশ্য সংখ্যা রাখিবে, সংখ্যা না রাখিয়া জপ কদাচ করিবে না। বাম হস্তের অঙ্গুলীতে প্রতি দশবার জপে একবার সংখ্যা রাখিবে। হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বক্রভাবে হৃদয়ে রাখিবে এবং হস্তদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে। পর্ব্ব সন্ধি স্থানে জপ করিবে না ও হস্তপর্ব্ব যব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন, এবং মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। অধিক বিলম্ব ও অতি দ্রুত না হয় এইরূপে জপ করিবে। অপবিত্র হস্তে, শয্যাতে, নিরাসনে, পাষাণে বসিয়া কিম্বা গমন কালে, শয়ন কালে, উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্রুদ্ধ কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। শুচি হইয়া মনঃ সংযমন পূর্ব্বক মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া জপ করিলে জপের ফল লাভ হয়। জপ তিন প্রকার—বাচিক, জিহ্বা ও মানসিক। বাক্য দ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচিক জপ বলে। কেবল মাত্র জিহ্বা দ্বারা যে জপ করা যায় তাহাকে জিহ্বা জপ বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই জপে শত গুণ ফল হয় এবং মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে ইহাতে সহস্র গুণ ফল হয়। মানসিক জপ শুচি কিম্বা অশুচি হউক সর্ব্ব সময় ও সকল স্থানে করিতে পারা যায়। শক্তি বিষয়ে দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। যে মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা মন্ত্র জপ করে তাহার সেই স্তব ও মন্ত্র নিষ্ফল হয়। জপ কালে অন্য কথা একবার বলিলে ওঁ

মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে মৃতাশৌচ হয় এই দুই অশৌচ যুক্ত মন্ত্র কোন ফল দান করে না। এ কারণ উক্ত অশৌচ দূর করিবার জন্য মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া সাতবার জপ করিয়া প্রকৃত মূলমন্ত্র জপ করিবে। প্রণব দ্বারা মূল মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে বৈরমন্ত্রও সিদ্ধ হয়।

বাহ্য মালা। এই কয়েক প্রকার দ্রব্য দ্বারা জপ মালা প্রস্তুত করিবে। যথা—রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, শঙ্খ, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য, কুশমূল ও তুলশী। সকল মালার শ্রেষ্ঠ রুদ্রাক্ষ। ইহাতে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। ১০৮ মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। যে সমস্ত মণি দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে ঐ সমস্ত মণি যেন সমান হয় এবং অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র না হয় এবং কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত কিম্বা জীর্ণ না হয়। এক জাতীয় মালার মধ্যে অন্য জাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করিবে না। দৃঢ় রজ্জু দ্বারা মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া উহার দুই মুখ একত্রিত করিয়া ওঁ মন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে। যে প্রকার মণির দ্বারা মালা করিবে সেই জাতীয় একটী বৃহৎ মণির দ্বারা মেরু করিবে। মালা সকল মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ করিয়া মালা গাঁথিবে (রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিম্ন ভাগ পুচ্ছ অন্য অন্য মণির স্থূল ভাগ মুখ ও তদ্বিপরীত পুচ্ছ) এই প্রকার মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে কারণ অপ্রতিষ্ঠিত মালাতে জপ করিলে সে জপ ফলদায়ক হয় না।

বর্ণ মালা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ ল ক্ষ এই এক পঞ্চাশত বর্ণের অকার হইতে হ পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ

মালা ও ক্ষ তাহার মেরু। এই মালা অন্তর্যজন কার্য্যে ও বাহ্যপূজা-দিতে জপ করিলে বিশেষ ফল হয়। কিরূপ জপ করিবে তাহা বলিতেছি—এক একটী বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে যথা—অং এই বর্ণ জপ করিয়া পুনর্ব্বার মূল মন্ত্র এক বার জপ করিবে এইরূপ হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরে অনুস্বার যোগ করিয়া জপ করিবে। পুনর্ব্বার হ হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে এইরূপ অনুলোম বিলোমে জপ করিবে। প্রবালের ন্যায় ভাষমানা যে সর্পাকার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন তিনিই এই বর্ণ মালার সূত্র। তাঁহার আরোহণ ও অবরোহণে শত সংখ্যা হয়। বর্ণ মালা মধ্যে যে দুইটি লকার আছে তাহার কারণ এই—পূর্ব্বকালে যখন মহাদেব পৃথিবী উদ্ধার করেন তখন পৃথিবীর সহিত পৃথ্বী বীজ লকার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অথ মালা সংস্কার। নয়টী অশ্বত্থ পত্র পদ্মাকারে বিছাইয়া উহার উপর মাতৃকামন্ত্র* ও মূলমন্ত্র বলিয়া মালা রাখিবে। তাহার পর ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ। বলিয়া পঞ্চগব্যে† মালা ধৌত করিবে। পরে ওঁ নমোজ্যেষ্ঠায়, নমোরুদ্রায়, নমঃ কলায়, নমঃ কালবিকরণায়, নমোবলপ্রমথনায়, নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমোমনোন্মনায়। এই সকল মন্ত্রে চন্দন অগুরু ও কর্পূর মালাতে লেপন করিবে এবং ওঁ অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোর তরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব-সর্ব্বেভ্যো নমস্তেস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। এই সকল মন্ত্রে ধুপ দান করিবে। পুনরায় ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচো-দয়াৎ। মন্ত্রে চন্দন দ্বারা মালা লেপন করিবে। পরে এই সকল মন্ত্র

* পূজা প্রকরণ দেখ।

† গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত

প্রতি মালাতে একবার করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ শিবোমেঽস্ত সদাশিবোম্। তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা(১) পূর্ব্বক দেবতার পূজা(২) করিবে এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—মালে মালে মাহামালে সর্ব্বতত্ত্ব স্বরূপিনী। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্ত স্তস্মান্মে সিদ্ধিদাভব। উক্ত প্রণালী শক্তি বিষয়ে জানিবে। বিষ্ণু বিষয়ে ঐঁ শ্রীঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ বলিয়া মালার পূজা করিবে। এই প্রকার মালার পূজা করিয়া তদুপরি ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর মালা গ্রহণ করিবে। যে দেবতার নামে মালা প্রতিষ্ঠা করিবে সেই দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্র সেই মালাতে জপ করিবে না। মালাতে জপ অতিশয় সাবধানে করিবে, জপ কালে অঙ্গ কিম্বা মালা কম্পন করিবে না এবং মালাতে শব্দ না হয়। জপের সময় হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে মালা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ১০৮ বার জপ করিবে। জপ শেষ হইলে এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া নিজ কর্ণে কিম্বা কোন উচ্চ স্থানে মালা গোপন করিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা— ওঁ ত্বং মালে সর্ব্ব দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদামতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোস্তুতে। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মালা জপ করিবে। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় মালা গাঁথিয়া ১০০ বার জপ করিবে। মালা নিষিদ্ধ বস্তুতে সংস্পর্শ হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে।

রুদ্রাক্ষ-ধারণ মন্ত্র। এক মুখ হইতে চতুর্দ্দশ মুখ পর্য্যন্ত ১৪ প্রকার রুদ্রাক্ষ আছে। ধারণের ১৪ প্রকার মন্ত্র যথা—ওঁ ঐঁ।১

(১) (২) পূজা প্রকরণ দেখ

ওঁ শ্রীঁ। ২ ওঁ ধ্রুং ধ্রুং। ৩ ওঁ হ্রীং হুঃ। ৪ ওঁ হ্রীং। ৫ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ। ৬ ওঁ হ্রীং। ৭ ওঁ ক্রুং রং। ৮ ওঁ হ্রাং। ৯ ওঁ হ্রীং। ১০ ওঁ শ্রীঁ। ১১ ওঁ হ্রাং হ্রীং।১২ ওঁ ক্ষৌং নমঃ।১৩ ওঁ তমাং।১৪

২৭টী রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা করিয়া সেই মালা ধারণ করিবে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে শিবলোকে গমন হয়। রুদ্রাক্ষ পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে * স্নান করাইয়া শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ও ত্র্যম্বক মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌং ঘোরে হুঁ ঘোরতরে ওঁ হ্রেং হ্রীং শ্রীঁ ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমোহস্তু রুদ্ররূপিণে হ্রুঁ হ্রুঁ।

পুরশ্চরণ।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য গুরুর আজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। যেমন জীব হীন দেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না সেই মত পুরশ্চরণ বিনা মন্ত্র কোন ফল দান করিতে পারে না। পুরশ্চরণ অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে যে কয়টী সহজ ও অনায়াস সাধ্য তাহাই এস্থলে দেখাইতেছি।

গ্রহণ সময় উপবাসী থাকিয়া পবিত্র জলে স্নান পূর্ব্বক গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

শরৎকালের চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দেবীর পূজা করিয়া এক সহস্র মন্ত্র জপ করা। অন্ধকারালয়ে একাকী বসিয়া জপ করিবে। অষ্টমী ও নবমীতে উপবাসী থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক সহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত

* দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা

জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। এই সকল পুরশ্চরণে হোমাদি করিতে হয় না। যিনি অশক্ত হইবেন গুরু দ্বারা কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞ সদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ* করিবেন।

পুরশ্চরণ স্থান নির্ণয়। নিজগৃহ, বিল্ববৃক্ষ, আমলকী ও অশ্বত্থের মূল, নদীতীর, তুলসীকানন, গোশালা, বৃষশূন্য শিবালয় এবং গুরু-সন্নিধান।

ভোক্ষ্য নিয়ম। হবিষ্যান্ন যথা—গব্য-দুগ্ধ, ঘৃত, ইক্ষুচিনি, তিল, শ্বেত মুগ, নারিকেল, কদলী, আম্র, কাঁঠাল, তেঁতুল সৈন্ধব, হরীতকী। মধু, লবণ, তৈল এবং তাম্বুল প্রভৃতি ভোজন করিবে না। মৈথুন ও তদালাপ, তৈলমর্দ্দন, ক্ষৌরকর্ম্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে। পুরশ্চরণ কালে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ শয্যাতে শয়ন করিবে।

আসন নিয়ম।

আসন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কম্বলাসন ও কুশাসন জপ পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত। মৃত্তিকাসনে জপ পূজাদি করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, বংশাসনে দারিদ্র, পাষাণে ব্যাধি পীড়া, তৃণাসনে যশোহানি, বস্ত্রাসনে জপ পূজাদির হানি হয়। কিন্তু অন্যান্য আসনোপরি বস্ত্রাসনে বসিয়া জপ পূজাদি করিতে পারে।

* গ্রহণ পুরশ্চরণে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্র সিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্র জপরূপ পুরশ্চরণমহং করিষ্যে।

প্রাতঃকৃত্য।

রজনীর শেষে যখন অরুণোদয় হইবে তখন গাত্রোত্থান করিয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

বিষ্ণুর ষোড়শ নাম।

ওঁ ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥ যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ দুঃস্বপ্নেষু চ গোবিন্দং সংঙ্কটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং॥ জল-মধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥ এতানি ষোড়শ নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্ব পাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

তৎপরে রাত্রি বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে গুরুর ধ্যান করিবে।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়-করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতস্থরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং। (১)

---

(১) মস্তকোপরি, সহস্রদল পদ্মে আসীন আছেন, তাহার শ্বেত বর্ণ, দুই হস্ত, এক হস্তে বর, ও অপর হস্তে অভয়, গলদেশে শ্বেত মাল্য, শরীরে শ্বেত চন্দনের অনুলেপন, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান, স্ববামস্থিত রক্ত বর্ণ শক্তির সহিত, বিদ্যমান আছেন।

পরে গুরুকে মানসোপচারে পূজা, ঐং মন্ত্র মনে মনে জপ, এবং প্রণাম করিয়া গুরুকে নমস্কারের মন্ত্র পাঠ করিয়া, পুনর্ব্বার নমস্কার করিবে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (২)

পরে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবে, এবং উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, দীপ্তিমতী, তাঁহার দেহ প্রভায়, নিজ শরীর পরিব্যাপ্ত, এইরূপ চিন্তা করত, পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া মূল মন্ত্র (৩) জপ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে পাঠ করিবে, যথা—লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥ অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্য মুক্তস্বভাববান্॥ পরে (নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুব্যৈ নমঃ) বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করত ভূমিতে অগ্রে বাম পদ ফেলিয়া, বহির্দ্দেশে গমন করিবে। তন্ত্রে লেখা আছে, যে প্রাতঃ কৃত্য না করিয়া, যদি কেহ দেবতার অর্চ্চনা করে তাহা হইলে সেই অর্চ্চনা, বিফল হয় অতএব প্রাতঃকৃত্যঃ অবশ্য কর্ত্তব্য॥

---

(২) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান, সেই গুরুকে নমস্কার করি। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধ জনের চক্ষু, যিনি জ্ঞান রূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা, উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

(৩) ইষ্ট দেবতার মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্রে দীক্ষীত হওয়া যায়।

* সন্ধ্যা বিধান।

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, বলিয়া তিনবার আচমন (১) করিবে। পরে ওঁ (২) গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। (৩) বলিয়া অঙ্কুশ (৪) মুদ্রা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, মূল মন্ত্রে, ঐ জল হইতে তিনবার জলবিন্দু, ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, সাতবার মস্তকে দিবে। পরে ষড়ঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, বাম হস্তে কিছু জল লইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, তাহা আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং মন্ত্র তিনবার (৫) জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ

---

* প্রাতঃসন্ধ্যা অতি প্রত্যূষে, অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্র থাকিতে করিবে।

(১) শক্তি ভিন্ন অন্য দেবতা বিষয়ে, মন্ত্র ব্যতিরেকে আচমন করিবে। এমন পরিমাণ জল লইবে যাহাতে একটী কলাই মগ্ন হয়। এইরূপ জল তিন বার পান করিবে।

(২) স্ত্রী, শূদ্র, ওঁ স্থানে, ঔং উচ্চারণ করিবে, এবং স্বাহা স্থলে, নমঃ বলিবে।

অ উ ম (নাদ) এবং (বিন্দুকলা) প্রণবের (ওঁ) এই পাঁচবর্ণ। অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার শিব, নাদ (ঁ) প্রকৃতি এবং বিন্দু-কলা (ং) তুরীয়াতীত ব্রহ্ম।

(৩) হে গঙ্গে হে যমুনে ইত্যাদি তোমরা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান কর।

(৪) অঙ্কুশ মুদ্রা—যে যে স্থলে মুদ্রা উল্লেখ আছে মুদ্রা প্রকরণ দেখিবে।

(৫) ঈশান, বায়ু, বরুণ, বহ্নি ও ইন্দ্র এই পাঁচ দেবগণের বীজ মন্ত্র।

করত, তত্ত্ব মুদ্রায় গলিত (৬) জল বিন্দু দ্বারা, সাতবার মস্তকে ছিটা দিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া, তেজোরূপ ধ্যান করত, ঐ জল বাম নাসা দ্বারা, আকর্ষণ করিয়া, দেহস্থ পাপ সকল ধৌত পূর্ব্বক, সেই জলকে, পাপপুরুষ (৭) রূপ চিন্তা করিয়া, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, রেচন (৮) করত. কল্পিত বজ্রশিলার উপর, (ফট্) মন্ত্রে পাপ-পুরুষরূপ সেই জল ফেলিয়া দিবে। তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার আচমনপূর্ব্বক ওঁ ঘৃণী ইদমর্ঘং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে সূর্য্যকে জল দ্বারা অর্ঘ দিবে। পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া, গায়ত্রী (৯) দ্বারা, দেবতার উদ্দেশে, তিনবার জল দান পুরঃসর দশবার গায়ত্রীর জপ করিয়া, গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। এই রূপ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার সন্ধ্যা করিবে। যদি কেহ অশক্ত হয়, সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে, অর্থাৎ দেবতাকে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে।

---

(৬) বাম হস্ত তলে যে জল লওয়া হইবে, ঐ জল হইতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে দিয়া যে বিন্দু বিন্দু জল পতিত হয়।

(৭) আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন, খড়্গ চর্ম্ম ধারী ও ক্রোধন স্বভাব, ইহার অবস্থান অধোমুখে বাম কুক্ষিতে।

(৮) বাহির করিয়া ফেলা।

(৯) যাহা গান করিলে গায়কের উদ্ধার হয়। গায়ত্রী দশবার জপ করিলে মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। পৃথক্ পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক গায়ত্রী। তান্ত্রিক গায়ত্রীতে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার আছে।

গায়ত্রীর ধ্যান। প্রাতঃ সন্ধ্যায়। উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং, পুস্তকাক্ষ-করাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে। (১০) মধ্যাহ্নে। শ্যামবর্ণাংচতুর্ব্বাহুং, শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্ম-ধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ (১১) সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিং শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ (১২) এইরূপ তিন সন্ধ্যাতে পৃথক ২ ধ্যান করিবে। সন্ধ্যা না করিলে, দীক্ষা ফল লাভ হয় না। অতএব সন্ধ্যা অবশ্য করিবে। যথা সময়ে সন্ধ্যা না করিলে, সন্ধ্যা পতিত হয়, সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যা করিবে॥

কতিপয় দেবতার গায়ত্রী।

বিষ্ণু। ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

(১০) উদয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ, পুস্তক ও জপ মালা ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন।

(১১) শ্যাম বর্ণা চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলের উপর বিরাজ করিতেছেন।

(১২) তিনি গায়ত্রী রূপা শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে বৃষের উপরি বিরাজ করিতেছেন তিনি বরদা, ত্রিনেত্রা এবং হস্তে বর, পাশ, শূল ও নরকপাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গোপাল। কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম। দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নোদন্তী প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য। আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

শক্তি। সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

দুর্গা। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

জয়দুর্গা। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নোগৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী। মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতী। বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ।

কালী। কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

তারা। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

জগদ্ধাত্রী। দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ভুবনেশ্বরী। নারয়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা। ভগবত্যৈ বিদ্মহে মহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

গায়ত্রীর অর্থ—আমরা (যে দেবতার গায়ত্রী সেই দেবতা) তাঁহাকে অবগত হইবার জন্য তাঁহার—ধ্যান করি সেই দেবতা আমাদিগকে তাঁহাতেই বিনিযুক্ত করুন॥

স্নান প্রকরণ।

প্রথমে মল নিরাকরণ জন্য স্নান করিয়া নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিতি করিয়া আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা, বলিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ। অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া জল অমৃতীকরণ এবং কবচ মুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিবে। পরে ফট্ বলিয়া সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সূর্য্যাভিমুখে বার অঞ্জলি জল ফেলিয়া ইষ্টদেবের চরণ নিঃসৃত জল মধ্যে তিন বার নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথা শক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে কলস মুদ্রায়, তিন বার আপন মস্তকে অভিষেক করিবে। অভিষেক মন্ত্র যথা—মূলমন্ত্রের অন্তে, নমঃ বলিয়া, অমুক দেবতা মহমভিষিঞ্চামি। তৎপরে তর্পণ—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ, গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং, পরমেষ্টিগুরুং, প্রত্যেকের পর তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া উল্লেখ করিবে। পরে ইষ্ট দেবের তর্পণ করিবে। যথা—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেবতাং কিম্বা দেবীং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিন বার তর্পণ করিবে। পরে সূর্য্য অর্ঘ দিয়া গায়ত্রীর জপ ও ধ্যান করিবে,

তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে, দেবতা রূপ ভাবনা করত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সংহার মুদ্রায়, নিজ হৃদয়ে দেবতাকে স্থাপন করত তীর্থ নমস্কার করিয়া গমন করিবে।

নিত্য সাধারণ পূজা বিধিঃ।

আচমন করিয়া পূর্ব্ব মুখে, কিম্বা উত্তর মুখে, আসনে উপবেশন করিবে, পরে আপনার বামেতে, ভূমির উপর, ত্রিকোণ মণ্ডল, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, ঐ মণ্ডলোপরি ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ বলিয়া, গন্ধ পুষ্প অথবা অক্ষত (১) দ্বারা, পূজা করিবে, ফট্ মন্ত্রে কোশা ধৌত করিয়া, মণ্ডলোপরি রাখিবে। নমঃ বলিয়া জল দ্বারা কোশা পূরণ করত, তদগ্রে আতপ তণ্ডুল, দুর্ব্বা ও গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ সাজাইয়া দিবে। পরে গঙ্গে চ যমুনে চৈব (২) ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে জলের উপর গন্ধ পুষ্প দিবে, এবং ধেনু মুদ্রা (৩) দেখাইয়া, ওঁ মন্ত্র ঐ জলের উপর দশ বার জপ করিবে। তৎপরে ফট্ মন্ত্রে কোশার জল দ্বারা দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিবে, এবং ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। ইতি সামান্য অর্ঘস্থাপন॥

তৎপরে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে, জল ধারা দ্বারা, স্বদেহ বেষ্টন পূর্ব্বক, বাম পার্ষ্ণি (৪) দ্বারা, ভূমিতে তিনটী আঘাত করিয়া, ফট্ মন্ত্রে সাত বার তণ্ডুলোপরি জপ করত নারাচ মুদ্রায়, তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক, ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। এই মন্ত্র বলিয়া তণ্ডুল, পূজার স্থানে ছড়াইয়া দিবে। ইতি বিঘ্নোৎসারণ॥ (৫)

---

(১) আতপ চাউল। (২) সন্ধ্যা বিধিতে তীর্থ আবাহনের মন্ত্র দেখ। (৩) যে যে স্থলে মুদ্রার উল্লেখ আছে মুদ্রা প্রকরণ দেখ।

ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন পূজা করিয়া আসন ধারণ পূর্ব্বক বলিবে—আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতল-ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা-লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ॥ তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরা-পরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, মধ্যে মুল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপ বলিয়া নমস্কার করিবে। ইতি আসন শুদ্ধিঃ ॥

একটী পুষ্প লইয়া দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ফট্‌ মন্ত্রে ভুমিতে নিক্ষেপ করত,মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা,বাম করতলে, ক্রমশ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটী শব্দ করিয়া, তুড়ি দ্বারা দশদিগ(৬) বন্ধন করিবে। ইতি করশুদ্ধিঃ; তালত্রয় ও দিগবন্ধন ॥

রং মন্ত্রে জলধারা দ্বারা, নিজ দেহ বেষ্টন করত, বহ্নি রূপ চিন্তা করিয়া,ভুত শুদ্ধি করিবে। যথা—উত্তান করতলদ্বয়, স্বীয় ক্রোড়দেশে রাখিয়া,সোহং মন্ত্রে জীবাত্মাকে, কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করত পরম শিবে সংযোজিত করিয়া,তাহাতে পৃথিব্যাদি ২৪ তত্ত্ব(৭)বিলীন ভাবনা করিবে; পরে যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ু বীজ, বাম নাসায় চিন্তা করত,(দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, উভয় নাসা (অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক) ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ করিয়া, পাপময় দেহ শুষ্ক করত, ঐ বীজ (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা, বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে

---

(৪) গোড়ালী। (৫) বিঘ্নদূরকরণ। (৬) উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান ঊর্দ্ধ ও অধঃ। (৭) পৃথিবী, জল, তেজ,

করিতে, দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। রং রক্তবর্ণ বহ্নি বীজ দক্ষিণ নাসাতে চিন্তা করত, (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া উভয় নাসা ধারণ করত, ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ পূর্ব্বক পাপময় দেহ দগ্ধ করত, ঐ বীজ (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, বাম নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ঠং শুক্লবর্ণ চন্দ্র বীজ বাম নাসায় চিন্তা করত, ১৬ বার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, ললাটদেশে চন্দ্রকে লইয়া, উভয় নাসিকা ধারণ পূর্ব্বক, বং বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত বারিতে মাতৃকাময় সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ দ্বারা, দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করত, দক্ষিণ নাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে।(৮) ইতি ভূত শুদ্ধি॥(৯)

পরে স্বীয় হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া, আং সোহং এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

মাতৃকান্যাস। (১০) অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকাসরস্বতীদেবতা, হলোবীজানি স্বরাঃশক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে

বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

(৮) অশক্তে ১৬ বার জপের স্থলে ৮ কিম্বা ৪, ৬৪ স্থলে ৩২ কিম্বা ১৬ এবং ৩২ স্থল ১৬ কিম্বা ৮ বার জপ করিবে। (৯) শরীর, আকার ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়। সংক্ষেপ ভূত শুদ্ধি যথা—স্বীয় হৃৎকমলে জীবাত্মাকে

নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

ইতি মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি ন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাস। মাতৃকান্যাস সমাপ্ত।

প্রাণায়াম (১১)। ওঁ ১৬ বার জপ দ্বারা বাম নাসায়, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, ৬৪ বার জপ দ্বারা উভয় নাসা ধারণ পূর্ব্বক, কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা, দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ, ও ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা বাম নাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে,

---

এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া সুষুম্না বর্ত্মে পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে। (১০) এই মাতৃকার ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ সকল শক্তি এবং বিনিয়োগ মাতৃকান্যাসে কীর্ত্তন করিবে। যে যে স্থলে অঙ্গুলী দ্বারা ন্যাস করিতে হইবে অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলী নিয়ম দেখ। ইহার পর অন্তরমাতৃকা ও বাহ্যমাতৃকার ন্যাস করিতে হয়, নিত্য পূজাতে

এবং পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা বাম নাসায় বায়ু পূরণ, ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে। অশক্তে ৪ বার জপ দ্বারা পূরণ, ১৬ বার জপ দ্বারা কুম্ভক ও ৮ বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। কিম্বা ১ বার জপ দ্বারা পূরণ, ৪ বাব জপ দ্বারা কুম্ভক ও ২ বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। ইতি প্রণায়াম।

ঋষিন্যাস। মহাদেব হইতে যে ঋষি মন্ত্র শ্রবণ করত তপস্যা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই মন্ত্রের আদি গুরু, তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিবে। মন্ত্র সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখাতে ইহার নাম ছন্দ। ছন্দ সকল অক্ষর ও পদঘটিত, এজন্য, মুখে তাহার ন্যাস করিবে। সমস্ত প্রাণীকে সকল কার্য্যে যিনি প্রেরণ করেন, তিনি দেবতা, এজন্য, হৃদয়ে তাঁহার ন্যাস করিবে। প্রত্যেক দেবতার প্রায় পৃথক পৃথক ঋষ্যাদি ন্যাস মন্ত্র(১২)আছে। কিরূপ ন্যাস করিতে

ইহার আবশ্যক নাই বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। (১১) যে প্রণালীতে ভূত শুদ্ধি করিতে হয় ঠিক সেইরূপ। প্রাণায়াম ব্যতি-রেকে মন্ত্র জপ ও পূজাদিতে অধিকার হয় না। জপের আদিতে ও পরে প্রাণায়াম করিবে। ইহার পর পীঠন্যাস ও পীঠশক্তির ন্যাস করিতে হয় কিন্তু নিত্য পূজাতে না করিলে কোন হানি নাই এ কারণ এখানে দেওয়া হইল না।

(১২) কতিপয় দেবতাব ঋষ্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ যথা—

দেবতার নাম।	ঋষি।	ছন্দ।	
ভুবনেশ্বরী	শিরষি শক্তয়ে	মুখে গায়ত্রী	হৃদি ভুবনেশ্বর্য্যৈ।
	ঋষয়ে নমঃ।	ছন্দসে নমঃ।	দেবতায়ৈ নমঃ।
অন্নপূর্ণা	ঐ ব্রহ্মণে ঐ ঐ।	ঐ পঙ্‌ক্তি ঐ ঐ।	ঐ অন্নপূর্ণায়ৈ ঐঐ।

হইবে, একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি ; যথা—(দুর্গা মন্ত্রের) শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইতি ঋষ্যাদি ন্যাস।

অঙ্গন্যাস। ছয় অঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। ছয় অঙ্গ যথা—হৃদয়, মস্তক, শিখা, দুই কবচ, দুই নেত্র, এবং করতল ও করপৃষ্ঠ। ন্যাস অঙ্গুলী দ্বারা করিতে হয় যে যে অঙ্গুলী যে যে স্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিতে হয় তাহা বলিতেছি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা শিরে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্থানে, সকল অঙ্গুলী দ্বারা কবচদ্বয়ে, তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। করতলে ন্যাস এইরূপ করিবে—তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় করপৃষ্ঠা দিয়া ঘুরাইয়া করতলে ধ্বনি করিবে। দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে(১৩)দীর্ঘস্বরাদি (া, ী, ূ, ৈ, ৌ, ঃ,) যোগ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্ কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, (যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে নেত্রে ন্যাস করিবে না) ও অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ বলিয়া তত্তৎ স্থানে অঙ্গুলী দিয়া ন্যাস করিবে। এস্থলে দুর্গার অঙ্গমন্ত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি যথা—দাং হৃদয়ায় নমং, দীং শিরসে স্বাহা, দূং শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায়, হুঁ দৌ নেত্র ত্রযায় বৌষট্, দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস। দক্ষিণ ও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকাও কনিষ্ঠা এই দশ অঙ্গুলীতে ও বাম হস্তের করতল ও করপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ

কালী	„ ভৈরব „	„ ।	„ উষ্ণিক্ „ „	। দক্ষিণকালীকায়ৈ „
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল } „	নারদ „	„ ।	„ গায়ত্রী „ „	। „ শ্রীকৃষ্ণায় „ „
তারা	„ অক্ষোভ্য	„ ।	„ বৃহতি „ „	। „ শ্রীমদেক জটায়ৈ
গণেশ	„ গণক „	„ ।	„ নিবৃ „ „	। „ গণেশায „ „

স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই সকল মন্ত্র দেবতার অঙ্গমন্ত্রের (১৪) সহিত যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে দীর্ঘ স্বরাদি যোগ করিয়া সকল দেবতার ষড়ঙ্গন্যাসের ন্যায় করন্যাস ও করা যাইতে পারে। কিরূপ করন্যাস করিতে হইবে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—দ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, দৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্(এই চারি অঙ্গুলীতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ন্যাস করিবে) দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ (করতলে কিরূপ ন্যাস করিতে হয় অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে।) ইতি করন্যাস।

ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর হস্তদ্বয় দ্বারা, মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ও চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার বায়ু বিতাড়িত ও আকর্ষণ করিবে। ইতি ব্যাপক ন্যাস।

দেবতার ধ্যান (১৫)।—একটী গন্ধপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক, ঐ কূর্ম্মমুদ্রাযুক্ত হস্ত, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, দেবতার ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া, নিজ মস্তকে, ঐ পুষ্প রাখিয়া, বক্ষস্থলে প্রার্থনা মুদ্রায়, দুই হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক, মানসোপচারে পূজা করিবে।

---

(১৩) ব্রহ্মজামলে ইহার প্রমাণ আছে ইহা ভিন্ন প্রায় সকল দেবতার নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ মন্ত্র আছে।

(১৪) কতিপয় দেবতার অঙ্গ মন্ত্র এস্থলে দেওয়া হইল যথা—

কালী ও ভুবনেশ্বরী—হ্রাং হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ।

অন্নপূর্ণা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ।

গোপাল, কৃষ্ণ—ক্লাং ক্লীঁ ক্লূং ক্লৈং ক্লৌঁ ক্লঃ।

তারা—ঐঁ হ্রীঁ ঔঁ ঐঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

গণেশ—গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ।

মানস পূজা। হৃৎপদ্মকে, আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রারচ্যুত (১৬) অমৃত দ্বারা, দেবতার পদদ্বয়ে পাদ্য দিবে। মনকে অর্ঘ স্বরূপ নিবেদন করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় জল দিবে। গন্ধ স্বরূপে গন্ধ তত্ত্ব, চিত্তকে পুষ্প স্বরূপে, পঞ্চপ্রাণ ধূপ স্বরূপে, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃদয়স্থ (১৭) অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্বকে চামর, মনের চঞ্চলতাকে নৃত্য স্বরূপে দিবে এবং কাম ক্রোধ বলিদান স্বরূপ প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে জপ ও প্রণাম করিবে। ইতি ধ্যান ও মানস পূজা।

বিশেষার্ঘস্থাপন। স্বীয় বামে সামান্যার্ঘের জল দ্বারা, একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদী রাখিয়া ফট্ মন্ত্রে অর্ঘপাত্র (১৮) ধৌত করত ত্রিপদীর উপর বসাইবে। পরে নমঃ বলিয়া অর্ঘপাত্রের অগ্রভাগে অর্ঘ সাজাইয়া রাখিবে এবং মূলমন্ত্র ও বিলোম (১৯) মাতৃকায় অর্ঘপাত্র জল দ্বারা পূরণ করিবে, পরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া ত্রিপদীতে, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া অর্ঘপাত্রে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া জলে, গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে

---

(১৫) দেবতার ধ্যান দেখ। (১৬) মস্তকে যে সহস্রদল-পদ্ম আছে তাহা হইতে যে অমৃত পড়িতেছে। (১৭) হৃদয়স্থিত অনাহত নামক পদ্ম। (১৮) শঙ্খই প্রশস্ত কিন্তু শিব, সূর্য্য ও মহিষমর্দ্দিনী পূজাতে শঙ্খ ব্যবহার করিবে না। তাম্র পাত্র ব্যবহার করিবে। (১৯) ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৼং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।

মাতৃকাবর্ণ। মনুষ্য শরীরে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, লিঙ্গমূলে, মূলাধারে ও ভ্রূমধ্যে এই কয়েক স্থানে ছয়টী পদ্ম আছে। ঐ সমস্ত পদ্মেতে

চৈস্ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুক দেবতা ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া হস্তদ্বয়ে দেবতার আবাহন করিবে। হুঁ মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে অর্ঘপাত্রস্থ জল দর্শন এবং অঙ্গ মন্ত্র (২০) দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে মৎস্য মুদ্রায় অর্ঘপাত্র একবার আচ্ছাদন, দশবার মূলমন্ত্র জলের উপর জপ, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন এবং ফট্ মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। পরে অর্ঘজল হইতে কিছু জল কোশাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মূলমন্ত্রে আপনার শরীরে ও পূজা দ্রব্য সকলে তিনবার ছিটা দিবে। ইতি বিশেষার্ঘ স্থাপন। (২১)

পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করত দেবতার মস্তকে করস্থিত পুষ্প প্রদান করিয়া আবাহন করিবে। ইতি ধ্যান।

মাতৃকাবর্ণ আছে। যথা—কণ্ঠস্থিত আজ্ঞাখ্য নামক ষোড়শদল পদ্মে অ, আ ইত্যাদি ১৬টী স্বরবর্ণ আছে। হৃদয়স্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত ১২টী বর্ণ, নাভিমূলে মনিপূর নামক দশদল পদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল পদ্মে ব হইতে ল পর্য্যন্ত, মূলাধারে আধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে ব হইতে স পর্য্যন্ত, এবং ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধ নামক দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ আছে। (২০) অঙ্গন্যাস মন্ত্র দেখ। পূজা এইরূপ করিতে হইবে যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ (দেবতার অঙ্গ মন্ত্র প্রথমে উল্লেখ করিয়া শেষে) হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য জলের উপর নিক্ষেপ করিবে। (২১) ইহার পর পীঠ পূজা, পীঠদেবতার ও পীঠশক্তির ও গুরু পঙ্‌ক্তির পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজা নিত্য পূজাতে না করিলে হানি নাই এবং বিশেষতঃ পীঠ পূজা ইত্যাদি সকল দেবতার এক প্রকার নয় এ জন্য এখানে দেওয়া হইল না।

আবাহন। (২২) ওঁ অমুক দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহিইহ সন্নিরুদ্ধস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ যাবত্ পূজাং করোম্যহং তাবত্ স্থিরা ভব। এই বলিয়া আবাহন করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ মুদ্রা প্রদর্শন, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকৃত্য এবং ভুতিনী ও যোনি মুদ্রা দেখাইবে। ইতি আবাহন।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দেবতার হৃদয়ে হস্ত দিয়া লেলিহা মুদ্রায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। যথা আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ; পুনর্ব্বার আমিত্যাদি (২৩) অমুক দেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুক দেবতায়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি। আমিত্যাদি অমুক দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার পূজা।(২৪) এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ইদ-

---

(২২) যে যে মুদ্রায় আবাহন করিতে হইবে মুদ্রা প্রকরণ দেখ। মুদ্রা অর্থ-মুদ-হর্ষ, রা-দান করে অর্থাৎ পূজার কালে ইহার অনুষ্ঠানে দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে। আবাহনী মুদ্রা—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে আবাহন করিয়া হর্ষিত হওয়া যায়। স্থাপন মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে আত্মাতে স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আহ্লাদিত হওয়া যায়। সন্নিধাপনি মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া মনেতে প্রীতি জন্মায়। সন্নিরোধনী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়। যোড় হস্তে দেবতাকে বলিবে এই আসনে উপবেশন করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন।(২৩) আং হইতে সঃ পর্য্যন্ত বলিবে।

(২৪) ষোড়শোপচারে, দশোপচারে এবং পঞ্চোপচারে পূজা হইতে পারে। ষোড়শোপচার যথা—আসন, স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য,

মর্ঘং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা, ইদমাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধাঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি, এষ গন্ধ, এতৎ পুষ্পং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ বৌষট্, এষ ধূপ, এষ দীপ, এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। ইতি গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা পূজা সমাপ্ত।

অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার। দশোপচার যথা—পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য। পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। নিত্য পূজাতে পঞ্চোপচার পূজাই ব্যবহার আছে। গন্ধ, ধূপ, দীপ ইহাদের পরে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিবে। পুষ্পাভাবে অক্ষত কিম্বা দুর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে, কিন্তু বিষ্ণুকে অক্ষত দ্বারা ও দুর্গাকে দুর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে না। অক্ষত ও দুর্ব্বা অভাবে জল দ্বারা পূজা করিবে যথা—ওঁ ইদং অর্ঘাধৌদকং ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিবে। সকল পুষ্প সকল দেবতাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু তন্ত্রে ইহাও লেখা আছে যে সাধকের মনে যে পুষ্পে শ্রদ্ধা হয় সেই পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে। পুষ্প ও পত্র অধোমুখ করিয়া দিবে না, যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবে প্রদান করিবে। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলীতে এ নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে না। শিবকে বিল্লপত্র অধোমুখে দিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা পুষ্প দিবে। মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলি অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত গন্ধ দিবে। মধ্যমার ও অনামিকার মধ্য পর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া তিন বার উত্তোলন করত গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে।

তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য দিবে। নিবেদনীয় সমস্ত দ্রব্য অর্ঘ্য জল দ্বারা নিবেদন করিবে। ধূপ দেওয়ার পূর্ব্বে ধূপ পাত্র ফট্ মন্ত্রে ধৌত

পরে দেবতার মস্তকে হৃদয়ে গুহ্যে পাদে এবং সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্রে জলের উপর পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে ।(২৫)

দেবতার মূলমন্ত্র জপ। এক শত আট বার জপ করিয়া গণ্ডূষ প্রমাণ জল গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতাকে অর্পণ করিবে। জপ সমাপনের মন্ত্র—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।(২৬) (দেবী হইলে গোপ্তা স্থানে গোপ্ত্রী বলিবে।) ইতি জপ সমাপন।

করিয়া নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। এবং ফট্ মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টা বাদন করিবে তৎপরে ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা ঘণ্টার পূজা করত বাদ্য করিয়া ধূপ এবং দীপ দিবে।—নৈবেদ্য নিবেদন করিবার পূর্ব্বে ফট্ মন্ত্রে নৈবেদ্যতে জল ছিটাইয়া একটী গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ বলিয়া চক্র মুদ্রায় নৈবেদ্য রক্ষা করত নৈবেদ্যের উপর মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি। ধূপ—শর্করা ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু ও চন্দন ইহাকে ষড়ঙ্গ ধূপ কহে। ষোড়শাঙ্গ ধূপ—গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধুনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, ও শৈলজ।

(২৫) পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে পীঠ শক্তির, অষ্টমাতৃকা, বজ্রাদি অস্ত্র সকলের, ইন্দ্রাদি লোকপাল ইত্যাদির। ইহা নিত্য পূজাতে না করিলে চলিতে পারে এ জন্য এখানে দেওয়া হইল না।

(২৬) হে দেব তুমি গুহ্য, অতি গুহ্য ও রক্ষা কর্ত্তা, তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হউক।

পরে স্তব পাঠ করিবে তৎপরে প্রণাম (২৭) করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিবে—ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুক দেবতা চরণে সমর্পয়েৎ। ইতি আত্মসমর্পণ ॥

এইরূপ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে যথা—প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে পরে অমুক দেবতা যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রায় পুষ্পের সহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে। ইতি বিসর্জ্জন।

তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য শেষ দিয়া শক্তি দেবীর পূজাতে ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ, ঐরূপ শিব পূজাতে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, বিষ্ণুর, ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, গণেশের, ওঁ

---

(২৭) প্রণাম দুই প্রকার—অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ। অষ্টাঙ্গ প্রণাম—পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন দ্বারা দেবতাকে প্রণাম করা। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ দ্বারা যে প্রণাম করা। শক্তি দেবতার প্রণাম ত্রিকোণাকারে যথা—দেবতার দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে ঈশান কোণে গমন করিবে তৎপরে পুনর্ব্বার বায়ু কোণ দিয়া দক্ষিণ দিকে আসিবে। শিবকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রণাম করিবে যথা—অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ এবং পুনশ্চ অগ্নিকোণে আসিলে একবার হইল এইরূপ তিন বার করিতে হইবে। অন্য দেবতা পক্ষে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নম্রশিরে দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া তিন বার দেবতাকে বেষ্টন করিয়া প্রণাম করিবে। দিক নির্ণয়—দেবতা

উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, কালীর, ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ, বলিয়া পূজা করিবে। পরে পাদোদক পান করিয়া পূজাবশিষ্ট অর্ঘ পাত্রস্থ জল এবং চন্দনাদি গাত্রে লেপন করিবে। ইতি পূজা(২৮) প্রকরণ সমাপ্ত।

যে প্রণালীতে নিত্য পূজা করিতে হইবে তাহা দেখান হইল সাধক দৃষ্টি করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দেবতার বীজ মন্ত্র।

ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ। হ্রীং ॥ ১ ॥ ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ ॥ ২ ॥ ঐং হ্রীং ঐং ॥ ৩ ॥ আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥ অন্নপূর্ণামন্ত্রাঃ। হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ॥ দুর্গামন্ত্রাঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রঃ। মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৩ ॥ স্ত্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৪ ॥ জয়দুর্গামন্ত্রঃ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ১ ॥ সরস্বতীমন্ত্রঃ। বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ লক্ষ্মীমন্ত্রঃ। শ্রীঁ ॥ ১ ॥ ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ॥ ২ ॥ গণেশমন্ত্রাঃ। গং ॥ ১ ॥ সূর্য্যমন্ত্রঃ। ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য ॥ ১ ॥ হ্রীং সঃ ॥ ২ ॥ হংসঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুমন্ত্রঃ। ওঁ নমোঃ

এবং সাধকের মধ্যস্থান পূর্ব্ব, দেবতার দক্ষিণে দক্ষিণ, তাঁহার বামে উত্তর ও পৃষ্ঠদেশ পশ্চিম এইরূপ দিক নির্ণয় করিয়া পূজা করিবে। দেবতার প্রণামের মন্ত্র দেখ। (২৮) দেবতার পূজা শালগ্রামে, লিঙ্গে, পুস্তকে, পটে, যন্ত্রে, এবং জলে করিবে। যন্ত্রাভাবে জবা, অপরাজিতা করবী ও দ্রোণ এই কয়েক পুষ্পযন্ত্রে শক্তি দেবতার পূজা করা যায়। যন্ত্র মন্ত্রময় এবং মন্ত্র দেবতাময়। যন্ত্রে পূজা করিলে কামক্রোধাদি সম্ভূত সর্ব্ব দোষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন এই কারণ ইহার নাম যন্ত্র হইয়াছে।

নারায়ণায় ॥ ১ ॥ শ্রীরামমন্ত্রাঃ। রাং রামায় নমঃ ॥ ১ ॥ ক্লীং রামায় নমঃ ॥ ২ ॥ হ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐং রামায়নমঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ রামায় নমঃ ॥ ৬ ॥ রাম ॥ ৭ ॥ ওঁ রাম ॥ ৮ ॥ হ্রীং রাম ॥ ৯ ॥ শ্রীং রাম ॥ ১০ ॥ ক্লীং রাম ॥ ১১ ॥ ঐং রাম ॥ ১২ ॥ রাং রাম ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥১॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ক্লীং ॥ ৫ ॥ ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বালগোপাল মন্ত্রাঃ। কৃঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥ ক্লীং কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। ৬। ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৭ ॥ গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায গোবিন্দায় ক্লীং ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লীং গ্লৌং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ বাসুদেবমন্ত্রাঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ১ ॥ শিবমন্ত্রাঃ ॥—হৌং ॥ ১ ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥২॥ ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ শ্যামামন্ত্রাঃ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥১॥ ক্রীং ॥ ২ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ॥৩॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৫ ॥ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৬ ॥ ক্রীং ক্রীং হুং ॥ ৭ ॥ ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্রীং হুং হ্রীং ॥ ৯ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥ ১০ ॥

তারামন্ত্রঃ। হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ১॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌ স্বাহা॥ ২॥ শ্রীঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ৩॥ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্‌॥ ৪॥ হ্রীং স্ত্রীং শ্রীঁ হুং ফট্‌॥ ৫॥ জগদ্ধাত্রীদুর্গামন্ত্রাঃ॥ দূং॥ ১॥ হুং দূং স্বাহা॥ ২॥ হ্রীং দূং ফট্‌॥ ৩॥ স্ত্রীং দূং স্বাহা॥ ৪॥ শ্রীং দূং ফট্‌॥ ৫॥ ঐং দূং ফট্‌॥ ৬॥ ওঁ দূং ফট্‌॥ ৭॥ ক্লীং দূং ফট্‌॥ ৮॥

দেবতার ধ্যান।

ভুবনেশ্বরী। উদ্যদ্দিনকরদ্যুতি মিন্দুকিরীটাং, তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়-সংযুক্তাং। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীং।

উদয় কালীন সূর্য্য তুল্য দেহপ্রভা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে মুকুট, স্তন অতিশয় উচ্চ, ত্রিনয়ন, হাস্যবদন, এবং চারি করে বর, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে।।

অন্নপূর্ণা। রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভাবনম্রাং। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণাং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং।।

রক্তবর্ণ, নানাবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র পরিধানা, মস্তকে নবচন্দ্র শোভিতা, অন্নদানে নিযুক্তা, স্তনভারে নতা, চন্দ্রখণ্ড দ্বারা বিভূষিতা, হাস্যমুখী, দর্শনমাত্রেই ভগবতীকে জগতের দুঃখ বিনাশিনী বলিয়া বোধ হয়।।

দুর্গা। সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ। শঙ্খং চক্র ধনুঃ শরাংশ্চ দধতি নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণৎকাঞ্চীকণন্নূপুরা। দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা।।

সিংহের উপর আরূঢ়া, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকতমণি-সদৃশ শরীরের লাবণ্য, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বান ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ত্রিনয়নে শোভিতা, মুক্তাহার, বালা, কঙ্কন, কাঞ্চীগুণ ও নূপুর ইত্যাদি

দ্বারা বিভূষিতা, দুর্গা দেবী সকলের দুর্গতি হরণ করেন ইঁহার কর্ণ রত্ন কুণ্ডলে শোভমানা ॥

মহিষমর্দ্দিনী। গারুড়োৎপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাং। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীং। শঙ্খচক্রকৃপাণ-খেটকবানকার্ম্মুকশূলকান্। তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাং ॥

হরিদ্বর্ণ পদ্ম তুল্য শরীরের লাবণ্য, মণিময় কুণ্ডলে বিভূষিতা, ত্রিনয়নী, মহিষ মস্তকোপরি অবস্থিতা, দেবী অষ্ট হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, ঢাল, বান, ধনু, শূল ও তর্জ্জনী মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র বিরাজমানা ॥

বাগীশ্বরী। তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকল-বিভবসিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥

নবীন চন্দ্রকলা কপালে শোভিতা, শুক্লবর্ণা, কুচভরে দেহ নম্র, শ্বেতকমলে আসীনা, করকমলে লেখনী ও পুস্তক আছে, এই দেবী সর্ব্বপ্রকার সম্পদ প্রদান করেন।

জয়দুর্গা। কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু-রেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

নীলমেঘ সদৃশ দেহের আভা, কটাক্ষ দ্বারা শত্রুকুলের ভয়োৎপাদন করেন, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারিণী, ত্রিনয়নী এবং সিংহ স্কন্ধে আরূঢ়া, সমস্ত ত্রিভুবন দেবীর তেজে পরিপূর্ণ আছে। সিদ্ধি অভিলাষী ব্যক্তি দেবগণে পরিবৃতা জয়দুর্গাকে এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥

জগদ্ধাত্রীদুর্গা। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশী-তনুং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং। রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥

সিংহ স্কন্ধে উপবিষ্টা, নানালঙ্কারে বিভূষিতা মহাদেবীর চারি হস্ত, সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, পরিধান রক্তবসন, উদয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় দেহ কান্তি। নারদাদি মুনিগণে ভবগেহিনীকে সেবা করিতেছেন। ইঁহার ত্রিবলী-বলয়া নাভিপদ্মের মৃণালরূপে শোভান্বিত হইয়াছে। রত্নদ্বীপ মহাদ্বীপে সিংহাসন সংযুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি আসীনা॥

কালী। শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুক্তাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

শবোপরি আরোহণ করিয়া আছেন, অতিশয় ভয়ানকাকৃতি, দন্ত অতি ভয়ঙ্কর, বরদানে নিযুক্তা, হাস্যমুখী ও ত্রিনয়নী, কেশ আলুলায়িত ও দোলায়মান জিহ্বা, পুনঃ পুনঃ রক্তপান করেন, দেবী চারি হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয় ধারণ করিয়াছেন।

তারা। প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা। খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গল-জটাজূটৈকনাগৈর্য্যুতা। জাড্যং ন্যস্ত কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যু-গ্রতারা স্বয়ং॥

দেবী বাম পাদ বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ পাদ সঙ্কুচিত করিয়া শবরূপী মহাদেবের উপর অবস্থিতা, অতিশয় ভয়ানক উচ্চরবে হাস্য করিতেছেন, চারিহস্তে খড়্গ নীলপদ্ম, হৎপীণ্ডাগ্র, ও

মাথার খুলি আছে ইনি হুঙ্কার বীজোৎপন্না খর্ব্বাকৃতি ও নীলবর্ণা। ইঁহার মস্তক বৃহৎ একজটা ও একসর্পযুক্তা। উগ্রতারা ত্রিজগতের মোহ নাশ করেন॥

। গণেশ। সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামং। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং॥

সিন্দূর তুল্য শরীরের আভা, তিনটীনয়ন, স্থূলোদর, চারিহস্তে দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ ও ইষ্টা আছে, বালচন্দ্র দ্বারা কপাল আলোকিত আছে, গজানন, মদবারি দ্বারা গণ্ডস্থল সিক্ত, সর্ব্বাঙ্গ সর্পে বিভূষিত এবং রক্তবস্ত্র পরিধান॥

বিষ্ণু। ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥

উদয়কালীন কোটী সূর্য্যসদৃশ শরীরের আভা, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, ও চক্র ধারণ করিয়াছেন, দুই পার্শ্ব লক্ষ্মী ও বসুমতী দ্বারা সুশোভিত। কেয়ূর হার ও কুণ্ডলাদি ধারণ করিয়াছেন, পরিধান পীত বস্ত্র, কৌস্তুভমণি দ্বারা উজ্জ্বল এবং বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে শোভমান॥

রাম। কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসীনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধান মপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তুল্য শরীরের লাবণ্য, অতিশয় কোমলাঙ্গ এবং

বীরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন এক হস্তে জ্ঞান মুদ্রা অপর হস্ত জানুর উপর আছে, পার্শ্বে পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ সদৃশ বর্ণা সীতা বিরাজ করিতেছেন, রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতেছেন, তাঁহার মুকুট, ও কেয়ুরাদি নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ॥

কৃষ্ণ। কলায়কুসুমশ্যামং বৃন্দাবনগতং হরিং। গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগান্বিতং। নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাষিবক্ষসং। সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা। শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং বেণুহস্তদ্বয়েরিতং ॥

কলায় পুষ্পসদৃশ শ্যামবর্ণ, গোপ গোপী এবং গোবৎসাদিগণে বেষ্টিত হইয়া পীত বসন যুগল পরিধান করিয়া শ্রীহরি বৃন্দাবনে বিরাজ কবিতেছেন বিবিধ ভুষণে বিভূষিত এবং কৌস্তুভমণি দ্বারা বক্ষস্থল উজ্জ্বল, সনকাদি প্রধান প্রধান ঋষিগণ প্রফুল্ল মনে স্তব করিতেছেন, তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র ও বেণু আছে।

গোপাল। অব্যাদ্ব্যাকোশনীলাম্বুজরুচিবরুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো বালোজঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিনীকো মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ।

প্রস্ফুটিত নীলকমল তুল্য শরীবের লাবণ্য, রক্তকমল সদৃশ চক্ষু ও পদ্মোপরি অবস্থিত, চরণে ও কটিতে কিঙ্কিণী, হস্তে নবনী ও পায়স ধারণ করিয়াছেন, জগদারাধ্য গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে বেষ্টিত, কণ্ঠদেশ বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ॥

মুদ্রা প্রকরণ।

অঙ্কুশ মুদ্রা—মধ্যমাঙ্গুলী সরলভাবে প্রসারিত করিয়া কিছু সঙ্কোচিত করত তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্বে সংযোজিত করিবে।

ভব—দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সহিত অঙ্গুষ্ঠের যোগ করিবে।

ধেনু—উভয় হস্তের করতল সম্মুখ করত অঙ্গুলী সকলকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত দক্ষিণ হস্তের অনামিকা, কনিষ্ঠা, তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগের সহিত যোগ করিবে।

সংহার—বাম হস্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠ রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর গ্রথিত করত হস্ত পরিবর্ত্তন করিবে।

অবগুণ্ঠন—বাম হস্তে মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রামিত করিবে।

কূর্ম্ম—বাম করতলের উপর দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর যোগ করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে পরে দুই হস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলী সকল করতল দ্বয়ের মধ্যে দিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে।

গালিনী—দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠতে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সরলভাবে মিলিত করিবে।

মৎস্য—দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল রাখিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিবে।

আবাহনী—উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিবে।

স্থাপনী—উক্ত আবাহনী মুদ্রাকৃত হস্ত অধোমুখ করিবে।

সন্নিধাপনী—দুই হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিবে।

সন্নিরোধিনী—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া অধোমুখে মুষ্টিবন্ধন করিবে।

ষড়ঙ্গ মুদ্রা—অর্থাৎ দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস, উহার অঙ্গুলি-

নিয়ম অঙ্গন্যাসে প্রদর্শন হইয়াছে। ইহাকে সকলীকরণ মুদ্রাও কহে।

যোনি—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয় অঙ্গুলী একত্র সংযুক্ত করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অঙ্গুলী সকলকে পীড়িত করিবে।

ভূতিনী—যোনি মুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

লেলীহা—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করতঃ কনিষ্ঠাকে সরল ভাবে রাখিবে।

চক্র—হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিবে।

শিব পূজা বিধিঃ।(১)

ওঁ হরায় নমঃ বলিয়া মৃত্তিকা(২) লইবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ বলিয়া শিব গঠন করিয়া তদুপরি একটী বজ্র দিবে। ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতি-

---

(১) শিব পূজা নিত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। শাক্তই হউন বা বৈষ্ণবই হউন শিব পূজা অবশ্য করিবেন। যে ব্রাহ্মণ না করেন তিনি চণ্ডাল সদৃশ হন। ও শূদ্রে না করিলে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়। যে গৃহে প্রত্যহ শিব পূজা না হয় সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্র তুল্য এবং স্ত্রীগণ বেশ্যা তুল্য পাপীয়সী।

(২) মৃত্তিকা এক তোলার ন্যূন না হয় এবং তিন ভাগ সমান করিয়া লইবে যথা—লিঙ্গ, গৌরীপীঠ ও বেদি। মৃত্তিকাতে কেশ কঙ্করাদি কিছু থাকিবে না।

ষ্টিত স্তব বলিয়া বিল্বপত্রের উপর বসাইয়া লিঙ্গে দূর্ব্বা আতপ চাউল ও গন্ধ পুষ্প দিবে। পরে নিত্য পুজা পদ্ধতি ক্রমে সামান্যার্ঘ স্থাপন হইতে আসন শুদ্ধি পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য, মহাদেব এবং দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার পুজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিবে। পরে করশুদ্ধি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত ঠিক লিখিত প্রণালী অনুসারে করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে যথা—শিরসে ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ, হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। পরে করন্যাস করিবে যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা মং মধ্যমাভ্যাং বষট্ শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায় হুঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এই প্রকার ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। পরে ধ্যান করিবে যথা—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।(৩) ধ্যানান্তে মানস পূজা তৎপরে বিশেষার্ঘ স্থাপন এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। পরে ওঁ পশু-

---

(৩) রজত পর্ব্বতের ন্যায় দেহবর্ণ, কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র, এবং রত্ন রাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ। হস্তেতে কুঠার, মৃগ, বর মুদ্রা ও অভয় মুদ্রা আছে, প্রসন্ন বদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, ইনি জগতের আদি ও জগৎ কারণ এবং সমস্ত ভয় হরণ করেন। এই দেবতার পঞ্চবদন ও প্রতিবদনে তিনটি করিয়া চক্ষু আছে।

পতয়ে নমঃ বলিয়া স্নান করাইয়া বস্ত্রটী নামাইয়া রাখিবে এবং পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে গন্ধ পুষ্প দ্বারা অষ্ট মূর্ত্তির পূজা (৪) করিবে যথা—ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে নমঃ শিবায় মন্ত্রে যথা শক্তি জপ করিয়া দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্তব পাঠ, প্রণাম এবং বম্ বম্ শব্দে মুখ বাদ্য করিয়া বিশেষার্ঘের অবশিষ্ট জল ওঁ ইতপূর্ব্বং (৫) ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া মহাদেবকে অর্পণ করিবে। তৎপরে ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জ্জনং ন জানামি তৎ ক্ষমস্ব মহেশ্বর। এই বলিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করত বিসর্জ্জন করিবে। পরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য শেষ দিয়া ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

ব্রহ্ম স্তব।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২

---

(৪) দেবতার বাম দিক হইতে পূজা করিবে। পূর্ব্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বাদি রুদ্র মূর্ত্তির পূজা করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ঘুরাইয়া লইয়া বায়ু কোণে যাইবে এবং বায়ু কোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত যথা ক্রমে উগ্রাদির পূজা করিবে।

(৫) নিত্য পূজার আত্ম সমর্পণ মন্ত্র দেখ।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৪
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫॥

কালী স্তব।

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ২
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ ৩
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ৪
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ৫
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ৬
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানাবিধাস্তনুঃ ॥ ৭
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ৮
ত্বং সর্ব্বরূপিনী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

অথ শিবাষ্টকং।

প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুণং
গুণহীন মহীশগণাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যকুলং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥ ১
গিরিরাজসুতান্বিত-বামতনুং
তনুনিন্দিত রাজত ভূমিধরং॥
পরমূৎকষ্ট পাপ বিনাশ করং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ২
শশলাঞ্ছন রঞ্জিত সন্মুকুটং
কটিসংভৃত সুন্দর কৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী কৃত পিঙ্গজটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৩
বৃষরাজ নিকেতন মাদিগুরুং
গরলাশন পাংশু বিলেপকরং।
বরদাভয় শূল পিণাকধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৪
নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপঙ্ক বিনির্গত কোটিবিধুং।
বিধিমুখ্য সুরার্চ্চিত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৫
মকরধ্বজ মত্তমতঙ্গ হবং
করিচর্ম্ম বিলাস বিশেষকরং।
স্ফুরদদ্ভুত কীকশ মাল্যধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৬

প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং
মুনিযুগ্ম মনোম্বুজ ষট্‌পদকং।
ভজতোঽখিল দুঃখ ভয়াপহরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৭
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং
করুণেশ গুণত্রয় রূপধরং।
প্রিয়মাধব সাধুজনৈক গতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥ ৮
স্তবরাজমিমং পঠ বিশ্বপতে
ভবমোচন হেতু মলং মধুরং।
মনসান্বয় বোধ প্লবংগবকং
যদিচেচ্ছসি জন্ম নিজং সফল॥ ৯॥
ইতি ব্যাসবিরচিতং শিবাষ্টকং সমাপ্ত।

প্রণাম মন্ত্র।

মহাদেব। ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে। নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাম্পতয়ে নমঃ। ওঁ বানেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায়। দরিদ্র দুঃখনশনায় নমোনমস্তে। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্ব গতিঃ পরমেশ্বর॥

রাম। ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

শ্রী দেবতা। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

গণেশ। ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননং। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং ॥

সূর্য্য। ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥

বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গোপাল। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

গঙ্গা। ওঁ সদ্যঃপাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥

সমাপ্ত।

নিত্য তন্ত্র।

দ্বিতীয় কল্প।

পূর্ব্বভাগ।

'বিনা হ্যাগম মার্গেণ কলৌনাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।

মহানির্ব্বাণ।

(বাঁশবেড়ে, জেলা হুগলী)

শ্রীবরদাচরণ দেব দ্বারা সংগৃহীত ও

প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক

সংশোধিত।

কলিকাতা

৩৬৯ নং, সিমূলা ষ্ট্রীট, সাগ্রানন্দ ষ্টীম্-মেসিন-প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ সংশোধন।

৪৭ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তিতে "আবার" স্থানে ইহার, ৭৯ পৃ ১০ পং "এক এক" স্থানে এক, ৮০ পৃ ১ পং "এক" স্থানে এক এক, ৯৪ পৃ ১৪ পং "তমসে নমঃ" পরে আং আত্মনে নমঃ, এবং "আং" স্থানে অং, ৯৬ পৃ ৫ পং "মমঃ" স্থানে নমঃ, ৯৭, ৯৮ পৃ "দেবতায়" স্থানে দেবতায়ৈ, ১০১ পৃ ১৬ পং "ঈঃ" স্থানে ঈং হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

নিত্য তন্ত্র।

দ্বিতীয় কল্প।

তন্ত্রের আবশ্যকতা।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥
কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥

কলিতে তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, অন্য বিধানে অর্চ্চনা করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতায় স্মৃতি-সম্মত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলি-যুগে তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিবে।

দেবাদিদেব মহাদেব পূর্ব্বে ব্রহ্মারূপে চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সকল ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সত্যকালে পুণ্যশীল মানবগণ বেদোক্ত বিধি অনুসারে দেবগণ ও পিতৃ-গণকে অর্চ্চনা করিতেন। তৎকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও

শূদ্রগণ স্ব স্ব আচার ব্যবহার ও নিজ নিজ বর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকলেই নিস্তার পাইয়াছেন।*

সত্যযুগের পর যখন ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হইল, তখন মহাদেব ঐ সমস্ত বেদ বিহিত ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখিয়া (মনু প্রভৃতি রূপে) স্মৃতিরূপ বেদার্থ যুক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং তদ্দ্বারা স্বাধ্যায় ও তপোনুষ্ঠান বিষয়ে দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে শোক দুঃখ ও ক্লেশকর পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। †

অনন্তর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে, স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা তৎকালের মানব গণ সাধন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সেই নিখিল হিতকারী ও সর্ব্বভূতের অধীশ্বর দেবদেব মহাদেব (ব্যাসাদিরূপে) পুরাণ সংহিতাদির উপদেশ দ্বারা সেই সকল মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। (১)

---

* ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর। কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিনা পুরা॥ প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ। বর্ণাশ্রমাদি নিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ। দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতেযুগে॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচার-বর্ত্তিনঃ। স্বৈঃ স্বৈর্দ্ধর্ম্মৈর্মহাভাগস্তে নিস্তারপদবীং গতাঃ॥

† কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মবতিক্রমম্। বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে॥ বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে। তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায় দুর্ব্বলান্। লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখ শোকাময় প্রদাৎ॥

(১) ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে। ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধি সমাকুলে। সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ॥

এক্ষণে কলিকাল উপস্থিত—এই পাপরূপী কলি সর্ব্ব ধর্ম্ম বিলোপকারী, দুরাচার ও দুষ্কর্ম্ম প্রবর্ত্তক। এক্ষণে বেদ ও স্মৃতি সকলের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিবে না, এবং নানা পথ প্রদর্শক পুরাণ সংহিতা শাস্ত্র সকল ও বিনষ্ট হইবে। এবং লোক সকল ধর্ম্ম কর্ম্মে বিমুখ হইবে। (২)

সেই লোকহিতকর মহাদেব কলি কলুষাভিভূত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, ও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে। কি উপায় দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন হইবে, এবং তাহারা পরহিতে রত, মাতা পিতার প্রিয়কারী, স্বদার-নিষ্ঠ, পরস্ত্রী-বিমুখ, ও দেবতা গুরু ভক্ত, পুত্র ও আত্মীয়গণের প্রতিপালক এবং ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ও ব্রহ্মচিন্তাশীল হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ও গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় লোক যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ও পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত, তন্ত্রশাস্ত্রে তৎসমস্তই বিষদরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৩)

---

(২) আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি। দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্ম প্রবর্ত্তকে॥ ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্॥ বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ॥

(৩) ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে॥—আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্। বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্॥ যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ। শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ॥ স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ। দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ। সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥ কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন।—আমি সত্য সত্যই কহিতেছি যে, কলিতে তন্ত্রোক্ত পথ ভিন্ন জীবের উদ্ধারের আর অন্যগতি নাই। হে শিবে! আমি পূর্ব্বেই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিতে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বুদ্ধিমান্ লোকে দেবতার পূজা করিবে। কলিতে যে ব্যক্তি তন্ত্রের বিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যপন্থা অবলম্বন করিবে, তাহার গতি নাই; ইহা সত্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতাদির একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমি ভিন্ন জগতে অন্য নিয়ন্তা নাই। বেদাদিতে নিরূপিত হইয়াছে যে, লোকে আমাকে পাইলে পবিত্রতা লাভ করে। যে সমস্ত লোক আমার মতের বিরোধী, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতী; অতএব আমার মত ত্যাগ করিয়া যে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, হে দেবি! তাহার সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তাও নারকী হয়। (৪)

আমার মত ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় অন্য মত আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা স্ত্রীহত্যার পাতকী হয়। কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও ফলপ্রদ এবং জপ,

---

(৪) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। বিনা হ্যাগম-মার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ॥ প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাং বিনা॥ আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ॥ অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ॥

যজ্ঞ ক্রিয়াদি সমস্ত কর্ম্মেতেই সুলভ। যে বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্য যুগে সিদ্ধ হইত ও তৎসমস্ত ফলোৎপাদন করিত, এই কলিযুগে সেই সকল মন্ত্র বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া থাকে। পুত্তলিকার যেমন চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকিতেও সে কোন কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয়, সেই প্রকার কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। বন্ধ্যা স্ত্রী সঙ্গমে যেমত অপত্যরূপ ফল লাভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল মাত্র শ্রম সার হয়, তদ্রূপ কলিতে অন্য মন্ত্রের সাহায্যে কোন কর্ম্ম করিলে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; নিশ্চয়ই কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র। কলিতে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রের পথ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক হয়, সেই দুর্ম্মতি তৃষ্ণাতুর হইয়া জাহ্নবী তটে কূপ খনন করে। আমার মুখ হইতে বিনির্গত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা করে, সে নিজ গৃহে অমৃত ত্যাগ করিয়া আকন্দবৃক্ষের আটা পান করিতে অভিলাষী হয়। তন্ত্রোক্ত পথ যেমন ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তির উপায়, অন্য পথ তদ্রূপ নয়। (৫)

---

(৫) মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোহন্যন্মতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌতে মৃতকা ইব॥ পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥ অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥ কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥ নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥

শিব প্রণীত ১৯২ খানি মূল তন্ত্র, ইহা ব্যতিত অনেক গুলি শিবোক্ত আগম ও ভগবতীর কথিত নিগম আছে, তৎসমস্তই তন্ত্রনামে অভিহিত হইয়াছে। মহাদেব ও পার্ব্বতীর মুখ বিনিঃসৃত তন্ত্রসমুদায় গণেশ লিখিয়া পৃথিবীতে প্রচারের জন্য মহর্ষিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে প্রথম পটল।

তন্ত্র মাহাত্ম্য।

মৎস্যসূক্ত তন্ত্রে বলিয়াছেন,——

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধিস্তথা। নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ। দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্র শাস্ত্রমনুত্তমং॥

দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সকল শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্র প্রশংসা।

বৃহন্নীল তন্ত্রে।—যদ্ গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ। নির্জ্জনে চ বনে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূবিতে। মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে॥

যে গৃহে তন্ত্র থাকে, তথায় লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা, রাজদ্বারে, শ্মশানে, রণমধ্যে, নির্জ্জন স্থানে, জলে কিম্বা বনে,সর্ব্বত্রই তন্ত্রের মহিমা অতি চমৎকার ॥

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রের গৃহস্থিতি ফল।

নির্ব্বাণ তন্ত্রে।—শব্দব্রহ্মস্বরূপঞ্চ মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতম্। সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো যদি মুক্তিম্ সমিচ্ছতি। সন্দেহাৎ পরমম্ যাতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ ॥

যদি মুক্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শিব-বাক্যে কখন সন্দেহ করিবে না। ইহাতে সন্দেহ করিলে, পিতৃগণের সহিত রৌরব নরকে যাইতে হয়।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রে সংশয় নিষেধঃ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।—কিং তস্য তীর্থভ্রমনৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জ্জপসাধনৈঃ। জানন্নেব মহাতন্ত্রম্ কর্ম্ম-পাশৈ র্বিমুচ্যতে। স সিদ্ধঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবরঃ। স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য স্তন্ত্রম্ বেত্তি কালিকে ॥

জপ, যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ ভ্রমণেই বা কি আবশ্যক, একমাত্র তন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সমুদয় কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি তন্ত্র জ্ঞাত আছেন, তিনিই জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ, সাধু, সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ইতি তন্ত্রজ্ঞান ফল।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে। আস্তিকোহথ শুচির্দ্দক্ষো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মষ্ঠো ব্রহ্মবাদীচ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ। সর্ব্বহিংসা বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্ব-প্রাণিহিতেরতঃ। সোহস্মিন্ শাস্ত্রেহধিকারীস্যাত্তদন্যত্র ন সাধকঃ ॥

পবিত্র স্বভাব ও শুদ্ধদেহ, ধর্ম্মকার্য্যে নিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ,কাম,ক্রোধ,দ্বেষাদি বর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী।

ইতি তন্ত্রশাস্ত্রাধিকারী কথন।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে।—তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াং। যে জনা ভৈরবাস্তেষাং মাংসাস্থি চর্ব্বনোদ্যতাঃ। অতএব চ তন্ত্রজ্ঞং ন নিন্দন্তি কদাচন। ন হসন্তি ন নিন্দন্তি ন বদন্ত্যন্যথা কচিৎ।

যে ব্যক্তি তন্ত্র, তন্ত্রবক্তা, তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তান্ত্রিককে নিন্দা করে, তাহার মাংস ও অস্থি ভৈরবগণ চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হয়।

ইতি তন্ত্রাদি নিন্দাকরণ দোষ।

নির্ব্বাণতন্ত্রে।—জ্ঞানঞ্চ নির্ম্মলং কৃত্বা বুদ্ধিঞ্চ নির্ম্মলাং ততঃ। মহাযুক্তি-যুতো ভূত্বা সর্ব্ব প্রাণি হিতরতঃ। শব্দং-ব্রহ্মময়ং জ্ঞাত্বা শৃণোতি পটলং যদি। তদা মুক্তি মবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। মেরুতুল্য সুবর্ণঞ্চ গুরবে ব্রহ্মরূপিণে। সশস্যাং পরমেশানি সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং। প্রদদ্যাদ্ভক্তিভাবেন যদি স্যাদ্বেদপারগঃ। তস্মাদ্বৈ পরমেশানি ফলং বহুবিধং শিবে। অস্য তন্ত্রস্য চার্ব্বঙ্গি শৃণোতি পটলং যদি। তৎফলাৎ কোটিগুণিতং ফলং সংলভতে ধ্রুবং॥

জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া এবং শিববাক্যকে ব্রহ্মময় জানিয়া যদি তন্ত্রের পটল শ্রবণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে। ইহা সত্য কিছু মাত্র সংশয় নাই। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে, গুরুদেবকে পর্ব্বত প্রমান সুবর্ণ দানে ও সশস্য

পৃথিবী দানে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষা তন্ত্রের পটল শ্রবণ করিলে কোটি গুণ ফললাভ হয়।

ইতি তন্ত্রের পটল মাত্রের শ্রবণ ফল।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে দ্বিতীয় পটল।

গুরু লক্ষণ।

গুরূপদেশ ব্যতিরেকে তন্ত্রোক্ত কার্যকেলাপ কোন ফলদায়ক হয় না, এ কারণ প্রথমে গুরু স্থির করিতে হইবে। অতএব কি রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরু করিবে, তাহা লিখেতেছি।

অথ গুরুলক্ষণং।—শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরু রিত্যভিধীয়তে॥

শমগুণ বিশিষ্ট, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকারী, সৎকুলোদ্ভব, বিনয়ী, পবিত্রবেশধারী, শুদ্ধাচারী যশস্বী, পবিত্রস্বভাব, ও শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন, ধর্ম্মকার্য্যে নিপুণ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তন্ত্র মন্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন এবং মনে করিলেই যিনি উদ্ধার করিতে পারেন ও সংহার করিতে সমর্থ হন, এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

হ্যদাসীনো উদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথাপুনঃ। শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ।

উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যত যতিকে, গৃহস্থ গৃহস্থকে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে, শৈব শৈবকে, এবং শাক্ত শাক্ত, বৈষ্ণব, অথবা শৈবকে গুরু করিবে।

অথ স্ত্রী-গুরু লক্ষণং।—সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনেরতা। সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না রূপিকা পদ্মলোচনা। রত্নালঙ্কার সংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা। শান্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাস্যা সর্ব্ব-বৃদ্ধিগা। অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী-প্রিয়া। গুরুরূপা শক্তিদাত্রি শিবজ্ঞান বিরূপিনী। গুরু যোগ্যা ভবেৎসা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা॥

সাধ্বী, সদাচারা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা, এবং পূজাদি কার্য্যে অনুরক্তা ইত্যাদি গুণযুক্তা স্ত্রীলোককেও গুরুকার্য্যে বরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু বিধবা স্ত্রী উল্লিখিত সর্ব্বগুণ সম্পন্না হইলেও তাঁহাকে গুরু করিতে পারিবে না।

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া। নাধিকারো যতোনার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া। নাধিকারঃ ইতি স্বাতন্ত্রেণ।

বিধবা পুত্রের কথিত মত, কন্যা পিতৃ-আজ্ঞায়, সধবা স্বামীর আজ্ঞায়, মন্ত্রদিতে পারেন। স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র রূপে মন্ত্র দিবার অধিকার নাই।

পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥

পিতা, মাতামহ, বয়ঃ কনিষ্ঠ, সহোদর ও শত্রুপক্ষাশ্রিত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। মাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেবচ দৈবতং। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥

কুলগুরু মূর্খই হউন, বা পণ্ডিতই হউন এবং সৎপথাবলম্বী কিম্বা অসৎপথাবলম্বী হউন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, গুরু ভিন্ন গতি নাই ॥

পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং ॥

যে ব্যক্তি পৈতৃক গুরুকুল পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে।

গুরোঃ সুতশ্চ চার্ব্বঙ্গি গণেশ সদৃশং সদা। গুরোঃ স্নুষা বরারোহে বাণী লক্ষ্মীরিব প্রিয়ে। গুরোঃ কুলং মহেশানি ভৈরবাণাং গণং যথা ॥

গুরুপুত্রকে গণেশ সদৃশ, গুরু বধুকে লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীর ন্যায় এবং গুরু কুলোদ্ভবদিগকে ভৈরবগণ তুল্য সর্ব্বদা জ্ঞান করিবে।

অথ-নিন্দ্যগুরু।—ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ। কর্ণাক্ষ কুসমাখ্যশ্চ খল্বাটঃ খঞ্জবাটকঃ। বৃদ্ধাস্ত্রো বামনঃ কুব্জঃ শিত্রী-চৈব নপুংসকঃ। অভিশপ্তো হ্যপুত্রশ্চ বহ্বাশী বহুজল্পকঃ। গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী স্ত্রীজিতশ্চাধিকাঙ্গকঃ। সংস্কার রহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ। শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাষঃ সুকুৎসিতঃ। পুরযাজন জী-বী-চ নরো বৈদ্যশ্চ কামুকঃ। ক্রূরো দম্ভী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খলঃ। কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো মহাপাতক চিহ্নিতঃ। দেবাগ্নি গুরুবিদ্যাদি পূজাবিধি পরাঙ্মুখঃ। সন্ধ্যা তর্পণ পূজাদি মন্ত্রজ্ঞান বিবর্জ্জিতঃ। আলস্যোপহতো ভোগী ধর্ম্মহীন উপক্রুতঃ। ইত্যাদ্যৈর্ব্বহুভির্দোষৈ রাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ। বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈর্দ্দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু ॥

যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত, চিররোগী বামনাকৃতি, কুনখী, শ্যাবদন্ত, জলদোষী, কুৎসিত,অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, স্বৈরন,

পুত্রহীন, বহুভোক্তা, বহুজল্পক, কপটাচারী, ধূর্ত্ত, শঠ, দাম্ভিক, কৃপণ, শুষ্কভাষী, মূর্খ, সংস্কারবিহীন, অভিশাপগ্রস্থ, গুরুনিন্দক, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মবিহীন, বেদাদিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ও ক্রিয়া শূন্য ইত্যাদি দোষযুক্ত লোককে গুরু করিবে না।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে তৃতীয় পটল।

গুরু মাহাত্ম্য।

গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতি দাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্ত্তা; অতএব ঈশ্বরকেই এক মাত্র গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তির উপায় নাই এবং যিনি সেই গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাকে ও গুরু বলা যায়, এ কারণ পরমেশ্বর ও গুরুতে বিশেষ নাই। মন্ত্র প্রদান কালে সেই পরমেশ্বরই অধিষ্ঠান হইয়া মানুষরূপে মন্ত্র প্রদান করেন। পুনশ্চ গু শব্দে অন্ধকার রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব গুরুকে কখন মনুষ্যবৎ জ্ঞান করিবে না, তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতা জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে পূজা করিবে। গুরু নিকটে থাকিলে অগ্রে অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। যদি কেহ তাহা করে, তাহা হইলে তাহার সেই পূজা বিফল হয়।

গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে। গুরু সন্তোষ মাত্রেণ তুষ্টাস্থ্যঃ সর্ব্বদেবতাঃ। গুরোস্তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্ট স্ত্রিলোচনঃ। গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টাচ সুন্দরী॥ গুরু-রিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ত্ততে। তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য কিং বৃথা। গকারোচ্চারমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি। উকারোচ্চারমাত্রেণ মুচ্যতে জন্মপাতকাৎ। রেফোচ্চারণ মাত্রেণ উকারোচ্চারণাৎ পুনঃ। বিসর্গোচ্চারণাৎ কোটিজন্মজং পাতকং হরেৎ॥

গুরুই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। গুরু সন্তুষ্ট হইলেই সর্ব্বদেবতা সন্তুষ্ট হয়েন। গুরু সন্তুষ্ট থাকিলে মহাদেব ও ভগবতী সন্তুষ্ট হন এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইলে মহাদেব ও ভগবতী অসন্তুষ্ট হয়েন। গুরু এই অক্ষর দ্বয় যাহার জিহ্বাগ্রে আছে, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কি আবশ্যক। গ এই বর্ণটী উচ্চারণ মাত্র ব্রহ্মহত্যার পাতক, উ এই অক্ষরটী উচ্চারণে ইহ জন্মের পাপ, এবং রু এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিলে কোটী জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়॥

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

গুরুই পিতা, মাতা, ও অভীষ্টদেবতা এবং একমাত্র গতি। শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে, কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না।

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ। ন গুরোরধিকো মন্ত্রো ন গুরোরধিকং ফলং। ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ। ন গুরোরধিকা মূর্ত্তি ন গুরোরধিকো জপঃ॥

গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। জপ, তপ, পূজা, মন্ত্র, দেবতা, শাস্ত্র ইহারা গুরু হইতে অধিক কেহই নয়।

গুরোর্মূর্ত্তিঃ সদা ধ্যেয়া গুরোস্তত্ত্বং সদা জপেৎ। কাশীক্ষেত্রং নিবাসঃ স্যাজ্জাহ্নবী চরণোদকং। গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ তারক ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥

যে ব্যক্তি গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান ও তাঁহার তত্ত্ব সর্ব্বদা জপ করেন, তিনি কাশীক্ষেত্র নিবাসের ফল ও গঙ্গাজল পানের ফল প্রাপ্ত হয়েন। গুরুই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, এবং নিশ্চিত তারকব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন।

ধ্যানমূলং গুরুর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং। মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

গুরুমূর্ত্তি ধ্যানই সকল ধ্যানের মূল, গুরু-চরণ-পদ্ম পূজনই সকল পূজার মূল, গুরুবাক্যই সকল মন্ত্রের মূল অর্থাৎ মহামন্ত্র জানিবে এবং মোক্ষের মূলই গুরুর কৃপা।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে চতুর্থ পটল।

শিষ্য লক্ষণ।

শিষ্য যেরূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুকার্য্যে বরণ করিবেন, গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না।

অথ শিষ্য লক্ষণং।—পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্য যোগ্যো ভবেৎ সোপি দান ধ্যান পরায়ণঃ॥

পুণ্যবান্ ধার্ম্মিক, বিশুদ্ধান্তকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয় দান ধ্যান পরায়ণ, এইরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র।

অথ বর্জ্জনীয় শিষ্য লক্ষণং।—অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ। অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ

সদা পরুষবাদিনঃ॥ অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদার রতাশ্চ যে। বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ। বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মনশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োহন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ।

আলস্যযুক্ত, মলিনবেশী, কাতর, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, অর্থাৎ অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ে বিমুখ, রোগী, অসন্তোষচিত্ত, রাগী, লোভী, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যযুক্ত, সর্ব্বদা কর্ক্কশ ভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে ধনবান, পরস্ত্রীতে রত, পণ্ডিতদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, কুৎসিৎবৃত্ত্যাবলম্বী, খল, বহুভোক্তা, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, এবং নিন্দিত, ইত্যাদি প্রকার পাপিষ্ঠ নরাধমকে শিষ্য করিবে না।

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসরবাসতঃ॥

গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে একবৎসর একত্র সহবাস করিয়া উভয়ের স্বভাবাদি পরীক্ষা করিবে॥

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি। তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

মন্ত্রীর পাপ রাজা, স্ত্রীর পাপ স্বামী, এবং শিষ্যের পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন, এ কারণ স্বভাবাদি জানিয়া শিষ্য করা উচিৎ।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে পঞ্চম পটল।

শিষ্যকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

যখন গুরু শিষ্যের বাটীতে আসিবেন, তখন শিষ্য অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে। এবং তাঁহার

প্রত্যাগমন কালীন পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিবে। বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোন আসনাদিতে বসিবে না। তাঁহার অগ্রে দীক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে।

শিষ্য ও গুরু একগ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে প্রণাম করিবে। গুরু ভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রত্যহ একবার প্রণাম করিবে। দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এবং সংক্রান্তি দিনে প্রণাম করিবে। চারি ক্রোশ হইতে আটচল্লিশ ক্রোশের মধ্যে হইলে চারিমাস অন্তর যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ইহার অধিক দূর হইলে, বৎসরান্তে গুরুর চরণ বন্দনা করিবে।

অথ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন বিধি।—ন লঙ্ঘয়েদ্‌গুরোরাজ্ঞা মুত্তরং ন বদেত্তথা। দিবা রাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ॥

গুরুর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিবে না; দাসবৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা প্রতিপালন করিবে।

অথ গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষ।—আজ্ঞাভঙ্গং গুরোর্দেবি যঃ করোতি স মূঢ়ধীঃ। প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্বমবাপ্নুয়াৎ। বৃথা ধর্ম্মং বৃথা চর্য্যা বৃথা দীক্ষা বৃথা তপঃ। বৃথা সুকৃতিরাখ্যাতি গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনান্নৃণাং॥

যে মূঢ় গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে শূকরত্ব প্রাপ্ত হয় ও নরকে গমন করে। তাহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জপ, পূজাদি সকলই বৃথা হয়।

অথ ঋণদানাদি নিষেধ।—ঋণদানং তথা দানং বস্তুনাং ক্রয়বিক্রয়ং। ন কুর্য্যাদ্‌ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যোভূত্বা কদাচন॥

গুরুর সহিত কখন ঋণদান কিম্বা কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয় করিবে না।

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষ।—গুরোর্নিন্দাঞ্চ পৈশুন্যাং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে। তস্য তাদ্দিনজাৎ পূজাং ন তু গৃহ্ণাতি সুন্দরী॥

যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা দিনান্তরেও শ্রবণ করে, তাহার সেই দিনের পূজা ঈশ্বরী গ্রহণ করেন না।

অথ গুরুনিন্দাকরণে দোষ।—গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ গুরুনিন্দাকরো নরঃ। কল্পকোটিশতং ঘোর নরকে বসতি ধ্রুবং॥

যে মনুষ্য গুরুনিন্দা করে, সে শ্রী বিহীন এবং ক্ষীণায়ু হইয়া নিশ্চয়ই শতকোটি বৎসর নরকে বাস করে।

অথ গুরুনিন্দা শ্রবণে দোষপ্রতীকার।—যত্র শ্রীগুরুনিন্দাস্যাৎ পিধায় শ্রবণে স্বকে। সদ্যস্তস্মাৎ বিনিষ্ক্রামেদ্দূরং ন শ্রবণং যথা। গুরোর্নাম স্মরেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া॥

যেখানে গুরুনিন্দা শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিবে, এবং পশ্চাৎ গুরুর নাম স্মরণ করিয়া সেই পাপ ক্ষালন করিবে।

অথ গুরুপাদোদক পান ফল।—গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং॥

গুরুপাদোদক যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তি পূর্ব্বক পান করেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থের ফল নিশ্চয়ই লাভ করেন।

অথ গুরোরুচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ দোষ।—ন ভক্ষয়েদ্যস্তু মোহাদ্ গুরোরুচ্ছিষ্টকং প্রিয়ে। তস্যাক্রমশো ভবেদ্দুঃখং হি বিপত্তিশ্চ পদে পদে॥

গুরুর প্রসাদ যে ব্যক্তি ভক্ষণ না করে, তাহার পদে পদে বিপদ হয়।

অথ গুরুরপ্রসাদ ভক্ষণ ফল।—গুরোরন্নং মহাদেবি যস্তু ভক্ষণমাচরেৎ। কোটি জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি। ন স্নানং পাদ শৌচঞ্চ ন

চৈবাচমনঞ্চরেৎ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নৈবস্থানং বিচারয়েৎ। ন ব্রাহ্মণ্যং ন কৌলিন্যং ন জাতীনাং বিচারণং॥

হে মহাদেবি! গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ মাত্র তৎক্ষণাৎ কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়। ইহাতে জাতি কিম্বা স্নানাদির বিচার করিবে না, প্রাপ্ত মাত্রেই ভক্ষণ করিবে।

ইতি নিত্য তন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে ষষ্ঠ পটল॥

দীক্ষা।

দীক্ষা বিনা জপ পূজাদি সকলই নিষ্ফল, এ কারণ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্য জ্ঞান দান করিয়া, তাহার পাপ রাশি নষ্ট করে। সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা আছে। জপ তপ সকল কর্ম্মই দীক্ষার উপর নির্ভর করে। দীক্ষিত হইয়া, যে কোন আশ্রমে থাকিলে, তাহার সিদ্ধি লাভ হয়। যেমন শিলাতে বীজ রোপণ করিলে কোন ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ অদীক্ষিতের পূজা জপাদি সকলই নিষ্ফল হয়। তাম্রাদি যেমন রসায়ণ দ্বারা সুবর্ণত্ব লাভ করে, সেই রূপ জীব দীক্ষা যুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করে। দীক্ষিত ব্যক্তির জাতি ভেদ বিচার করিবে না। দীক্ষিত হইলে, শূদ্রের শূদ্রত্ব যায়। যেমন শিবলিঙ্গকে প্রস্তর জ্ঞান করিলে পাপ হয়, তদ্রূপ দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করিলে পাপ হয়, অর্থাৎ তাহার জাতি ও পূর্ব্ব

দুষ্কর্ম্ম সকল কিছুই বিচার করিবে না। পাষাণ, লৌহ, রত্ন ও মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ যেমন প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয়; তদ্রূপ দীক্ষিত হইলেই সর্ব্ব বর্ণ শুদ্ধি লাভ করেন।*

অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা তুল্য ও জল মূত্রতুল্য। তাহার কোন কার্য্যে অধিকার নাই, সে মরণান্তে নরকে গমন করে।†

যে নরাধম গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করে, সে সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না।§

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে সপ্তম পটল।

---

* অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে। যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ দেবত্বং লভতে নরঃ। দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মা-দ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্র বেদিভিঃ। সর্ব্বাশ্রমেষু দীক্ষায়া আবশ্যকত্বং। দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষা মূলং পরংতপঃ। দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্‌যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্। অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শীলায়ামুপ্তবীজবৎ। দেবি দীক্ষা বিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্‌গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ। রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধঃ সুবর্ণত্বং ব্রজেন্নরঃ। দীক্ষাবিদ্ধস্তথৈবাত্মা শিবত্বং লভতে প্রিয়ে। গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং বিপ্রস্যাপি চ বিপ্রতা। দীক্ষা সংস্কার সংভিন্নে জাতিভেদো ন বিদ্যতে। শিবলিঙ্গে শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বন্ যৎপাপমাপ্নুয়াৎ। দীক্ষিতস্যাপি পূর্ব্বত্বং স্মরন্ তৎপাপমাপ্নুয়াৎ। দার্ব্বশ্মলৌহমৃদ্রত্ন জাতং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং। যথোচ্যতে তথা শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চ দীক্ষিতাঃ।

† অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠা সমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং। তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিং। নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীর যন্ত্রণৈঃ। অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

§ কল্পে দৃষ্ট্বাতু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্বন্তর সহস্রেষু নিষ্কৃতি-র্নৈব জায়তে॥

মন্ত্র।

যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ প্রাওয়া যায়,তাহার নাম মন্ত্র।* মন্ত্রের বর্ণ সকল সাক্ষাৎ দেবতা, সেই দেবতা গুরুরূপিণী। অতএব মন্ত্র, দেবতা ও গুরু ইহাদের ভেদ জ্ঞান করিবে না। যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবপ্রতিমূর্ত্তিকে প্রস্তর জ্ঞান করে, সেই নরাধম নরকে পতিত হয়। গৃহীত মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু ও গুরুত্যাগে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগে ঘোরতর নরকে গমন হয়।†

স্ত্রী ও শূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র যথা—স্বাহা ও প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত মন্ত্র,অজপা মন্ত্র (হংস) আত্ম-মন্ত্র ও গুরুর মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ ইহা অর্পণ করেন; তিনি, ও সেই স্ত্রী এবং সেই শূদ্র সকলেই নরকে গমন করেন।৪

মন্ত্রশোধন।—কুলাকুল, রাশি, নক্ষত্র, অকথহ, অকডম, এবং ঋণি-ধনী এই সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র বিচার করিয়া অনু-

---

* মন্ত্র শব্দস্য ব্যুৎপত্তির্যথা। মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

† মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যু র্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

৪ শূদ্রস্য মন্ত্রবিশেষ নিষেধমাহ। প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রং চাজপসংজ্ঞকং॥ স্বাহা প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণোযাত্যধোগতিং॥

কুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কদাচ বৈরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। যদি কেহ ভ্রম বশতঃ অরি মন্ত্র গ্রহণ করে,তাহা হইলে,ঐ মন্ত্র বটপত্রে লিখিয়া স্রোত-জলে নিক্ষেপ করিবে।

মন্ত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, ইহা সহজে বোধগম্য হইবার জন্য কয়েকটী চক্র অঙ্কিত করা যাইতেছে; উহা দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ, প্রাসাদ বীজ হৌঁ, প্রণব ওঁ কূটমন্ত্র, স্ত্রী গুরু দত্ত মন্ত্র ও স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্নে যে মন্ত্র পাওয়া যায়। মালামন্ত্র অর্থাৎ বিংশতি অক্ষরের অধিক যে মন্ত্র, ত্র্যক্ষরী মন্ত্র, বেদোক্ত মন্ত্র, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী, পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি মন্ত্র এবং একাক্ষরী মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা এই দশমহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না।

মন্ত্র স্বপ্নে প্রাপ্ত হইলে, ঐ মন্ত্র গুরু উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার নিকট গ্রহণ করিবে। নতুবা জল পূর্ণ ঘটে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া ঐ ঘটে নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই বটপত্র তুলিয়া স্বয়ং মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

মন্ত্র ত্রিবিধ, স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক। যে মন্ত্রের শেষে হুঁ ফট্ আছে, তাহাকে পুরুষ মন্ত্র, যাহার শেষে স্বাহা আছে, তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র, এবং যাহার শেষে নমঃ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে।

যে যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, তাহাদিগের নাম—ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, নিত্যা, বজ্রপ্রস্তারিণী, দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী, জয়দুর্গা, শূলিনী, বাগীশ্বরী, পারিজাত-সরস্বতী, গণেশ, মহাগণেশ, হেরম্ব, হরিদ্রাগণেশ, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সূর্য্য, অজপা, বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল, বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, দধিবামন, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, হরিহর, বরাহ, শিব, ক্ষেত্রপাল, বটুকভৈরব, ত্রিপুরাভৈরবী, সম্পৎ-প্রদাভৈরবী, কৌলেশভৈরবী, সকলসিদ্ধিদাভৈরবী, ভয়বিধ্বং-সিনীভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী, কামেশ্বরীভৈরবী, ষট্‌কূটাভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, রুদ্রভৈরবী, ভুবনেশ্বরীভৈরবী, ত্রিপুবাবালা, নবকুট, অন্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবী, শ্রীবিদ্যা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, শ্যামা, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, তারা, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, তারিণী, কাত্যায়নী, জগদ্ধাত্রী, বিশালাক্ষী, গৌরী, ব্রহ্মশ্রী, ত্র্যম্বক, মৃত্যুঞ্জয়, হনুমান।

পূর্ব্বকালে যখন অস্মদ্দেশে তন্ত্রশাস্ত্র বহুল প্রচলিত ছিল, এবং তদ্দ্বারা নানা প্রকার সাধনাদি হইত, তখন ঐ সমস্ত দেবতার মন্ত্রে লোক দীক্ষিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, নৃসিংহ, কৃষ্ণ, গোপাল, গণেশ, শিব, রাম ও সূর্য্য এই সকল মন্ত্র সচরাচর গৃহীত হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে অষ্টম পটল।

চক্রাদি বিচার।

কুলাকুল চক্র।

বায়ু	অগ্নি	পৃথিবী	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

এই চক্র পাঁচ ঘরে বিভক্ত, যথা বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ। বায়ু ঘরে যে সমস্ত বর্ণ আছে, তাহাদিগকে বায়ু বর্ণ বলে। এইরূপ অগ্নিঘরস্থিত বর্ণ সকলকে অগ্নি বর্ণ, পৃথিবী ঘরস্থিত বর্ণকে পার্থিব বর্ণ, জলঘরস্থিত বর্ণকে জলবর্ণ, এবং আকাশস্থিত বর্ণকে আকাশবর্ণ কহে। বায়ু বর্ণের সহিত অগ্নি বর্ণের এবং পার্থিব বর্ণের সহিত জলবর্ণের মিত্রতা আছে। আকাশ বর্ণ, সকল বর্ণের মিত্র। বায়ু ও অগ্নি এই দুই বর্ণের সহিত পার্থিব ও জল বর্ণের শত্রুতা জানিবে। এক্ষণে মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে, সেই মন্ত্রের আদ্যক্ষর যদি এক ঘরে থাকে, কিম্বা মিত্রঘরস্থিত বর্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। শত্রুঘরস্থিত হইলে, গ্রহণ করিবে না। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি। কোন ব্যক্তির নাম চন্দ্রকান্ত, সে রাম মন্ত্র গ্রহণ করিবে;

চন্দ্রের আদ্যক্ষর চ ও রামের আদ্যক্ষর র, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে,চ ও র যে যে ঘরে আছে, সেই সেই ঘরস্থিত বর্ণের পরস্পর মিত্রতা আছে কি না ; চক্র দৃষ্টে জানা গেল যে, চ বায়ু ঘরস্থিত ও র অগ্নিঘরস্থিত, বায়ুবর্ণের সহিত অগ্নিবর্ণের মিত্রতা থাকায়, চন্দ্র রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু চন্দ্র দুর্গা মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ মন্ত্রের আদ্যক্ষর পার্থিব বর্ণ, উক্ত পার্থিব বর্ণ বায়ু বর্ণের শত্রু। এই প্রকার সকলে নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর লইয়া, বিচার পূর্ব্বক, মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

রাশি চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬
মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
অ আ ঈ	উ ঊ ঋ	ৠ ঌ ৡ	এ ঐ	ও ঔ	অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ
৭	৮	৯	১০	১১	১২
তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কখগঘঙ	চছজঝঞ	টঠডঢণ	তথদধন	পফবভম	য র ল ব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম রাশি হইতে যে রাশির ঘরে, মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম রাশি হইতে মন্ত্র রাশি ষষ্ঠ, অষ্টমও দ্বাদশ হয়, তবে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—এক ব্যক্তির সিংহ রাশি,তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর ধনুরাশিতে আছে, এক্ষণে দেখা গেল, যে সিংহ রাশি হইতে ধনুরাশি পর্য্যন্ত, গণনা

করিলে পঞ্চম হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু মকর রাশিতে যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকিত, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ মকর রাশি, সিংহ রাশি হইতে গণনা করিলে, ষষ্ঠ হয়। যাহার জন্ম রাশি না জানা আছে, তাহার নামের আদ্যক্ষর যে রাশিতে আছে, সেই রাশি হইতে মন্ত্র রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপ রাশি চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।*

দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা যথা—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়। এই নামানুরূপ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। চতুর্থ মন্ত্র বিষ্ণু বিষয়ে বর্জ্জনীয়। বিষ্ণু বিষয়ে বন্ধু স্থানে শত্রু ও শত্রু স্থানে বন্ধু জানিবে।

---

* দ্বাদশ রাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলং। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধু পুত্রশত্রু কলত্রকং। মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়ো দ্বাদশরাশয়ঃ। নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভফলং লভেৎ। বৈষ্ণবে তু বন্ধুস্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ। লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদং। ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাদ্বান্ধবে বান্ধবপ্রিয়ঃ। পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনং। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ। আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্যয়ে চ সঞ্চিত ব্যয়ঃ।

নক্ষত্র চক্র।

অশ্বিনী অ আ দেবগণ	ভরণী ই মানুষগণ	কৃত্তিকা ঈউঊ রাক্ষস গণ	রোহিণী ঋৠ৯ৡ মানুষ	মৃগশিরা এ দেব	আর্দ্রা ঐ মানুষ	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেব	পুষ্যা ক দেব	অশ্লেষা খ গ রাক্ষস
মঘা ঘ ঙ রাক্ষস	পূর্ব্বফল্গুনী চ মানুষ	উত্তরফল্গুনী ছ জ মানুষ	হস্তা ঝ ঞ দেব	চিত্রা ট ঠ রাক্ষস	স্বাতী ড দেব	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষস	অনুরাধা ত থ দ দেব	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস
মূলা ন প ফ রাক্ষস	পূর্ব্বাষাঢ়া ব মানুষ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষ	শ্রবণা ম দেব	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষস	শতভিষা ল রাক্ষস	পূর্ব্বভাদ্র ব শ মানুষ	উত্তরভাদ্র ষ স হ মানুষ	রেবতী ক্ষ অং অঃ দেব

মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে যে নক্ষত্র-ঘরে মন্ত্রের আদি বর্ণ আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, ও পরমিত্র এইরূপ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনা করিয়া, যদি মন্ত্র নক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম হইলে গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হইলে, সে মন্ত্র গ্রহণে শুভ হয় এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু রাক্ষসগণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষ-গণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা, অতএব এপ্রকার মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি—কোন ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র শতভিষা, তাহার মন্ত্রের আদি বর্ণ অশ্লেষা নক্ষত্র ঘরে আছে দেখা গেল, উভয় নক্ষত্রের গণ রাক্ষস, অতএব এক গণ হইল, তখন সে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। এবং জন্ম নক্ষত্র শতভিষা হইতে মন্ত্র নক্ষত্র অশ্লেষা পর্য্যন্ত, জন্ম, সম্পদ ইত্যাদি করিয়া গণনা করিলে, অশ্লেষা চতুর্থ হয়, অতএব সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহার মন্ত্রের আদ্যক্ষর উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ঘরে থাকিত, তাহা হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিত না, কারণ উত্তরফল্গুনীর গণ মানুষ, মানুষ ও রাক্ষসে মৃত্যু। এবং শতভিষা হইতে, ঐরূপ গণনা করিলেও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র সপ্তম হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র

না জানা আছে, সে ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর যে নক্ষত্র ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে মন্ত্র-নক্ষত্র-ঘর পর্য্যন্ত গণনা করিবে।

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৡ ঞ য
ঈ ঘ ন	ৠ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে, আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি মন্ত্রের আদ্যক্ষর, ঐরূপ গণনাতে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, আর যদি অরি হয়, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না। এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর, যে ঘরে আছে, সেই ঘর পর্য্যন্ত সিদ্ধ সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে প্রত্যেক ঘর গণনা করিলে, যদি সাধ্য মন্ত্র, সাধ্য ঘরে হয়, সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তির নামের আদি অক্ষর ল এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর ত, এক্ষণে ল হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর ত পর্য্যন্ত গণনা করিলে, মন্ত্রের আদি অক্ষর ত সিদ্ধ হইল; এবং নামের আদি অক্ষর যে ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে মন্ত্রের

আদি অক্ষরের ঘর পর্য্যন্ত গণনা করিলে, উক্ত ঘর সাধ্য হইল, অতএব সাধ্য ঘরে, সিদ্ধ মন্ত্র লইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধাদি গণনা করিয়া শুদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবে,* সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্র গ্রহণে জপ ও হোমের দ্বারা সিদ্ধ, সুসিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে শীঘ্র শীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং অরি মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমূলে বংশ নাশ হয়। এই চক্রের গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে।

অকডম চক্র।

১ অ ক ড ম	২ আ খ ঢ য	৩ ই গ ণ র	৪ ঈ ঘ ত ল	৫ উ ঙ থ ব	৬ ঊ চ দ শ
৭ এ ছ ধ ষ	৮ ঐ জ ন স	৯ ও ঝ প হ	১০ ঔ ঞ ফ ল	১১ অং ট ব ক্ষ	১২ অঃ ঠ ভ

নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। এই প্রকার গণনাতে যদি মন্ত্রের আদি অক্ষর সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অরি মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না।

---

* সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি। সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ স্মৃতাঃ। সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ।

ঋণী-ধণী চক্র।

সাধ্যাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	৪	৪	৪	১

সাধকাঙ্ক—অর্থাৎ যখন মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর লইয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক লইবে।

মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের উপরে যে যে অঙ্ক আছে, ঐ অঙ্ক যোগ কর, পরে উক্ত যোগাঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। ঐরূপ মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখ এবং ঐ সকল বর্ণের নিম্নে যে যে অঙ্ক আছে, ঐ অঙ্ক যোগ কর, পরে উক্ত যোগাঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এক স্থানে রাখ। এক্ষণে দেখিবে যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক মন্ত্রাঙ্ক হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, কিম্বা দুই অঙ্ক যদি সমান হয়, তাহা হইলেও গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রাঙ্ক অপেক্ষা বেশী হইলে গ্রহণ করিবে না। যে অঙ্ক বেশী

হয়, তাহাকে ঋণী ও ন্যূন অঙ্ককে ধনী বহে, অতএব ঋণী মন্ত্রই গ্রহণ করিবে, ধনী মন্ত্র কখন গ্রহণ করিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—রামচরণ নামীয় ব্যক্তি (নামের শ্রী ও দেব শর্ম্মা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণনা করিবে) হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না ? প্রথমে নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সমস্ত ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখ, যথা—র আ ম অ চ অ র অ ণ অ পরে এই সকল বর্ণে যে যে অঙ্ক চক্রের নিম্নে আছে, তাহা লইয়া রাখ, যথা—র=০আ=২ ম=৫ অ=২ চ=২ অ=২র=০ অ=২ ণ=০অ=২ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৭ হইল। এই ১৭ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। ঐরূপ মন্ত্র বর্ণ ও সাধ্যাঙ্ক রাখ—হ=৩ অ=৬ র=৩ ই=৬ সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া ১৮ হইল, এই ১৮ কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে, ২ অবশিষ্ট থাকে। এ স্থলে মন্ত্রগ্রহীতার নামাঙ্ক অপেক্ষা মন্ত্রাঙ্ক বেশী হওয়াতে মন্ত্র ঋণী হইল, অতএব রাম হরি মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে ঋণী-ধনী-চক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বিষ্ণু, কালী ও তারা মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র-চক্র, শিব মন্ত্রে রাশি-চক্র, গোপাল ও রাম মন্ত্রে অকডম-চক্র, চণ্ডিকা বিষয়ে রাশি-চক্র ও কোষ্ঠ-চক্রে মন্ত্র শুদ্ধি করিতে হইবে। অন্য চক্র বিচারের প্রয়োজন নাই, তবে সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণে কুলাকুল চক্র ও ঋণী-ধনী চক্র বিচারের আবশ্যকতা আছে।

ইতি নিত্য তন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে নবম পটল।

মন্ত্রের দশ সংস্কার।

মন্ত্রের দশ সংস্কার করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে। জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা। অথাভিষেকো বিমলী-করণাপ্যায়নে পুনঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তি-র্দশৈতে মন্ত্র সংস্ক্রিয়াঃ।

দশবিধ সংস্কার যথা—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গুপ্তি।

জনন—মাতৃকা যন্ত্র হইতে দেয় মন্ত্র বর্ণ সকলকে উদ্ধার করা।

জীবন—মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া দশবার জপ করা।

তাড়ন—মন্ত্র-অক্ষর সমস্ত পৃথক পৃথক লিখিয়া বং মন্ত্রে চন্দন যুক্ত জল দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে দশবার তাড়ন করা।

বোধন—মন্ত্রে যে কয়েকটি বর্ণ থাকিবে, তত সংখ্যা রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং বলিয়া মন্ত্রাক্ষর সমস্ত প্রহার করা।

অভিষেক—মন্ত্রে যত গুলি বর্ণ থাকিবে, ততগুলি রক্ত করবীর দ্বারা রংমন্ত্রে প্রত্যেক মন্ত্রাক্ষরকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বত্থপল্লব দ্বারা মন্ত্রাক্ষর সংখ্যায় অভিষিঞ্চন করা।

বিমলীকরণ—সুষুম্না নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে দেয়মন্ত্র চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রেঁৗ মন্ত্রে মলত্রয় দগ্ধ করা।

আপ্যায়ন—মন্ত্রপূত কুশোদক দ্বারা ওঁ হ্রেঁৗ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের প্রোক্ষণ করা।

তর্পণ—মন্ত্রে যতগুলি বর্ণ থাকিবে, জল দ্বারা তত সংখ্যা তর্পণ করা।

দীপন—দেয়মন্ত্রের আদি ও অন্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মন্ত্রযোগ করিয়া ১০৮ বার জপ করা।

গুপ্তি—ইষ্টদেবতার মন্ত্র গোপন করা।

মন্ত্রের দশ সংস্কার করিতে হইলে, মাতৃকাযন্ত্রের আবশ্যক। মাতৃকাযন্ত্র কিরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা লিখিতেছি। হসৌঃ এই মন্ত্রকে কর্ণিকা মধ্যে লিখিয়া আটটী কেশর অঙ্কিত করিবে। প্রত্যেক কেশরে পূর্ব্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত দুইটী করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবে। তৎপরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, ঐ পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বদিক হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টবর্গ লিখিবে; (ক হইতে ব পর্য্যন্ত ছয়বর্গ, শ হইতে হ পর্য্যন্ত ও ল ক্ষ এই অষ্টবর্গ)। পদ্মের বাহিরে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, তদ্বাহ্যে চতুর্দ্দ্বার ও চতুষ্কোণ যুক্ত ভূগৃহ লিখিবে। ঐ ভূগৃহের চতুর্দ্দ্বারে বং ও চতুষ্কোণে ঠং লিখিবে।

এই যন্ত্র শক্তিমন্ত্রে কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন ও শিবমন্ত্রে ভস্মদ্বারা স্বর্ণাদি পাত্রে অঙ্কিত করিয়া, মন্ত্রসংস্কার করিতে হয়। যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরং। এই বর্ণময় যন্ত্র সাধকের সৌভাগ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই রূপে মন্ত্রের সংস্কার করিলে, মন্ত্রের রুদ্ধ, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, সুপ্ত ও শপ্তাদি দোষ থাকে না।

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে যং অথবা বং সংযুক্ত থাকে, কিম্বা ত্রিধা, চতুর্দ্ধা বা পঞ্চধা স্বরযুক্ত হয়, সেই মন্ত্রকে ছিন্ন মন্ত্র বলে। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য, বা অন্তে দুইটী লং যুক্ত থাকে, তাহাকে রুদ্ধ মন্ত্র কহে। যে মন্ত্রের

আদি, মধ্য ও অন্তে হংসঃ হৌঁ ঐঁ হং ফট্ ক্রোঁ হ্রীঁ ও নমামি এই সমস্ত বীজ থাকে, সেই মন্ত্রকে কীলিত বলে। হংসঃ এই বীজহীন ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে সুপ্ত মন্ত্র বলে। যে মন্ত্রকে অভিশাপ করা হইয়াছে, তাহাকে শপ্তমন্ত্র কহে। ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষ কথিত হইয়াছে।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে দশম পটল ॥

দীক্ষাকালাদি নিয়ম।

দীক্ষাকাল—চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও পৌষ মাসে* মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। কিন্তু চৈত্র মাসে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

বার নিয়ম—শনি ও মঙ্গলবারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না।

তিথি নিয়ম—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা আর কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ও দশমীতে সকল দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করা যায়, এবং ত্রয়োদশী ও কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠীতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নক্ষত্র নিয়ম—ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই সাত নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আর্দ্রা ও কৃত্তিকাতে শিবমন্ত্র এবং জ্যেষ্ঠা ও ভরণীতে রামমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

যোগ নির্ণয়—প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি,

---

* সৌরমাস জানিবে।

বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র এই ১৬টী যোগ দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই পাঁচ করণ দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত।

লগ্ন নির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্ন প্রশস্ত। বৃশ্চিক এবং কুম্ভলগ্নে বিষ্ণুমন্ত্র; মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরে শিবমন্ত্র এবং মিথুনলগ্নে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

দেবপর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণে মাস তিথি ইত্যাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। দেবপর্ব্ব যথা—বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভাদ্রের ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী এবং চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশী। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিবসে, দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত, অশোকাষ্টমী, রামনবমী দিনে, তীর্থ স্থানে ও পীঠস্থানে এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে মাসাদি কিছুই বিচার করিতে হয় না।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়—গোশালা, গুরুর গৃহ, দেবতার স্থান, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর এই সকল স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে একাদশ পটল॥

সংক্ষেপ দীক্ষা।

দীক্ষা চারি প্রকার যথা—কলাবতী, পঞ্চায়তনী, সংক্ষেপ ও উপদেশ। তন্মধ্যে সংক্ষেপ দীক্ষা কি প্রকার তাহা দেখাইতেছি—দীক্ষার পূর্ব্বদিনে শিষ্য উপবাসী* থাকিয়া পরদিন স্নানানন্তর সঙ্কল্প করিয়া গুরুদেবকে বরণ করিবে। সঙ্কল্প যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া অমুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে। প্রথমে শিষ্য যোড়হস্তে গুরুকে ওঁ সাধুভবানাস্তাং বলিবে। তাহার পর গুরু ওঁ সাধ্বহমাসে বলিবেন। পরে শিষ্য ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং, বলিবে; গুরু ওঁ অর্চ্চয়, বলিবেন। পরে শিষ্য গন্ধপুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণজানু ধরিয়া বরণ করিবে। যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতায়া মৎকর্ত্তৃকামুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। গুরু ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবেন, শিষ্য ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু, বলিবে। তৎপরে গুরু ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি, এই কথা বলিবেন। তাহার পর গুরু সর্ব্বতোমণ্ডলোপরি† জল-

---

* অশক্তে হবিষ্যান্ন ভোজন।

† ভূমিতে একটি চতুরস্র করিয়া তন্মধ্যে দ্বাদশ সূত্রপাত পূর্ব্বক ১৪৪ টি কোষ্ঠা অঙ্কিত করিবে। চতুরস্রের মধ্যস্থানে ৩৬ কোষ্ঠাতে পদ্ম লিখিয় তদ্বাহ্যে এক পঙ্‌ক্তিতে পীঠগাত্র ও পীঠকোণ করিবে এবং উহার বহির্ভাগের দুই পঙ্‌ক্তিতে দ্বার শোভা ও কোণ হইবে। ইহাতে উপশোভা করিবে না। এই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা চিত্রিত করিবে। পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিক

পূর্ণ একটী বস্ত্রসংযুক্ত নূতন কলস স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন, পরে সর্ব্বৌষধি, (১) নবরত্ন, (২) ও পঞ্চপল্লব, (৩) কলসে দিয়া যথাশক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ১০৮ হোম করিবেন। তৎপরে শিষ্যকে আনাইয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল ও কলসের জলে ১০৮ মূল মন্ত্র জপ করিয়া, সেই জল দ্বারা অভিষেক করিবে। † পরে শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গুরু শিষ্যকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন। * তৎপরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া ওঁ তৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়ামৃত্যু মহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ; বলিবে। গুরু, ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তি-

---

যথা--হরিদ্রাচূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শুক্লবর্ণ, কুশুম্ভচূর্ণ রক্তবর্ণ, শষ্যহীন দগ্ধধান্য চূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, বিল্বপত্র চূর্ণ শ্যামবর্ণ। প্রথমে এক অঙ্গুল গভীর পরিমাণ শুক্লবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা সীমারেখা সমুদয় রঞ্জিত করিবে। কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর রক্তবর্ণ, পদ্মপত্র সকল শুক্লবর্ণ, সন্ধিস্থান সমুদয় শ্যামবর্ণ, পীঠগর্ভ পীঠগাত্র ও দ্বার সকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ ও চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া মণ্ডলের বাহিরে শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবে।

(১) কুড়, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, বচ, শৈলেয়, চম্পক, মুরা, কর্পূর, মুস্তা।

(২) মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত ও ইন্দ্রনীল।

(৩) উড়ুম্বর আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল।

† স্নান প্রকরণ দেখ।

* অন্য প্রকার। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দক্ষিণ কর্ণে তিন বার ও বাম কর্ণে এক বার স্ত্রী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিন বার ও দক্ষিণ কর্ণে এক বার মন্ত্র বলিবে।

পুত্ত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে। এই মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন। এবং শিষ্য গুরুর সম্মুখে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে ও গুরু স্বীয় শক্তি রক্ষার্থ শত বার মন্ত্র জপ্ করিবেন।

অন্য প্রকার উপদেশ যথা—গ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির আবশ্যক নাই; বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে, কলিযুগে কেবল উপদেশেই সর্ব্বসিদ্ধ হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে দ্বাদশ পটল।

মালা ও জপের নিয়ম।

করমালা; * করেতে যে সমস্ত অঙ্গুলি আছে, তাহার নাম যথা—বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ কহে, অঙ্গুষ্ঠের পর যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জ্জনী কহে, তর্জ্জনীর পরে মধ্যমা, এবং মধ্যমার পর অনামিকা, তাহার পর কনিষ্ঠা। অঙ্গুষ্ঠ বাদে অপর চারি অঙ্গুলিতে তিন তিন পর্ব্ব করিয়া ১২ পর্ব্ব আছে। শক্তি দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব

* নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। করমালা মহাদেবি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা। ছিন্নভিন্নাদিদোষোঽপি করে নাস্তি কদাচন। অক্ষরস্তু করে দেবি মালা ভবতি তাদৃশী। গ্রন্থিঃ সা কুণ্ডলীশক্তিঃ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী॥ অতএব মহেশানি করমালা মহাফলা॥ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সকল প্রকার কার্য্যে করেতে জপ করিবে। করমালা সর্ব্বদোষরহিতা, করেতে ছিন্নভিন্নাদি দোষ কখন নাই। কুণ্ডলীশক্তি করমালার গ্রন্থি, এই করমালা অতিশয় ফলদায়িনী॥

হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্বে আসিবে, পরে কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব হইতে শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত, পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব তৎপরে মধ্যমার শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিবে। যখন ১০৮ জপের প্রয়োজন হইবে, তখন অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে ঐরূপ মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আট পর্ব্বে জপ করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব পুনরায় অনামিকার শেষ পর্ব্ব ও মধ্যমার শেষ পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর শেষ পর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। জপ কালে অবশ্য সংখ্যা রাখিবে, সংখ্যা না রাখিয়া জপ কদাচ করিবে না। বাম হস্তের অঙ্গুলীতে প্রতি দশবার জপে একবার সংখ্যা রাখিবে। হস্তের অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বক্রভাবে হৃদয়ে রাখিবে, এবং হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে। পর্ব্ব সন্ধি স্থানে জপ করিবে না ও হস্তপর্ব্ব যব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন, এবং মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। অধিক বিলম্ব ও অতি দ্রুত না হয়, এইরূপে জপ করিবে। অপবিত্র হস্তে, শয্যাতে, নিরাসনে, পাষাণে বসিয়া কিম্বা গমন কালে, শয়ন কালে, উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্রুদ্ধ কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। শুচি হইয়া মনঃ সংযমন পূর্ব্বক মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া জপ করিলে, জপের ফল লাভ হয়। জপ তিন প্রকার বাচিক, জিহ্বা ও মানসিক। বাক্য দ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচিক জপ বলে। কেবল মাত্র জিহ্বা দ্বারা যে

জপ করা যায়, তাহাকে জিহ্বা জপ বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই জপে শত গুণ ফল হয় এবং মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে, ইহাতে সহস্র গুণ ফল হয়। মানসিক জপ শুচি কিম্বা অশুচি হউক, সর্ব্ব সময় ও সকল স্থানে করিতে পারা যায়।

জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং॥

জপের দ্বারা স্তূয়মান দেবতা সকল প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্য বিষয় ও শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করেন।

শক্তিবিষয়ে দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। যে মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই স্তব ও মন্ত্র নিস্ফল হয়। জপ কালে অন্য কথা একবার বলিলে ওঁ মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে মৃতাশৌচ হয় এই দুই অশৌচ যুক্ত মন্ত্র কোন ফল দান করে না। এ কারণ উক্ত অশৌচ দূর করিবার জন্য মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া সাতবার জপ করিয়া প্রকৃত মূল মন্ত্র জপ করিবে। প্রণব দ্বারা মূল মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে বৈরমন্ত্রও সিদ্ধ হয়।

বাহ্যমালা। এই কয়েক প্রকার দ্রব্য দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিবে। যথা—রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, শঙ্খ, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য, কুশমূল ও

তুলসী। সকল মালার শ্রেষ্ঠ রুদ্রাক্ষ। ইহাতে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। ১৪, ১৫, ২৫, ২৭, ৩০, ৫০, ৫৪ অথবা ১০৮ মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করিবে। যে সমস্ত মণি দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে, ঐ সমস্ত মণি যেন সমান হয় এবং অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র না হয় এবং কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত কিম্বা জীর্ণ না হয়। এক জাতীয় মালার মধ্যে অন্য জাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করিবে না। দৃঢ় রজ্জু দ্বারা মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া উহার দুই মুখ একত্রিত করিয়া ওঁ মন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে। যে প্রকার মণির দ্বারা মালা করিবে সেই জাতীয় একটী বৃহৎ মণির দ্বারা মেরু করিবে। মালা সকল মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ করিয়া মালা গাঁথিবে (রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ। অন্য অন্য মণির স্থূল ভাগ মুখ ও তদ্বিপরীত পুচ্ছ)। এই প্রকার মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে; কারণ অপ্রতিষ্ঠিত মালাতে জপ করিলে সে জপ ফলদায়ক হয় না।

বর্ণমালা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ ল ক্ষ এই এক পঞ্চাশৎ বর্ণের অকার হইতে ল পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ মালা ও ক্ষ তাহার মেরু। এই মালা অন্তর্যজন কার্য্যে ও বাহ্যপূজাদিতে জপ করিলে বিশেষ ফল হয়। কিরূপে জপ করিবে তাহা বলিতেছি—এক একটী বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে, যথা—অং এই বর্ণ জপ করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র

একবার জপ করিবে। এইরূপ ল পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরে অনুস্বার যোগ করিয়া জপ করিবে। পুনর্ব্বার ল হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর এক এক বার মন্ত্র জপ করিবে—এইরূপ অনুলোম বিলোমে জপ করিবে। প্রবালের ন্যায় ভাসমানা যে সর্পাকার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন তিনিই এই বর্ণমালার সূত্র। তাঁহার আরোহণ ও অবরোহণে শত সংখ্যা হয়। বর্ণমালা মধ্যে যে দুইটি লকার আছে, তাহার কারণ এই—পূর্ব্বকালে যখন মহাদেব পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন পৃথিবীর সহিত পৃথ্বীবীজ লকার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অথ মালাসংস্কার। নয়টী অশ্বত্থপত্র পদ্মাকারে বিছাইয়া উহার উপর মাতৃকামন্ত্র* ও মূলমন্ত্র বলিয়া মালা রাখিবে। তাহার পর ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ। বলিয়া পঞ্চগব্যে† মালা ধৌত করিবে। পরে ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায়, নমো রুদ্রায়, নমঃ কলায়, নমঃ কালবিকরণায়, নমোবলপ্রমথনায়, নমঃ সর্ব্বভূতদমনায়, নমোমনোন্মনায়। এই সকল মন্ত্রে চন্দন অগুরু ও কর্পূর মালাতে লেপন করিবে এবং ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। এই সকল মন্ত্রে ধূপ দান করিবে। পুনরায় ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রে

* পূজা প্রকরণ দেখ।

† গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত।

চন্দনদ্বারা মালা লেপন করিবে। পরে এই সকল মন্ত্র প্রতি মালাতে একবার করিয়া জপ করিবে। মন্ত্র যথা,—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিঃ ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ শিবোমেঽস্তু সদাশিবোম্। তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১) পূর্ব্বক দেবতার পূজা (২) করিবে এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণী। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। উক্ত প্রণালী শক্তি বিষয়ে জানিবে। বিষ্ণু বিষয়ে শ্রঁ শ্রীঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ বলিয়া মালার পূজা করিবে। এই প্রকার মালার পূজা করিয়া তদুপরি ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর মালা গ্রহণ করিবে। যে দেবতার নামে মালা প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্র সেই মালাতে জপ করিবে না। মালাতে জপ অতিশয় সাবধানে করিবে, জপ কালে অঙ্গ কিম্বা মালা কম্পন করিবে না এবং মালাতে শব্দ না হয়। জপের সময় হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে, মালা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ১০৮ বার জপ করিবে। জপ শেষ হইলে, এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া নিজ কর্ণে কিম্বা কোন উচ্চ স্থানে মালা গোপন করিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মালা জপ করিবে। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে, পুনরায় মালা গাঁথিয়া

(১) (২) পূজা প্রকরণ দেখ।

১০০ বার জপ করিবে। মালা নিষিদ্ধ বস্তুতে সংস্পর্শ হইলে, পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে।

রুদ্রাক্ষ-ধারণ মন্ত্র। এক মুখ হইতে চতুর্দ্দশ মুখ পর্য্যন্ত ১৪ প্রকার রুদ্রাক্ষ আছে। ধারণের ১৪ প্রকার মন্ত্র যথা—ওঁ ঐঁ ।১ ওঁ শ্রীঁ ।২ ওঁ ধ্রুং ধ্রুং ।৩ ওঁ হ্রীং হুঃ ।৪ ওঁ হ্রীং ।৫ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ।৬ ওঁ হ্রীং ।৭ ওঁ রুং রং ।৮ ওঁ হ্রাং ।৯ ওঁ হ্রীং ।১০ ওঁ শ্রীঁ ।১১ ওঁ হাং হ্রীং ।১২ ওঁ ক্ষৌং নমঃ ।১৩ ওঁ তমাং ।১৪

২৭টী রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা করিয়া সেই মালা ধারণ করিবে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে, শিবলোকে গমন হয়। রুদ্রাক্ষ পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে * স্নান করাইয়া শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ও ত্র্যম্বক মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ওঁ হৌঁ অঘোরে হোং ঘোরে হুঁ ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রীঁ ঐঁ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপিণে হ্রূঁ হ্রূঁ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ত্রয়োদশ পটল।

আসন নিয়ম।

জপ পূজাদি কার্য্যে আসনেরও† আবশ্যক। আসন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কম্বলাসন ও কুশাসন জপ

* দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা।

† কুশাসনে ভবেদায়ুর্মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি। অজিনে তু ভবেৎ পুত্রী

পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত। মৃত্তিকাসনে জপ পূজাদি করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, বংশাসনে দারিদ্র, পাষাণে ব্যাধি পীড়া, তৃণাসনে যশোহানি, বস্ত্রাসনে জপ পূজাদির হানি হয়। কিন্তু অন্যান্য আসনোপরি বস্ত্রাসনে বসিয়া জপ পূজাদি করিতে পারে। আসন অত্যন্ত উচ্চ কিম্বা অত্যন্ত নীচু না হয়। শরীর মস্তক ও গ্রীবাকে সমভাবে রাখিয়া নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলন পূর্ব্বক নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিবে। সাধক দক্ষিণ জানু ও উরুর মধ্যে বাম পাদতল এবং বামজানু ও উরুর মধ্যে দক্ষিণ পাদতল স্থাপন করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিবে অথবা দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপর এবং বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করিয়া উপবেশন করিবে। ইহাতে দেহ ও মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয়। * জলে জলে পূজা করিবার সময় পূজক মনে মনে আসন কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। যে স্থানে আসন পাতিবার সুযোগ না হয়, তথায় দাঁড়াইয়া দেবতার পূজা করিবে।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে চতুর্দ্দশ পটল।

কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা। ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে। আম্র-নিম্বকদম্বানামাসনং বংশনাশনং। বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হতশ্রিয়ঃ। বংশেষ্টকা চ ধরণী তৃণবল্বজনির্ম্মিতং। বর্জ্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং। জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি। অত্র বস্ত্রনিষেধঃ কেবলবস্ত্রপরঃ।

* সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং। তথাপ্যাসনমাসীনো নোত্থিতস্তু তথাচরেৎ। আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে। আসনস্থো জপেৎ সম্যঙ্মন্ত্রার্থগতমানসঃ।

পুরশ্চরণ।*

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অর্থাৎ যাহাকে মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র। কিন্তু পুরশ্চরণ ব্যতীত এই মন্ত্র কিছুই ফল প্রদান করিতে পারে না। এ কারণ পুরশ্চরণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা প্রথমে লিখিতেছি।

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য গুরুর আজ্ঞা লইয়া পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। যেমন জীবহীন দেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, সেইমত পুরশ্চরণ বিনা মন্ত্র কোন ফল দান করিতে পারে না। অতএব সকলেরই পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং অশক্ত হইলে, গুরু দ্বারা কিম্বা গুরুর অভাবে শাস্ত্রবিৎ সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। পুরশ্চরণ কি প্রকার করিতে হয়, তাহা এস্থলে দেখাইতেছি।

পুরশ্চরণকর্ত্তা পূর্ব্বদিবস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে। তৎপর দিন স্নান ও তর্পণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়াঃ অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষ-দুরিতক্ষয়-

* গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ। তত পুরশ্চ্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্র-সংসিদ্ধিকাম্যয়া। জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ। গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ। স্নিগ্ধং শাস্ত্র-বিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতম্। নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম্ম-বিবর্জ্জনং। নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিপূর্ব্বকং। জপেদেক-

পূর্ব্বকতন্মন্ত্রসিদ্ধিকামঃ অদ্যারভ্য যাবৎ কালেন সেৎস্যতি তাবৎকালং অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপতদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজন-রূপ- পুরশ্চরণমহং করিষ্যে। তৎপরে যথাবিধি ইষ্টদেবতার অর্চ্চনান্তে পিতৃ-তর্পণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত একাগ্র-চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অথবা অগ্রে জপ করিয়া শেষে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি শক্ত হইবে, তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ ও দেবতার পূজা করিবেন। আবার পূর্ব্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সহস্রবার ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। সঙ্কল্প যথা—অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়-কামঃ অষ্টোত্তরসহস্রগায়ত্রীজপমহং করিষ্যে। পুরশ্চরণ আরম্ভ দিনে যত সংখ্যা জপ করিবে, প্রত্যহ তত সংখ্যা জপ করিতে হইবে। যদি কোন দিন কম কিম্বা বেশি জপ করা হয়, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে। প্রত্যহ জপ সমাপ্ত হইলে, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কিম্বা সমস্ত জপ সম্পূর্ণ হইলে, শেষ

মনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যন্দিনাবধি। শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশক্তো দ্বিঃ সকৃচ্চ বা। ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনঞ্চ সমং ভবেৎ। একদা বা ভবেৎ পূজা জপেত্তৎপূজনং বিনা। জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা জপেন্মনুং। প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি। যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎ কর্ত্তব্যং দিনে দিনে। যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্‌ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ। জপান্তে প্রত্যহং দেবি হোময়েত্তদ্দশাংশকং। তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতো মুনে। প্রত্যহং

দিবসে হোমাদি করিবে। হোমাদিতে অশক্ত হইলে, হোমাদির সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে, অর্থাৎ পুরশ্চরণের যে অঙ্গহীন হইবে, তৎসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে। পূজোপকরণ দ্রব্যাদির অভাবে পূজাদিতে অশক্ত হইলে, কেবল জপমাত্রেই পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয়। যে দেবতার যত সংখ্যা জপ করিতে হইবে, তাহা পরে দেখান হইয়াছে। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ কহে। পুরশ্চরণ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কারণ, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলেই অঙ্গহীন কর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয়। যদ্‌যদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ সাক্ষাত্তত্তদ্‌ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ং। যে যে দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, সে সমস্তই হরির ভোজন হইয়া থাকে। কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ভোজন করান, তাঁহার একবিংশতি নরক ভোগ হইয়া থাকে। দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে। স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্। অতএব অদীক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। পরে গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে। গুরুসন্তোষমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্-

ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্যপ্রশান্তয়ে। অথবা সর্ব্বসংপূর্ণে হোমাদিকমথাচরেৎ। তথা হোমাদ্যশক্তৌ চ—যদ্ যদঙ্গং ভবেত্তঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। যদি পূজাদ্যশক্তশ্চেদ্দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি। কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে। এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং প্রিয়ে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। ততশ্চ গুরবে দক্ষিণান্দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ। গুরুসন্তোষমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। গুরোরভাবে

ধ্রুবম্। গুরু সন্তুষ্ট হইলেই সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। গুরুর অভাবে গুরুপুত্র এবং তদভাবে গুরুপত্নীকে এবং তদভাবে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক কুমারীগণকে যথাসাধ্য পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। এই প্রকারে পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইলে, স্বয়ং বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিবে। পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইলে; দেবতা প্রসন্ন হন ও সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। বীরাতন্ত্রে লেখা আছে যে, যে সমস্ত নিয়ম বলা হইল, সে সমস্তই পুরুষের পক্ষে জানিবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে নয়। স্ত্রীলোক ন্যাস, ধ্যান পূজাদি না করিতে পারিলেও কেবল জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধ হইবে।—নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন। ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনং। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাং।

স্থাননির্ণয়।—পুরশ্চরণ করিতে হইলে, প্রথমে স্থান নির্ণয় করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। কোন্ কোন্ স্থান পুরশ্চরণ কার্য্যে পবিত্র, তাহা বলা যাইতেছে—পুণ্যক্ষেত্র নদীতীর, পর্ব্বতের গুহা, ও পর্ব্বতের উপর, তীর্থস্থান,

---

তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ। তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্থ পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ। সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চসিদ্ধ্যন্তি তৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি।—সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ। মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ। এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতাম্।

স্থাননির্ণয় উচ্যতে।—পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকং। তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ। উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং

নদীসঙ্গমস্থান, উদ্যান, বিল্বমূল, তুলসীকানন, গোষ্ঠস্থান, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, জলমধ্য, দেবালয়, সমুদ্রতীর এবং নিজগৃহ। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ, গো, ইহাদের সন্নিধানে জপ প্রশস্ত। অথবা যে কোন স্থলে মনের আনন্দ হয়, সেই সেই স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করিবে। নিজ গৃহে বসিয়া জপ করিলে, শতগুণ ফল হয়, তড়াগে সহস্রগুণ, গোষ্ঠে ও নদীতীরে লক্ষগুণ, দেবালয়ে ও পর্ব্বতাগ্রে কোটি-গুণ, শিবালয়ে ও গুরু সন্নিধানে জপ করিলে, অনন্ত ফল হয়।

ম্লেচ্ছের বসতি স্থানে ও যেখানে মৃগ সর্পাদির ভয় আছে, সেই সমস্ত স্থানে পুরশ্চরণাদি করিবে না।

পুণ্যক্ষেত্র, দেবালয়, বিল্বমূল, বন, উদ্যান, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদীতীর, পুণ্যারণ্য, এই সমস্ত স্থান ব্যতীত অন্য

তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্। অশ্বত্থামলকী মূলং গোশালাজলমধ্যতঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্। সাধনেঃ প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্। সূর্য্যাগ্নেগুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ। অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি। গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ। কোটি দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ। নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটি সম্মিতং। শিবালয়ে কোটিশতমনন্তং গুরুসন্নিধৌ। ম্লেচ্ছদুষ্টমৃগব্যাল-শঙ্কাতঙ্ক বিবর্জ্জিতে। একান্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে। স্বদেশে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে। রম্যে ভক্তজন স্থানে নিবসেত্তাপসঃ প্রিয়ে গুরূণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা। এষামন্যতমং স্থানমাশ্রিত জপমাচরেৎ। যত্র গ্রামে জপেন্মন্ত্রী তত্র কূর্ম্মং বিচিন্তয়েৎ। পর্ব্বতে সিন্ধু তীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে। যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ

স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করিলে, কূর্ম্মচক্র অঙ্কিত করিয়া জপ করিতে হয়।

পুরশ্চরণ কাল—বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাস পুরশ্চরণ কার্য্যে প্রশস্ত। পুরশ্চরণকর্ত্তার চন্দ্রতারা শুদ্ধ দেখিয়া শুক্লপক্ষে যে কোন দিন শুভ থাকে ঐ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে। হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ-কালে এবং মহাতীর্থে কালাকাল বিচার করিতে হয় না। পুরশ্চরণ আরব্ধ হইলে যদি মৃতাশৌচ কিম্বা জাতকাশৌচ হয়, তাহাতে পুরশ্চরণ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

ভক্ষ্যাদিনিয়ম—পুরশ্চরণ-কর্ত্তা ভক্ষ্যাভক্ষ অবশ্য বিবেচনা করিবে, কারণ ভক্ষ্যদোষে সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। পুরশ্চরণকালে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করা যাইতে পারে, তাহা এ স্থলে কথিত হইতেছে। হৈমন্তিক ধান্য, উড়ীধান্য, মুগ, তিল, কাল কলাই, কাঁকনীদানা, বেতোশাক, হিংচা, সৈন্ধব, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ, দধি, ইক্ষুচিনি, তিল, শ্বেতমুগ,

পুরশ্চরণকালন্তু চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেহ্নি। আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ। গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ। কার্ত্তিকাশ্বিনবৈশাখমাঘেহথ মার্গশীর্ষকে। ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে। প্রস্তাহস্তে প্রস্তোদয়ে দীক্ষাপুরশ্চরণয়োর্নিষেধমাহ। পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যান্মৃতসূতকং।—তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ॥

পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ। পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিভাবয়েৎ। অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে। শস্তান্নঞ্চ সমশ্নীয়ান্মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া। তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তান্নাশী ভবেন্নরঃ।—দধি ক্ষীরং ঘৃতং বাঃ ঐক্ষবং গুড়বর্জ্জিতং। তিলাশ্চৈব সিতামুদ্গাঃ কন্দং কেমুকবর্জ্জিতং।

কেম্মুক ভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, নোনাফল, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল, হরীতকী, তিন্তিড়ী, নারঙ্গা ও কমলালেবু, পিপুল, জীরক, লকুচ (নোয়াইল) নালিকা ও কুম্মুন্ড শাক এই সকল দ্রব্যকে মুনিগণ হবিষ্যান্ন বলেন।

অভক্ষ্যদ্রব্য—মধু, লবণ, তৈল, তাম্বূল, ক্ষারদ্রব্য, মৎস্য মাংসাদি, মাষকলাই, মসূর, রশুন, চনকাদি, বাসি ও কীট-দূষিত অন্ন, অনিবেদিত অন্ন ভোজন, এবং যে সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, কাংশপাত্রে ভোজন, এবং দিবসে ভোজন, এই সকল যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। পুরশ্চরণকালে পরান্ন ভোজন করিবে না। জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীষু মনোদগ্ধং কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে। কারণ পরান্নে জিহ্বা, প্রতিগ্রহে হস্ত, পরস্ত্রীতে মন দগ্ধ হয়, অতএব কিরূপে সিদ্ধি হইতে পারে।

নারিকেলফলঞ্চৈব কদলী লবণী তথা। আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী। ব্রতারম্ভে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ। ব্রতান্তর ইতি। হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা। ষষ্টিকাকোলশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী। পয়োহনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী। পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকতিন্তিড়ী। কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে।

অথবর্জ্জ্যানি।—বিবর্জ্জয়েন্মধুক্ষারং লবণং তৈলমেব চ। তাম্বূলং কাংশ্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ। ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং কাংশ্যভোজনং। মাষাঢ়কী মসূরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি। অন্নং পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিস্নেহং

ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জন্মায়, অতএব ইহা পরান্ন নয়।

মৈথুন ও তদালাপ, ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীকে স্পর্শ, গীত-বাদ্যাদি শ্রবণ, নৃত্যদর্শ, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্যাদি গাত্রে লেপন, পুষ্পধারণ, উষ্ণজলে স্নান, অসত্যভাষণ, মনের কুটিলতা, এবং ইষ্টদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার অর্চ্চনা এই সমস্ত করিবে না। পুরশ্চরণ-সময় একাকী নির্ভয়ান্তঃকরণে শুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ-শয্যাতে শয়ন করিবে। প্রতিদিন শয্যা ধৌত করিবে।

যে দেবতার মন্ত্র যত সংখ্যা জপ করিলে ইহার পুরশ্চরণ হয় ও যে যে দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে। *

প্রথমোক্ত পুরশ্চরণ করিতে অশক্ত হইলে, অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ করিবে।

কীটদূষিতং। মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ। ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাভিসংস্পৃশেৎ। কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিতভোজনং। অসঙ্কল্পিতকৃত্যাঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকং। শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচিবস্ত্রধরঃ সদা। প্রত্যহং ক্ষালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ। অসত্যভাষণং বাচং কৌটিল্যংপরিবর্জ্জয়েৎ। বর্জ্জয়েদ্গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণং নৃত্যদর্শনং। অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ। ত্যজেদুষ্ণোদকে স্নানমন্যদেব প্রপূজনং॥

* দেবতার নাম।	জপসংখ্যা।	যে দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে তাহার নাম।
ভুবনেশ্বরী (হ্রীঁ মন্ত্র)	৩২ লক্ষ	অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমর, পাকুড় ও বট বৃক্ষের সমিধ এবং তিল, শ্বেতসর্ষপ,

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ।—উভয় পক্ষের অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, ইহার কোন এক তিথিতে উদয়াস্ত জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

শরৎকালের চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দেবীর পূজা করিয়া অন্ধকারালয়ে একাকী বসিয়া এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টমী ও নবমীতে উপবাসী থাকিতে হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন একসহস্র জপ করিবে।

দেবীপক্ষের পূর্ব্ব কৃষ্ণচতুর্দ্দশী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ছয় সহস্র জপ করিবে এবং মহাষ্টমী ও মহানবমীর রাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া দেবীর পূজা করত দশমীতে মৎস্য-মাংসাদি দ্বারা পারণ করিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরী		পায়স, ঘৃত, ত্রিস্বাদু অর্থাৎ ঘৃত, মধু ও শর্করাসংযুক্ত।
(ঐঁ হ্রীঁ, শ্রীঁ মন্ত্র)	১২ লক্ষ	ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত পায়স।
ঐ (ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ)	১০ লক্ষ	ঘৃত মধু ও শর্করাযুক্ত লক্ষ পলাশ পুষ্প।
ঐ (আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ)	১০ লক্ষ	দধি, মধু, ও ঘৃতযুক্ত অশ্বত্থ যজ্ঞডুমর বা পাকুড়ের সমিধ।
অন্নপূর্ণা	১৬ সহস্র	ঘৃতযুক্ত অন্ন।
দুর্গা	৮ লক্ষ	মধুমিশ্রিত তিল বা দুগ্ধ।
মহিষমর্দ্দিনী	৮ লক্ষ	তিল।
জয়দুর্গা	৫ লক্ষ	ঘৃত।
বাগীশ্বরী	১০ লক্ষ	দুগ্ধ, তিল ও মধুযুক্ত শ্বেতপদ্ম।

চতুর্দ্দশী হইতে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক-সহস্র জপ করিবে।

যে কোন দিন সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত জপ করিলে, পুরশ্চরণ হয়।

ঐ সমস্ত পুরশ্চরণে হোমাদি করিতে হয় না, কেবল জপমাত্রে মন্ত্রসিদ্ধ হয়।

ঋতু পুরশ্চরণ।—বসন্ত ঋতুতে পূর্ব্বাহ্নে, গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নে, বর্ষাতে অপরাহ্নে, শরতে সায়ংকালে, হেমন্তে অর্দ্ধরাত্রে এবং শিশিরে শেষরাত্রে জপ করিবে। অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখমাসে সূর্য্যোদয় হইতে দশ দণ্ড কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন জপ করিবে। এইরূপ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পূর্ব্বাহ্নের পর দশ দণ্ড, শ্রাবণ ভাদ্রে মধ্যাহ্নের পর দশ দণ্ড, আশ্বিন,

লক্ষ্মী	১২ লক্ষ	ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত ১২ সহস্র পদ্ম বা তিল।
[illegible]	৮ লক্ষ	ঘৃতমিশ্রিত যজ্ঞডুমুর বট অথবা অশ্বত্থের সমিধ।
বিষ্ণু	১৬ লক্ষ	ঘৃত মধু ও শর্করাযুক্ত পদ্ম।
শ্রীরাম	৪ লক্ষ	বিল্বপুষ্প।
শ্রীকৃষ্ণ	১০ লক্ষ	ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত রক্তপদ্ম।
বালগোপাল	৪ লক্ষ	ঐ ঐ ঐ ঐ অথবা বিল্বফল।
গণেশ	৪ লক্ষ	মোদক, চিপিটক, খৈ, ছাতু ইক্ষু-পর্ব্ব, নারিকেল, তিল ও সুপক্ব কদলী।
শিব	১৬ লক্ষ	ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন.

কার্ত্তিকে অপরাহ্ণের পর দশ দণ্ড, অগ্রহায়ণ পৌষে অর্দ্ধরাত্রে দশ দণ্ড এবং মাঘ ফাল্গুনে শেষ দশ দণ্ড রাত্রে মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ এক বৎসর কাল মন্ত্র জপ করিলে, ঋতু পুরশ্চরণ হয়। অথবা ষড়্ঋতুর যে কোন একটি ঋতুতে পূর্ব্বোক্ত বিধানে জপ করিলে, ঋতু পুরশ্চরণ হয়।

বার পুরশ্চরণ।—রবিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ সহস্র জপ করিলে বারপুরশ্চরণ হয়।

নৃসিংহ	৮ লক্ষ	ঘৃত।
কালি	১ লক্ষ	ঐ
জগদ্ধাত্রী	১২ লক্ষ	ঐ
তারা	১ লক্ষ	ঘৃতযুক্ত বিল্ব বা মিছরী।

সঙ্কল্প।—ঋতু পুরশ্চরণাদি করিতে হইলে, যে যে রূপ সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহা লিখিতেছি।

বারপুরশ্চরণ সঙ্কল্প।—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামঃ রবিবারাদিসর্ব্ব বারেষু অমুক দেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য বারসংখ্যকসহস্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। পরে শেষ দিনে কিম্বা তৎপরদিনে নিম্নোক্ত রূপ সঙ্কল্প করিয়া হোমাদি করিবে—

অদ্যেত্যাদি অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্রস্য রবিবারাদ্যধিকরণ বারসংখ্যক সহস্র জপ তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ তদ্দশাংশাভিষেক তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন কর্ম্মাহমহং করিষ্যে। অনন্তর হোমাদি করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে। ইহাতে ও সঙ্কল্প করিতে হইবে যথা—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্রবিবারাদ্যধিকরণ বারসংখ্যসহস্র জপ তদ্দশাংশ হোম তদ্দশাংশ তর্পণ তদ্দশাংশাভিষেক তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ পুরশ্চরণ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণে গুরুর গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এইরূপ দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

তিথি পুরশ্চরণ।—কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এবং শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যাক্রমে তত সহস্র জপ করিবে। অর্থাৎ প্রতিপদে এক সহস্র, দ্বিতীয়াতে দুই সহস্র ইত্যাদি ক্রমে জপ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মাস পুরশ্চরণ।--বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে নিয়ম পূর্ব্বক প্রত্যহ এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে।

তিথি পুরশ্চরণ সম্বন্ধে ঐরূপ সমস্তই বলিবে কেবল বারস্থানে তিথি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঋতু পুরশ্চরণ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্র সিদ্ধিকামঃ সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য বসন্তান্তং যাবৎ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য জপরূপপুরশ্চরণং মহং করিষ্যে।

ষড় ঋতুর কোন একটি ঋতুতে পুরশ্চরণ করিতে হইলে, ঐ ঋতুর নামোল্লেখ করিবে যথা -গ্রীষ্ম-ঋতুব্যাপকজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। আর আর সমস্তই ঐরূপ উল্লেখ করিবে। এই পুরশ্চরণে জপ সমাপ্ত হইলে, পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য বসন্ত-ঋতুব্যাপকজপরূপপুরশ্চরণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদংমিত্যাদি।

মাসপুরশ্চরণ। অদ্যেত্যাদি বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বা মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারমাভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো অমুকসংক্রান্ত্যামারভ্য মেষতুলা-মকরস্থ রবিং যাবৎ প্রত্যহমমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসহস্রসংখ্যকজপমেষাদানন্তর তদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশাভিষেকতদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে। তৎপরে সৌর জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুনের প্রথম দিনে হোমাদি করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিবে। যথা---অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-

রাশি পুরশ্চরণ।—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, ধনু ও কুম্ভে দশ সহস্র, কন্যায় দ্বাদশ সহস্র, কুম্ভ ও মীনে বিংশতি সহস্র, তুলাতে এক সহস্র এবং মকরে চল্লিশ সহস্র মন্ত্র প্রত্যহ জপ করিতে হইবে। নিয়ম পূর্ব্বক দিবসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে।

নক্ষত্র পুরশ্চরণ।—অশ্বিনীতে এক সহস্র, ভরণী ও কৃত্তিকায় দ্বিসহস্র, রোহিণীতে এক সহস্র, মৃগশীর্ষায় পঞ্চ সহস্র, আর্দ্রায় ছয় সহস্র, পুনর্ব্বসুতে এক সহস্র, পুষ্যায় সপ্ত সহস্র, অশ্লেষায় ছয় সহস্র, মঘায় দশ সহস্র, পূর্ব্বফল্গুণীতে একাদশ সহস্র, উত্তরফল্গুণীতে দ্বাদশ সহস্র, হস্তায় ত্রয়োদশ সহস্র, চিত্রা ও স্বাতিতে দ্বিসহস্র, বিশাখায় চারি সহস্র, অনুরাধায় কোন সংখ্যা নাই, সর্ব্বদা জপ করিবে, জ্যেষ্ঠায় দ্বিসহস্র, মূলায় পঞ্চসহস্র, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষায় দ্বিসহস্র, এবং রেবতীতে চারিসহস্র জপ করিবে। এইরূপ নক্ষত্র পুরশ্চরণ করিতে হইলে, নিয়ম পূর্ব্বক দিবসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিতে হয়।

ব্যবাদিকরণে এবং বিষ্কুম্ভাদি যোগে এক সহস্র করিয়া জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

দেবতায়া অমুকমন্ত্রইয়ৎসংখ্যাকজপতদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশাভিষেক তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজনরূপপুরশ্চরণকর্ম্মণঃসাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরুবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এইরূপে গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে, গায়ত্রী পুরশ্চরণ হয়।

ঐ সমস্ত পুরশ্চরণে জপ সমাপ্ত হইলে, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। কোন দিবস হোমাদি করিতে হয়, তাহা সঙ্কল্প প্রকরণ দেখ।

বীর পুরশ্চরণ।—ব্রাহ্মণ এক লক্ষ, ক্ষত্রিয় দ্বিলক্ষ, বৈশ্য তিন লক্ষ, এবং শূদ্র চারিলক্ষ জপ করিলে, পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। ইহাতে হোমাদি করিতে হয়। নিয়ম পূর্ব্বক দিবসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রাত্রে শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে।

গ্রহণপুরশ্চরণ।*—চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ সময় উপবাস পূর্ব্বক সমুদ্র কিম্বা নদীর জলে স্নান করিয়া উহার নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিত হইয়া গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিলে, পুরশ্চরণ হয়। নদীতে যদি কুম্ভীরাদির ভয় থাকে, স্নান করিয়া পবিত্র স্থানে বসিয়া জপ করিবে। যে স্থানে নদী নাই, পবিত্র জলে স্নান করিয়া জপ করিবে।

চন্দ্র সূর্য্যোপরাগে চ জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। মন্ত্রস্য পরমেশানি ন চ হোমাদিকঞ্চরেৎ। কৃতে হোমাদিকে

* গ্রহণপুরশ্চরণে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে, যথা;—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণকর্ম্মাহং করিষ্যে।

ভদ্রে তজ্জপং বিফলং ভবেৎ। অতএব গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদি করিবে না।

তান্ত্রিক মতে শিবশক্তির সঙ্গম সময়কে গ্রহণ বলে। গ্রহণ ত্রিবিধ যথা ;—অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ। শক্তির ললাটস্থ নেত্রে অগ্নি, বামনেত্রে চন্দ্র ও দক্ষিণ নেত্রে সূর্য্য সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। মহাদেব ঐ সঙ্গম সময় শক্তির বামনেত্রে চুম্বন করিলে চন্দ্রগ্রহণ, দক্ষিণ নেত্রে চুম্বন করিলে সূর্য্যগ্রহণ, এবং ললাটস্থ নেত্রে চুম্বন করিলে অগ্নি-গ্রহণ হইয়া থাকে। অগ্নিগ্রহণ মনুষ্যলোকে দৃষ্টি-গোচর হয় না। বহ্নি যেমন শিববীর্য্য, সেই মত রাহু সাক্ষাৎ শিব। ঐ সময় সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, অত-এব গ্রহণ দর্শণ মাত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে নিশ্চয়ই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

অনেক প্রকার পুরশ্চরণ কথিত হইল, ইহার যে কোন একটি পুরশ্চরণ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে পঞ্চদশ পটল।

গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। যদি নক্রাদি দূষিতা নদী ভবতী তদা যৎকর্ত্তব্যং তদাহ। অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রাসাদ্বিমুক্তি পর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্র মনন্যধীঃ। নদ্যভাবে।- যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। গ্রহণাদিবিমো-ক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥

দেবতার বীজ মন্ত্র।

ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ। হ্রীং ॥ ১ ॥ ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ ॥ ২ ॥ ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ॥ ৩ ॥ আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥ অন্নপূর্ণামন্ত্রাঃ। হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ॥ দুর্গামন্ত্রাঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রঃ। মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৩ ॥ স্ত্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৪ ॥ জয়দুর্গামন্ত্রঃ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥ ১ ॥ সরস্বতীমন্ত্রঃ। বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ লক্ষ্মীমন্ত্রঃ। শ্রীঁ ॥ ১ ॥ ঐং শ্রীঁ হ্রীং ক্লীং ॥ ২ ॥ গণেশমন্ত্রাঃ। গং ॥ ১ ॥ সূর্য্যমন্ত্রঃ। ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য ॥ ১ ॥ হ্রীং সঃ ॥ ২ ॥ হংসঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুমন্ত্রঃ। ওঁ নমোঃ নারায়ণায় ॥ ১ ॥ শ্রীরামমন্ত্রাঃ। রাং রামায় নমঃ ॥ ১ ॥ ক্লীং রামায় নমঃ ॥ ২ ॥ হ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐং রামায় নমঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীং রামায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ রামায় নমঃ ॥ ৬ ॥ রাম ॥ ৭ ॥ ওঁ রাম ॥ ৮ ॥ হ্রীং রাম ॥ ৯ ॥ শ্রীং রাম ॥ ১০ ॥ ক্লীং রাম ॥ ১১ ॥ ঐং রাম ॥ ১২ ॥ রাং রাম ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ১ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ক্লীং ॥ ৫ ॥ ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বালগোপালমন্ত্রাঃ। কৃঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥ ক্লীং কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৭ ॥ গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লীং গ্লৌং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ বাসুদেবমন্ত্রাঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ১ ॥ শিবমন্ত্রাঃ ॥—হৌং ॥ ১ ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥ ২ ॥ ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ শ্যামা-মন্ত্রাঃ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১ ॥ ক্রীং ॥ ২ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ॥ ৩ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৫ ॥ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৬ ॥ ক্রীং ক্রীং হূং ॥ ৭ ॥ ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্রীং হুং হ্রীং ॥ ৯ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥ ১০ ॥ তারামন্ত্রঃ। হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ১ ॥ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ স্বাহা ॥ ২ ॥ শ্রীঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৩ ॥ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৪ ॥ হ্রীং স্ত্রীং শ্রীঁ হুং ফট্ ॥ ৫ ॥ জগদ্ধাত্রীদুর্গামন্ত্রাঃ দূং ॥ ১ ॥ হুং দূং স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং দূং ফট্ ॥ ৩ ॥ স্ত্রীং দূং স্বাহা ॥ ৪ ॥ শ্রীং দূং ফট্ ॥ ৫ ॥ ঐং দূং ফট্ ॥ ৬ ॥ ওঁ দূং ফট্ ॥ ৭ ॥ ক্লীং দূং ফট্ ॥ ৮ ॥ নৃসিংহ। ক্ষ্রৌং ॥ ১ ॥ জয় জয় শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ২ ॥ ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে ষোড়শ পটল।

প্রাতঃ কৃত্য।

রজনীর শেষে যখন অরুণোদয় হইবে তখন গাত্রোত্থান করিয়া নারায়ণকে স্মরণ পূর্ব্বক তৎসাময়িক মঙ্গলজনক বাক্য সকল যাহা মহাদেব কহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিবে। যথা;—ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥ প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ বিষ্ণুর ষোড়শ নাম।—ওঁ ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং। যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে। দুঃস্বপ্নেষু চ গোবিন্দং সংঙ্কটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং। এতানি ষোড়শ নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

তৎপরে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে গুরুর ধ্যান করিবে। যথা;—শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতস্বরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং॥ অর্থাৎ মস্তকোপরি সহস্রদলপদ্মে আসীন আছেন, তাহার শ্বেতবর্ণ, দুই হস্ত, এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয়, গলদেশে শ্বেত মাল্য, শরীরে শ্বেত চন্দনের অনুলেপন, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান, স্ববামস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান আছেন।

পরে গুরুকে মানসোপচারে পূজা, ঐং মন্ত্র মনে মনে জপ এবং প্রণাম করিয়া গুরুকে নমস্কারের মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার নমস্কার করিবে।—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান, সেই গুরুকে নমস্কার করি। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা, উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

পরে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবে, এবং উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, তাঁহার দেহপ্রভায় নিজ শরীর পরিব্যাপ্ত এইরূপ চিন্তা করত, পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া ইষ্ট-দেবতার মন্ত্র জপ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে পাঠ করিবে, যথা ;—লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং। তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাং। কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং। তামুত্থায

নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ পরে, নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ, বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করত ভূমিতে অগ্রে বামপাদ ফেলিয়া, বহির্দ্দেশে গমন করিবে।

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যোদেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ। নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥ প্রাতঃকৃত্য না করিয়া যদি কেহ দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সেই অর্চ্চনা শৌচবিহীন ব্যক্তির ক্রিয়ার ন্যায় বিফল হয়, অতএব প্রাতঃকৃত্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয় কল্পে সপ্তদশ পটল।

বিন্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ ও দন্তধাবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক গাত্রোত্থানানন্তর প্রথমে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিবে। ষ্ঠীবন-উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত মৌনী ও সমাহিত হইয়া

মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ। উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ। অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবং। তৎপ্রভাবপটলং ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥

অথ বিন্মূত্রোৎসর্গঃ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। নিদ্রাং জহ্যাদ্‌গৃহী রাম নিত্যমেবারুণোদয়ে। বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবনপূর্ব্বকং। অঙ্গিরাঃ। উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত আচম্য চোদকং। অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা। বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ। কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥ বিষ্ণুপুরাণং। ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর। নৈঋর্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ। ইষুপ্রক্ষেপযোগ্যদেশাদ্বহিঃ। তদ্দেশপরিমাণমাহ পিতামহঃ। মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু

বাসস্থান হইতে সার্দ্ধশত হস্তের বাহিরে শুচিদেশে ভূমির উপর তৃণ বিছাইয়া বস্ত্রাবৃত মস্তকে মূত্র মল ত্যাগ করিবে। সূর্য্য, জল, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া ও পাদুকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। পথিমধ্যে যে মনুষ্য মূত্রাদি ত্যাগ করে, তাহার আয়ুক্ষয় হয়। দিবসে উত্তরাভিমুখে, রাত্রিতে পশ্চিমাভিমুখে এবং সন্ধ্যার সময় দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। মল মূত্র ত্যাগ কালে গৃহী যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে হারের ন্যায় কিঞ্চিৎ লম্বিত করিয়া রাখিবে, কিন্তু একবস্ত্রধারী দক্ষিণকর্ণে ধারণ করিবে।

শৌচ।—বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যথাবিধানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া প্রথমে মৃত্তিকাশৌচ তৎপরে জলশৌচ করিবে। প্রথমতঃ লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে বামহস্তে দশবার

শরত্রয়ং। হস্তানাঞ্চ শতে সার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ॥ প্রত্যাদিত্যং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজং। মেহন্তি যে চ পথিষু তে ভবন্তি গতায়ুষঃ॥ আপস্তম্বঃ। ন চ সোপানৎকো মূত্রপুরীষে কুর্য্যাদিতি॥ পুরীষমূত্রোৎসর্গঞ্চ দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। পশ্চিমাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যায়াং দক্ষিণামুখঃ॥ যমঃ। কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং। বিন্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদ্ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ॥

কৃত্বা তু লোষ্ট্রশৌচঞ্চ জলশৌচং ততঃপরং। একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ। উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যাঃ পাদৌ যত্নেন শুদ্ধ্যতি। কৃত্বা শৌচমিদং বিপ্রো মুখং প্রক্ষালয়েৎ সুধীঃ। আদৌ ষোড়শগণ্ডূষৈর্ম্মুখশুদ্ধিং বিধায় চ। দন্তকাষ্ঠেন দন্তঞ্চ তৎপশ্চাৎ পরিমার্জ্জয়েৎ॥ একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাদ্বামহস্তে চতুষ্টয়ং। উভয়োর্হস্তয়োর্দ্বে তু মূত্রশৌচং প্রকীর্ত্তিতং।

এবং উভয় হস্তে সাতবার ও পদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা দিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। মৃত্তিকা শৌচ করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে। প্রথমে ষোল গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে।

মলত্যাগের পর যেমন শৌচ করিতে হয়, তদ্রূপ মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে চারিবার, এবং উভয় হস্তে ও পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। যে স্থানে শৌচ করিবে, সেই স্থান জলদ্বারা শোধন করিবে, নচেৎ দেহশুদ্ধি হইবে না। জলপাত্র হস্তে করিয়া মূত্র ত্যাগ করিবে না, করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্রতুল্য হয়। মৈথুনের পর শুচি হইতে হইলে, মূত্রশৌচের দ্বিগুণ ব্যবস্থা। এবং মৈথুনের পর মূত্রত্যাগ করিলে, মূত্রশৌচের চতুর্গুণ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দিবসে যে প্রকার শৌচ ব্যবস্থা আছে, রাত্রে তাহার অর্দ্ধেক করিবে। আতুরে তদর্দ্ধ এবং পথিমধ্যে তাহার অর্দ্ধেক করিলেই শুদ্ধি হইতে পারিবে। অনুপবীত ব্রাহ্মণ

পাদয়োর্দ্বে গৃহীত্বা চ সুপ্রক্ষালিতপাণিমান্। দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনং। যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ। ন শুদ্ধিস্তু ভবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ। করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্র-পুরীষকে। মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। মূত্রশৌচঞ্চ দ্বিগুণং মৈথুনানন্তরং যদি। মৈথুনানন্তরে শৌচং মূত্রশৌচং চতুর্গুণং। যথোদিতং দিবাশৌচমর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে। আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যাত্তদর্দ্ধন্তু পথি

ও শূদ্র এবং স্ত্রীলোক, যে পরিমাণ মৃত্তিকা লেপন করিলে দুর্গন্ধ যায়, সেই পরিমাণ মৃত্তিকা লেপন করিয়া ধৌত করিবে। মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইতে অভিলাষ করিলে, যথোক্ত বিধানের ন্যূনাধিক করা কর্ত্তব্য নহে। নিয়মের অতিক্রম করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

শ্রাদ্ধদিবসে, জন্মদিনে, বিবাহে, অজীর্ণসম্ভবে ব্রত ও উপবাস দিবসে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে না। দন্তকাষ্ঠ অভাবে এবং ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেই মুখশুদ্ধি হইবে। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্য অঙ্গুলী দ্বারা এবং মধ্যাহ্নস্নানকালে কখন দন্তধাবন করিবে না। দন্তধাবন শেষ হইলে, পুনরায় ষোল গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। দেবতা সকল শুচি ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগমন করেন। রাক্ষস ও দুষ্টাচারিগণ শুচি ব্যক্তি হইতে ভীত হয়। শৌচবিহীন ব্যক্তির স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ,

স্মৃতং। নো যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা। গন্ধলেপক্ষয়করং তেষাং শৌচং প্রকীর্ত্তিতং। ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমভীপ্সতা। প্রায়শ্চিত্তং প্রযুঞ্জোত বিহিতাতিক্রমে কৃতে।

শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেঽজীর্ণসম্ভবে। ব্রতে চৈবোপবাসে চ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং। অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে। ত্যক্ত্বা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং। মধ্যাহ্নে স্নানকালে তু যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ। পুনঃ ষোড়শগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ। শুচিং দেবা হি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমন্বিয়ুঃ। শুচের্বিভ্যতি রক্ষাংসি যে চান্যে দুষ্টচারিণঃ। স্নানং

মন্ত্রজপ, কর্ম্ম, বিধি, নিয়ম, মঙ্গলাচার সমস্তই নিস্ফল হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক যথাবিধানে শুচি থাকা কর্ত্তব্য।

তৎপরে পবিত্র বসন ও উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক পাদ-প্রক্ষালন করিবে। পাদপ্রক্ষালন—দৈবকার্য্যে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরমুখ, পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখ, এবং অন্যান্য কার্য্যে পশ্চিম মুখ হইয়া পদদ্বয় ধৌত করিবে। প্রথমে বামপাদ ধৌত, পরে দক্ষিণপাদ ধৌত করিবে। এইরূপ পাদ ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণ গায়ত্রী দ্বারা এবং শূদ্র এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা;—ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ। বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং। গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখাযুক্তং করো-ম্যহং॥ পরে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য। যিনি রোগাদি জন্য অশক্ত হইবেন, তিনি অশিরস্ক স্নান কিম্বা আর্দ্রবস্ত্র

দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়া। মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিস্ফলাঃ।

কৃত্বা শৌচং শুচির্ব্বিপ্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী। প্রক্ষাল্য পাদমাচম্য প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ। উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ। সব্যং পাদং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তীতিপারস্করঃ। কৃত্বাথ শৌচং প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ মৃজ্জলৈঃ। নিবদ্ধশিখ আসীনো দ্বিজ আচমনঞ্চরেৎ। গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈর্ঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। ঝুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। প্রাতঃস্নানং ততঃ কৃত্বা সংক্ষেপেণ যথোদিতং। সন্ধ্যাঞ্চাপি তথা কুর্য্যাৎ নিত্যনৈমিত্তিকে তথা। আতুরাণাস্তু। অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ চ কর্ম্মিণাং।

দ্বারা দেহমার্জ্জন করিবেন। স্নানের বিশেষ বিবরণ, স্নান প্রকরণ দেখ।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে অষ্টাদশ পটল।

সন্ধ্যাবিধান।*

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিব তত্ত্বায় স্বাহা, বলিয়া তিনবার আচমন† করিবে। পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী তোমরা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান কর, ইহা বলিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ। তদশক্তাবার্দ্রবাসসা গাত্র মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ। তদনন্তরং সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ।

* দিবারাত্রির সন্ধি সন্ধ্যাদ্বয়ের মুখ্যকাল॥ প্রাতঃসন্ধ্যার কাল প্রথম দুই দণ্ড। মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল অষ্টম মুহূর্ত্ত এবং সায়ংসন্ধ্যার কাল সূর্য্য অর্দ্ধাস্ত হইতে দুই দণ্ডকাল॥ প্রাতঃসন্ধ্যা অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ নক্ষত্র থাকিতে আরম্ভ করিবে॥ সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্য অর্দ্ধাস্ত হইলে আরম্ভ করিবে এবং মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে॥ পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উত্তরমুখ হইয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে॥

† আচমন।—উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখে বসিয়া জানুদ্বয় মধ্যে করদ্বয় করিয়া দ্বিজ ব্রাহ্মতীর্থ এবং স্ত্রী-শূদ্র দেবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে॥ বৃদ্ধাঙ্গুলী মূলে ব্রাহ্মতীর্থ সমস্ত অঙ্গুলী অগ্রে দেবতীর্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূলে প্রজাপতি তীর্থ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যে পিতৃতীর্থ॥ ফেণা বুদ্বুদরহিত আচমনীয় জল

ঐ জল হইতে তিনবার জলবিন্দু কুশ অথবা অঙ্গুলী দ্বারা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, সাতবার নিজ মস্তকে দিবে। পরে ষড়ঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, বামহস্তে কিছু জল লইয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা, তাহা আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং মন্ত্র অর্থাৎ ঈশান, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বহ্নি এই পাঁচ দেবতার বীজমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত, বামহস্ত স্থিত ঐ জল হইতে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া গলিত জলবিন্দু তত্ত্ব মুদ্রা দ্বারা, সাতবার মস্তকে ছিটা দিবে, এবং অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া, তেজোরূপ ধ্যান করত, ঐ জল বাম নাসাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহস্থ পাপ সকল ধৌত পূর্ব্বক সেই জলকে, পাপ পুরুষ রূপ. (ইহার আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন, খড়্গচর্ম্মধারী ও ক্রোধনস্বভাব, ইহার অবস্থান অধোমুখে বাম কুক্ষিতে।) চিন্তা করিবে। পরে দক্ষিণ নাসাদ্বারা রেচন করত কল্পিত বজ্রশিলার উপর ফট্ মন্ত্রে পাপ পুরুষ রূপ সেই জল ফেলিয়া দিবে। তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার আচমন পূর্ব্বক ওঁ ঘৃণি ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যকে জল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া, গায়ত্রী

ব্রাহ্মণের হৃদ্‌গত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠগত বৈশ্যের তালুগত এবং স্ত্রী-শূদ্রের ওষ্ঠপ্রান্তগত হইলে আচমন সিদ্ধ হইবে। গোকর্ণের ন্যায় হস্ত করিয়া ইহার দ্বারা দ্বিজ জল গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাকে মোচন করিয়া তিনবার জলপান করিবে। এমন পরিমাণ জল লইবে, যাহাতে একটীকলাই মগ্ন হয়। এইরূপ

দ্বারা দেবতার উদ্দেশে তিন বার জল দান পুরঃসর দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। এই রূপ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার সন্ধ্যা করিবে। যদি কেহ অশক্ত হয়, সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে, অর্থাৎ দেবতাকে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে।

* গায়ত্রীর ধ্যান। প্রাতঃসন্ধ্যায়। উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে। (উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ, পুস্তক ও জপ মালা ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন) মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ (শ্যামবর্ণা চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের উপর বিরাজ করিতেছেন)। সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং।

জল তিনবার পান করিবে। যে পাত্রের জলে পদ ধৌত করিবে, সেই পাত্রের অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে না। যদি কখন আবশ্যক হয় তবে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া আচমন করিবে। কাঁশা লৌহ রাং সীশ, ও পিত্তল পাত্রে আচমন করিবে না।

* যাহা গান করিলে গায়কের উদ্ধার হয়, তাহাকে গায়ত্রী কহে মহাপাতকযুক্তোঽপি প্রজপেদ্দশধা যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তোভবতি তৎক্ষণাৎ॥ গায়ত্রী দশবার জপ করিলে, মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী। তান্ত্রিক গায়ত্রীতে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার আছে। অন্নদাকল্পে। মোচনী সর্ব্বপাপানাং শোষণী সকলাপদাং। দারিদ্র্যদমনী নিত্যং সুখমোক্ষপ্রদায়িনী। সর্ব্বজপা

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ (তিনি গায়ত্রীরূপা শ্বেতবর্ণা শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে বৃষের উপরি বিরাজ করিতেছেন। তিনি বরদা, ত্রিনেত্রা এবং হস্তে বর পাশ শূল ও নরকপাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) এইরূপ তিন সন্ধ্যাতে পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। সন্ধ্যা না করিলে দীক্ষার ফল লাভ হয় না। অতএব সন্ধ্যা অবশ্য করিবে। যথা সময়ে সন্ধ্যা না করিলে সন্ধ্যা পতিত হয়, সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যা করিবে ॥

দেবতার গায়ত্রী।

বিষ্ণু। ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

গায়ত্র্যাঃ পাপং দিনকৃতং হরেৎ। দশধা প্রজপান্নৃণাং দিবারাত্রৌঘমেব চ॥ শতধা চ জপাচ্চৈবং পাপং মাসার্জ্জিতং পরং। সহস্রধা জপাচ্চৈবং কল্মষং বৎসরার্জ্জিতং। লক্ষজন্মকৃতং পাপং শতলক্ষো বিনশ্যতি ॥ সর্ব্বপাপধ্বংসিনী ও সকলবিপদবিনাশিনী এবং সুখ ও মুক্তিদায়িনী গায়ত্রী দেবীকে একবার মাত্র জপ করিলে, একদিনের পাপক্ষয় হয়, দশবার জপ করিলে, এক দিবা রাত্রির, শতবার জপে একমাসের, সহস্র বার জপে একবৎসরের, লক্ষবার জপে এক জন্মের, দশলক্ষ জপে তিন জন্মের এবং শতলক্ষজপে সকল জন্মের পাপ ধ্বংস হয় ॥ প্রাতঃকালে সর্পফণাকার উত্তানকর, মধ্যাহ্নে তির্য্যক্কর ও সায়াহ্নে অধোমুখকর করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

গোপাল। কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম। দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহ। বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য। আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

শক্তি। সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

দুর্গা। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

জয়দুর্গা। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী। মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতী। বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কালী। কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

তারা। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

জগদ্ধাত্রী। দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

ভুবনেশ্বরী। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

মহিষমর্দ্দিনী। মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা। ভগবত্যৈ বিদ্মহে মহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয়কল্পে ঊনবিংশ পটল।

গায়ত্রীর অর্থ—আমরা (যে দেবতার গায়ত্রী সেই দেবতা) তাঁহাকে অবগত হইবার জন্য তাঁহার ধ্যান করি, সেই দেবতা আমাদিগকে তাহাতেই বিনিযুক্ত করুন॥

স্নান প্রকরণ।

স্নান না করিয়া জপ পূজাদি করিবে না। স্নান ব্যতীত দেহের ও মনের নির্ম্মলতা অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি হয় না। স্নান সপ্ত প্রকার যথা,—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস স্নান। আপোহিষ্টা ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা

পুষ্করিণী বা দিঘিতে স্নান করিতে হইলে, উহা হইতে পাঁচটী মৃৎপিণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে। তাহা না করিয়া স্নান করিলে, স্নান বৃথা হয় এবং যাহার জলাশয় তাহার পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥

স্নানকে মান্ত্র স্নান কহে, পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা দেহ মার্জ্জন বা তিলক ধারণ রূপ স্নান ভৌমস্নান, ভস্ম দ্বারা স্নান, আগ্নেয়, গোরজ দ্বারা স্নান, বায়ব্য, আতব বর্ষণ দ্বারা স্নান, দিব্য, মন্ত্রশূন্য অবগাহন স্নান, বারুণ, বিষ্ণুচিন্তন মানস স্নান। শরীর অশক্ত হইলে অশিরস্ক স্নান কিম্বা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা দেহ মার্জ্জন অথবা ঐ সপ্তবিধ স্নানের যে কোন প্রকার স্নান করিয়া শুচি হইবে। শক্ত অর্থাৎ অরোগী ব্যক্তি নদ্যাদি গমনপূর্ব্বক প্রথমে মল নিরাকরণ জন্য স্নান করিয়া নাভি প্রমাণ জলে অবস্থিতি করিয়া আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা, বলিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নান-মহং করিষ্যে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া, গঙ্গে চ যমুনে চৈব, ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া জল অমৃতীকরণ এবং কবচমুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিবে। পরে ফট্ বলিয়া সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশ-বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সূর্য্যাভিমুখে বার অঞ্জলি জল ফেলিয়া ইষ্টদেবের চরণনিঃসৃত জল মধ্যে তিনবার

নদ্যাদিতে স্নান করিতে যাইলে নদী বলিয়া প্রয়োগ করিবে না। গঙ্গাদি নাম উল্লেখ করিবে॥ নদীলক্ষণং। ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে। ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অষ্টক্রোশ যাহার গতি নয়, তাহাকে নদী বলা যায় না। উহারা গর্ত্ত নামে অভিহিত। গঙ্গাতে স্নান করিতে হইলে গঙ্গাদেবীর ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য। ধ্যান

নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে কলসমুদ্রায়, তিনবার আপন মস্তকে অভিষেক করিবে। অভিষেকমন্ত্র যথা,—মূলমন্ত্রের অন্তে, নমঃ বলিয়া, অমুকদেবতামহমভিষিঞ্চামি। তৎপরে তর্পণ,—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ, গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং, পরমেষ্ঠিগুরুং, প্রত্যেকের পর তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া উল্লেখ করিবে। পরে ইষ্ট দেবের তর্পণ করিবে। যথা,—মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুকদেবতাং কিম্বা দেবীং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। পরে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া গায়ত্রীর জপ ও ধ্যান করিবে, তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে, দেবতার রূপ ভাবনা করত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সংহারমুদ্রায়, নিজ হৃদয়ে দেবতাকে স্থাপন করত তীর্থ নমস্কার করিয়া গমন করিবে।

তিলকধারণ,—স্নাত্বা স্নাত্বা মহাপূতঃ কুর্য্যাত্তু তিলকং বুধঃ। বাহ্বোর্মূলে ললাটে চ কণ্ঠদেশে চ বক্ষসি। স্নানং দানং তপো হোমং দৈবঞ্চ পিতৃকর্ম্মসু। তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি ললাটে তিলকং বিনা।

—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শুক্লাম্বরবিভূষিতাং। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিসেবিতাং॥ ধ্যান করিয়া হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করত জলধারা পূজা করিবে। তাহা হইলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়॥ যা গঙ্গা মহতী মায়া কুণ্ডলী পরকুণ্ডলী। সা গঙ্গা পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। নানা নদনদীরূপা সর্ব্বং ব্যাপ্য হি তিষ্ঠতি॥ গঙ্গাদেবী নানা নদনদীরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। যত্র ক্ষেত্রে নদী দেবী আয়ামে যোজনাৎ প্রিয়ে। সা গঙ্গা চঞ্চলাপাঙ্গি কিঞ্চিন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। ন হি গঙ্গাসমং পুণ্যং মম জ্ঞানে

স্নানের পর বাহুদ্বয় মূলে, ললাটে, কণ্ঠে এবং বক্ষঃস্থলে তিলক ধারণ করিবে। তিলক ধারণ না করিয়া দৈব ও পিতৃকার্য্যাদি করিলে কোন ফলোদয় হয় না। জলে অবস্থিত হইয়া দৈবকার্য্য করিলে জল দ্বারা তিলক করিবে। মৃত্তিকা ও চন্দনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্র ও শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবেন।

তর্পণ—মাস্তিক্যভাবাদ্‌যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ। পিবন্তি দেহনিস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ। নিস্রাবং রুধিরম্‌।

যে তর্পণ না করে; পিতৃগণ তাহার রুধির পান করেন। জলে তর্পণ করিতে হইলে, জল হইতে প্রাদেশ প্রমাণ জল উদ্ধৃত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে এবং স্থলে উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, পাত্র হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া পবিত্র পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে। ভূমিতে ক্ষেপণ করিতে হইলে কুশরহিত স্থানে ত্যাগ করিবে না। স্থলে তর্পণ করিতে হইলে, প্রাগগ্রকুশে দেবগণের ও দক্ষিণাগ্রকুশে পিতৃগণের তর্পণ করিবে॥

হি বিদ্যতে॥ যে নদীর বিস্তার এক যোজন তাহাকেই গঙ্গা বলা যায়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গঙ্গার তুল্য পুণ্যক্ষেত্র আর নাই॥ যোগিনী তন্ত্রে।—মাহাত্ম্যং কিমু বক্ষ্যামি গঙ্গায়াশ্চ সুরেশ্বরি। যন্নামস্মরণাদেব পাপিনো মুক্তিভাগিনঃ। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ পাপিনামপি পাতকী। তেষাঞ্চ পাতকং হিত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং পুরীং। হে সুরেশ্বরি, গঙ্গার মাহাত্ম্য, আর কি বলিব? যাঁহার নাম স্মরণমাত্র পাপিগণ মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা মুখে বলে, সে মহাপাতকী হইলেও তাঁহার পাপ

তান্ত্রিক তর্পণের পর দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, মনুষ্য যক্ষ নাগ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির তর্পণ করিবে। যথা—ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। (পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥ (পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা। (সামবেদী পশ্চিমাভিমুখ ও যজুর্ব্বেদী উত্তরাভিমুখ হইয়া উত্তরীয় বস্ত্র মালাবৎ করিয়া বিপরীত ক্রমে দুই অঞ্জলি জল দিবে)।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং।

সকল ধ্বংস হইয়া সে বৈকুণ্ঠে গমন করে। যত্র দেশে বহেদ্গঙ্গা স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ। পুণ্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং পবিত্রং যোজনদ্বয়ং॥ তত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ। গঙ্গায়াং যৎ কৃতং দেবী তদক্ষয়ফলং লভেৎ॥ যে দেশে গঙ্গা প্রবহমানা সে দেশ পুণ্যশালী এবং গঙ্গাতীর হইতে দুই যোজন পর্য্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত। গঙ্গাতে পুণ্যকর্ম্ম করিলে যেমন অক্ষয়ফল লাভ হয়, ঐ যোজনদ্বয় মধ্যে কর্ম্ম করিলে তদ্রূপ ফল হয়।

ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং॥ (পূর্ব্বাভিমুখ উত্তরীয় বামস্কন্ধে রাখিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে)।

ওঁ অগ্নিস্বত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব। ইত্যাদি ক্রমে সৌম্যাঃ—হবিষ্মন্তঃ—উষ্মপাঃ—স্বকালিনঃ— বর্হিষদঃ—আজ্যপাঃ। (দক্ষিণাভিমুখ হইয়া বিপরীত উত্তরীয় করিয়া প্রত্যেককে একাঞ্জলি জল দিবে)

দক্ষিণাভিমুখে যমতর্পণ।—নমো যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। (তিন অঞ্জলি জল দিবে)

দক্ষিণাভিমুখে পিতৃতর্পণ।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমঃ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিং। বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলগঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ। (এই মন্ত্রে যজুর্ব্বেদী তর্পণ করিবে,) বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা (এই মন্ত্রে সামবেদী তর্পণ করিবেন)। (সামান্য জলে সতিলোদকং বলিবে) এবং পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ ও মাতামহাদি ত্রয় মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী,

চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বদিনে তৈল ম্রক্ষণ করিবে না।

পুষ্যে বা জন্মনক্ষত্রে ব্যতীপাতে চ বৈধৃতৌ। অমাবস্যাং নদীস্নানং দহত্যাজন্মদুষ্কৃতং॥ পুষ্যানক্ষত্রে জন্মনক্ষত্রে ব্যতীপাতযোগে, বৈধৃতিযোগে, অমাবস্যাতে নদীস্নান করিলে জন্মাবধি কৃতপাপ নষ্ট হয়॥ নদীতড়াগ-

(প্রত্যেকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।) এবং পরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী (প্রত্যেকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ভীষ্ম তর্পণ।—বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে। (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

প্রার্থনা মন্ত্র।—ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং। (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ। (এক অঞ্জলি জল দিবে।)

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিমুনিমানবাঃ তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥ (তিন অঞ্জলি জল দিবে।)

সম্ভূতং বাপীকূপহ্রদোদ্ভবং। গঙ্গোদকং ভবেৎ সর্ব্বং শঙ্খেনৈব সমুদ্ধৃতং। দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রেঽপ্যৌড়ম্বরে স্থিতং। উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা হৃষ্টমানসঃ। তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।

নদী, তড়াগ, বাপী, কূপ, হ্রদ ইহাদের জল তাম্র ও শঙ্খ পাত্রস্থ করিলে গঙ্গাজল তুল্য হয় এবং এই জল মস্তকে দিলে তৎক্ষণাৎ পাপ সকল নষ্ট হয়। ক্ষেত্রস্থমুদ্ধৃতং বাপি শীতমুষ্ণমথাপি বা। গাঙ্গং পয়ঃ পুনাত্যাশু পাপমামরণান্তিকং॥ ক্ষেত্রস্থ কিম্বা উদ্ধৃত শীতল বা উষ্ণ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করিলে আমরণান্তকৃত পাপ নষ্ট হয়॥

যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত তর্পণ করিতে না পারিবেন, তিনি এই সংক্ষেপ তর্পণ করিবেন;—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সতিলগঙ্গোদকং জগৎ তৃপ্যতু। (এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে)।

তৎপরে জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন জলে তর্পণ করিবে। যথা—নমো, যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

তর্পণের পর প্রণাম—নমঃ, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ।

মন্দিরং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞ ইত্যাহ হরিরেব চ। বিনা পাদৌ চ প্রক্ষাল্য স্নাত্বা বিশতি মন্দিরং। তস্য স্নানাদিকং নষ্টং জপহোমঞ্চ পঞ্চমং। পরিধায় স্নিগ্ধবস্ত্রং গৃহঞ্চ প্রবিশেদ্গৃহী। রুষ্টা লক্ষ্মী গৃহাদ্‌যাতি শাপং দত্ত্বা সুদারুণং।

যোগিনীতন্ত্রে।—গঙ্গায়াং তর্পণং দেবি পুণ্যবান্ যঃ সমাচরেৎ।: মহাতৃপ্তির্ভবেৎ সত্যং পিতৃণাঞ্চ শতাব্দিকী। ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ তথৈব সমুদাহৃতং॥ গঙ্গাতে তর্পণ করিলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ মহাতৃপ্তিলাভ করেন॥ তিলদর্ভৈশ্চ সংযুক্তং স্বধয়া যৎ প্রদীয়তে। তৎ সর্ব্বমমৃতীভূয় পিতৃনামুপতিষ্ঠতে। কুশ সংযুক্ত তিল জল পিতৃলোককে প্রদান করিলে উহা অমৃত হইয়া পিতৃগণকে উপস্থান করে; রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং। রবিবার শুক্রবার দ্বাদশী শ্রাদ্ধদিন সপ্তমী এবং জন্মদিনে তিলতর্পণ করিবে না। নিষিদ্ধদিনমাসাদ্য যঃ কুর্য্যাত্তিলতর্পণং। রুধিরং তদ্ভবেত্তোয়ং দাতা চ নরকং ব্রজেৎ। নিষিদ্ধ দিনে যে তিলতর্পণ করে ঐ জল রুধিরতুল্য হয় এবং তর্পণকারীও নরকে গমন করে। তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত-

উপবিশ্যাসনে ব্রহ্মন্নাচম্য সাধকঃ শুচিঃ। পূজাং কুর্য্যাত্তু তন্ত্রোক্তং ভক্তিযুক্তো হি সংযতঃ। পাদ প্রক্ষালন না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে না। কারণ, তাহা হইলে লক্ষ্মী কুপিতা হইয়া শাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। এবং তাহার স্নান জপ পূজাদি সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হয়। পাদপ্রক্ষালনের পর পবিত্র বসন ও যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক যথোক্ত বিধানে পূজা করিবে।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয় কল্পে বিংশতি পটল।

পক্ষকে। নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রিতং। তীর্থস্থানে ও বিশেষ তিথিতে গঙ্গাতে প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধদিনেও তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। বিশেষতস্তু জাহ্নব্যাং সর্ব্বদা তর্পয়েৎ পিতৄন্। এতত্তু নিষিদ্ধদিনে তিলতর্পণবিধায়কং। বিশেষ, গঙ্গাতে তিলতর্পণ করিবে, ইহাতে কোন কাল বিচার করিতে হইবে না। নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্ব্বং স্নানবস্ত্রন্তু তর্পণাৎ নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবৈর্মহর্ষিভিঃ। তর্পণ না করিয়া যে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ দেবতা ও ঋষিগণ সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

সাধারণ পূজা।

আচমন করিয়া পূর্ব্ব মুখে, কিম্বা উত্তর মুখে, আসনে উপবেশন করিবে, পরে আপনার বামেতে, ভূমির উপর, ত্রিকোণ মণ্ডল, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, ঐ মণ্ডলোপরি ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া, গন্ধ পুষ্প অথবা

অক্ষত দ্বারা, পূজা করিবে, ফট্ মন্ত্রে কোশা ধৌত করিয়া মণ্ডলোপরি রাখিবে। নমঃ বলিয়া জল দ্বারা কোশা পূরণ করত, তদগ্রে আতপ তণ্ডুল, দুর্ব্বা ও গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। পরে গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে জলের উপর গন্ধ পুষ্প দিবে, এবং ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া, ওঁ মন্ত্র ঐ জলের উপর দশবার জপ করিবে। তৎপরে ফট্ মন্ত্রে কোশার জল দ্বারা দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিবে, এবং ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। শক্ত হইলে প্রত্যেক দ্বারদেবতার নামোল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। যথা—ঊর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। দক্ষিণশাখায়াং ওঁ বিঘ্নায় নমঃ। বামশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। উভয়পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ এইরূপে ক্রমে চতুর্দ্দ্বারে দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে। ইতি সামান্য অর্ঘ্যস্থাপন।

তৎপরে দিব্য দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে অবলোকন পূর্ব্বক দিব্য বিঘ্ন সকল দূর করত জলধারা দ্বারা স্বদেহ বেষ্টন পূর্ব্বক ভূমিতে বামপার্ষ্ণি (গোড়ালি) আঘাত দ্বারা ভূমি সম্বন্ধীয় বিঘ্ন সকল দূর করিবে। পরে ফট্ মন্ত্র সাতবার তণ্ডুলোপরি জপ করত নারাচ মুদ্রায় তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। এই মন্ত্র বলিয়া তণ্ডুল পূজার স্থানে ছড়াইয়া দিবে। ইতি বিঘ্নোৎসারণ।

ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন পূজা করিয়া আসন ধারণ পূর্ব্বক বলিবে—(১) আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥ তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, এইরূপ বলিয়া নমস্কার করিবে। ইতি আসনশুদ্ধি।

একটী পুষ্প লইয়া দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ফট্ মন্ত্রে ভুমিতে নিক্ষেপ করত, মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা, বাম করতলে, ক্রমশ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটী শব্দ করিয়া, তুড়ি দ্বারা দশদিগ্ বন্ধন করিবে। ইতি করশুদ্ধি তালত্রয় ও দিগবন্ধন।

রং মন্ত্রে জলধারা দ্বারা, নিজ দেহ বেষ্টন করত, বহ্নি রূপ চিন্তা করিয়া, ভূতশুদ্ধি করিবে। যথা—উত্তান করতলদ্বয়, স্বীয় ক্রোড়দেশে রাখিয়া, সোঽহং মন্ত্রে জীবাত্মাকে, কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করত পরমশিবে সংযোজিত করিয়া, তাহাতে পৃথিব্যাদি ২৪ তত্ত্ব (২) বিলীন ভাবনা

---

(১) আসন মন্ত্রের মেরুপৃষ্ঠঋষি সুতল ছন্দ কূর্ম্ম দেবতা আসনোপবেশনে প্রয়োগ করিবে। হে পৃথিবী তুমি সমস্ত লোককে ধারণ করিয়াছ। এবং তোমাকে বিষ্ণু ধারণ করিয়াছেন। সেই রূপ তুমি আমাকে ধারণ কর এবং আসন পবিত্র কর।

(২) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ,

করিবে ; পরে যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ু বীজ, বাম নাসায় চিন্তা করত, (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, উভয় নাসা (অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক) ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ করিয়া, পাপময় দেহ শুষ্ক করত, ঐ বীজ (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা, বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। রং রক্তবর্ণ বহ্নি বীজ দক্ষিণ নাসাতে চিন্তা করত, (কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসা ধারণ পূর্ব্বক) বাম হস্তে ১৬ বার, ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া উভয় নাসা ধারণ করত, ৬৪ বার জপ দ্বারা বায়ুরোধ পূর্ব্বক পাপময় দেহ দগ্ধ করত, ঐ বীজ (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করিয়া) ৩২ বার জপ করিতে করিতে, বাম নাসায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ঠং শুক্লবর্ণ চন্দ্র বীজ বাম নাসায় চিন্তা করত, ১৬ বার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে, বাম নাসা দ্বারা, বায়ু আকর্ষণ করিয়া ললাটদেশে চন্দ্রকে লইয়া, উভয় নাসিকা ধারণ পূর্ব্বক, বং বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত বারিতে মাতৃকাময় সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ দ্বারা, দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করত,

নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

দক্ষিণ নাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। ইতি ভূত-শুদ্ধি। (১)

পরে স্বীয় হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আং সোঽহং এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

মাতৃকান্যাস। (২) অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দো, মাতৃকা সরস্বতীদেবতা, হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। ইতি মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদিন্যাস।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাস।

(১) শরীর আকার ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়। সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি যথা—স্বীয় হৃদ্‌কমলে জীবাত্মাকে এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া সুষুম্না বর্ত্মে পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে।

(২) এই মাতৃকার ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রীছন্দ, দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ সকল শক্তি এবং বিনিয়োগ মাতৃকান্যাসে কীর্ত্তন করিবে।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাস। মাতৃকান্যাস সমাপ্ত।

অন্তর্মাতৃকান্যাস।*—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ।

---

* মাতৃকাবর্ণ। মনুষ্য শরীরে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, লিঙ্গমূলে, মূলাধারে ও ভ্রূমধ্যে এই কয়েক স্থানে ছয়টী পদ্ম আছে। ঐ সমস্ত পদ্মেতে মাতৃকাবর্ণ আছে। যথা—কণ্ঠস্থিত আজ্ঞাখ্য ষোড়শদল পদ্মে অ, আ ইত্যাদি ১৬টী স্বরবর্ণ আছে। হৃদয়স্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত ১২টী বর্ণ, নাভিমূলে মণিপূর নামক দশদল পদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল পদ্মে ব হইতে ল পর্য্যন্ত মূলাধারে আধার নামক চতুর্দ্দল পদ্মে ব হইতে স পর্য্যন্ত এবং ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধ নামক দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ আছে। এই পদ্ম সমুদয়কে বৈজ্ঞানিক দিব্য মার্গ কহে। ইহা দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করা যায়। ঐ সমস্ত পদ্ম কিপ্রকারে সন্নিবেশিত আছে ও তদ্বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কথিত হইতেছে।

মনুষ্য শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধান। তাহাদের নাম, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই নাড়ীত্রয় মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বামদিকে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা শুক্লবর্ণা শক্তিরূপা ও অমৃতময়ী ইড়ানাড়ী। দক্ষিণ দিকে সূর্য্যাধিষ্ঠিতা দাড়িমকুসুমবর্ণা পুরুষরূপা ও বিষময়ী পিঙ্গলানাড়ী। মধ্যে অগ্ন্যধিষ্ঠিতা সর্ব্বতেজময়ী ও বহুরূপিণী সুষুম্নানাড়ী। ইহারা সকলে মূলাধার হইতে

কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ। ডং নমঃ

ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে বজ্রা নাড়ী, তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী ও সর্ব্বদেবময়ী চিত্রানাড়ী এবং চিত্রা নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী। ইহা লূতাতন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্মা ও বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বলা। এই নাড়ীতে মূলাধার পদ্মাদি সহস্রদল পদ্মান্তর্গত পদ্ম সমুদয় বিদ্যমান আছে।

মূলাধার অর্থাৎ মেঢ্রের নিম্নে ও গুহ্যের উপরিভাগে আধার নামক রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল পদ্ম আছে। ইহার চতুর্দ্দলে ব শ ষ স এই চারিটী মাতৃকা-বর্ণ রহিয়াছে। এই বর্ণ চতুষ্টয় উজ্জ্বল ও সুবর্ণ সদৃশ। এই পদ্মমধ্যে উদ্দীপ্ত অষ্টশূলদ্বারা বেষ্টিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথ্বী চক্র ও পৃথ্বী বীজ লং আছে। তাহার ক্রোড়ে বসিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন। এই স্থানে রক্ত-বর্ণা চতুর্ভুজা ডাকিনী-দেবী আছেন। এই পদ্মমধ্যে একটী ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, ইহার তিন দিকে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইহাতে কন্দর্প নামক বায়ু বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বশরীরে ভ্রমণ করিতেছে। উক্ত ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু অধোমুখে অবস্থান করিতেছেন। যাহার দেহকান্তি উদয়কালীন শারদেন্দু সদৃশ উজ্জ্বল। ঐ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ঊর্দ্ধদেশে কোটি বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমতী ও মৃণালতন্তু সদৃশ অতি সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। যিনি সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বারকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন। সাধক এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হংসঃ এই মন্ত্রে প্রবোধিত করিয়া শ্বাস সংযমন পূর্ব্বক একাগ্র মনে ধ্যান করিবে।

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক অরুণবর্ণ ষড়দল পদ্ম আছে। ইহার ষড়-দলে তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল ব ভ ম য র ল এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। পদ্মমধ্যে শুক্লবর্ণ বরুণচক্র, তন্মধ্যে বরুণবীজ বং আছে। ঐ বং বীজের ক্রোড়ে চতুর্ভুজধারী নারায়ণ ও নীলপদ্মসদৃশকান্তিবিশিষ্ট রাকিণী দেবী

ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ। বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ

আছেন। এই পদ্মকে ভাবনা করিলে, মোহ অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে।

নাভিমূলে মণিপূর নামক নীলবর্ণ দশদল পদ্ম আছে। ইহার দশ দলে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটী মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ দীপ্যমান বহ্নিবীজ রং স্বস্তিকাখ্য ত্রিবৃত্ত দ্বারা বিভূষিত আছে। তাহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকাল ও শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা লাকিনী শক্তি আছেন। এই পদ্মস্থিত দেবতাগণকে ধ্যান করিলে সাধক জ্ঞানানন্দ লাভ করেন। হৃদয়ে অনাহত নামক উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী দ্বাদশদল পদ্ম আছে। ইহার দ্বাদশদলে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাতৃকা-বর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ যং এবং ঐ বীজমধ্যে ঈশাননামক শিব, কাকিনী নাম্নী যোগিনী ও কোটীবিদ্যুৎসম ত্রিনয়নী ত্রিকোণশক্তি আছেন। ঐ শক্তিমধ্যে অযুত সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। এই পদ্মমধ্যে আর একটী গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম আছে। তাহাতে প্রদীপ-কলিকাকার জীবাত্মা আছেন। সাধক ইহাকে স্বীয় ইষ্টদেবময় ভাবনা করিবেন।

কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র নামক রক্তবর্ণ ষোড়শদল পদ্ম আছে। ইহার ষোড়শদলে অ আ প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে শুক্লবর্ণ আকাশের নভোমণ্ডল তন্মধ্যে আকাশবীজ হং যাহার ক্রোড়েতে অর্দ্ধ-নারীশ্বর সদাশিব ও পীতবর্ণা শাকিনী চতুর্ভুজা শক্তি আছেন। এই খানে নির্ব্বাণমুক্তির দ্বারস্বরূপ বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আছে। এই স্থানে জীবের হংসমাত্র জপকে বিশুদ্ধ করে। অর্থাৎ হং বর্ণটী পুরুষ ও সঃ বর্ণটী প্রকৃতিস্বরূপ। হংসের নাম অজপা। জীব সর্ব্বদা ইহার জপ করিতেছেন। জীব প্রকৃতি পুরুষ সংযুক্ত হইয়া এক ভাব প্রাপ্ত হইলে হংস সোহং রূপে পরিণত হয়।

লং নমঃ। বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ। হং নমঃ ক্ষং নমঃ।

ইতি অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস। (অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস মনে মনে করিবে।)

পরে সোহং হইতে স ও হ লোপ হইলে ওঁ থাকে। এই চৈতন্যস্বরূপ ওঁকারকে আত্মা হইতে অভেদ জ্ঞান করিবে।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চন্দ্রকান্তি তুল্য দ্বিদল আজ্ঞাখ্য নামক চক্র আছে। ইহার দুইটী দলে হ ক্ষ এই দুইটী মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্মমধ্যে মনঃ ও শক্তিরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রমধ্যে প্রণবাকৃতি বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমান ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষড়্মুখী হাকিনী শক্তি আছেন, যাহার ভুজচতুষ্টয়ে পুস্তক কপাল ডমরু বাদ্য ও জপমালা। এই স্থানে মন লীন হইলে সাধক পরম যোগী হয়েন।

ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ণেন্দুসদৃশবর্ণা সহস্রদল পদ্ম আছে। ইহার কেশর সমস্ত মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণ সদৃশ উজ্জ্বল। এই পদ্মের সহস্রদলে মাতৃকাবর্ণ সমস্ত রহিয়াছে। এই স্থানে পরমশিব অবস্থান করিতেছেন। ইহাকেই লোকে পরমাত্মা কহিয়া থাকে। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া ঐ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়।

ঐ সমুদায় পদ্ম অধোমুখে মুদ্রিত আছে; কিন্তু ধ্যানকালীন উর্দ্ধমুখস্থ ভাবনা করিতে হইবে। ঐ সময় কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে চৈতন্য করিতে পারিলে পদ্ম সকল উর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ পূরক দ্বারা মূলাধারে মন সংস্থাপিত পূর্ব্বক ঐ আধার পদ্মকে সঙ্কোচ করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিবে। পরে সমস্ত চক্র ও চক্রস্থ দেবতা ভেদ পূর্ব্বক সহস্রদলপদ্মমধ্যে কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে আনয়ন করিয়া পরমশিবের সহিত একীভূত চিন্তা করিবে। অনন্তর সুষুম্না পথ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। এই প্রকার প্রতিদিন ভাবনা করিলে জরামরণ প্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না।

বাহ্যমাতৃকান্যাস।—ধ্যান।* পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্ত-মুখদোঃপন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্র সকলা-মাপীনতুঙ্গস্তনীং। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে। অং নমঃ ললাটে। আং নমঃ মুখে। ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে। ঈং নমঃ বামনেত্রে। উং নমং দক্ষিণকর্ণে। ঊং নমঃ বামকর্ণে। ঋং নমঃ দক্ষিণনাসায়াং। ৠং নমঃ বামনাসায়াং। ৯ং নমঃ দক্ষিণগণ্ডে। ৡং নমঃ বামগণ্ডে। এং নমঃ ওষ্ঠে। ঐং নমঃ অধরে। ওঁ নমঃ ঊর্দ্ধদন্তে। ঔং নমঃ অধোদন্তে। অং নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে। অঃ নমঃ মুখে। কং নমঃ দক্ষিণ-বাহুমূলে। খং নমঃ কুর্পরে। গং নমঃ মণিবন্ধে। ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ঙং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রে। চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। টং নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্য-গ্রকেষু। তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ বাম-পাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে। ফং নমঃ বামপার্শ্বে। বং নমঃ পৃষ্ঠে। ভং নমঃ নাভৌ। মং নমঃ উদরে। যং নমঃ হৃদি। রং নমঃ দক্ষিণবাহুমূলে। লং নমঃ ককুদি। বং নমঃ বামবাহুমূলে। শং ন[illegible]

---

* মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদী পঞ্চাশদ্বর্ণময়, কপালে উজ্জ্বল চন্দ্র, দুই স্তন অতি স্থূল ও উচ্চ, চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণকলস এবং বিদ্যা আছে, এই প্রকার শুক্লবর্ণ প্রভাযুক্ত ত্রিনয়না বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করি।

দক্ষকরে। ষং নমঃ হৃদাদিবামকরে। সং নমঃ হৃদাদি-দক্ষিণপাদে। হং নমঃ হৃদাদিবামপাদে। লং নমঃ হৃদাদ্যুদরে। ক্ষং নমঃ হৃদাদিমুখে॥ ইতি বাহ্যমাতৃকান্যাস।

(বাহ্যমাতৃকান্যাস পুষ্পদ্বারা কিম্বা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তত্তৎস্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে।)

প্রাণায়াম। মূলমন্ত্র কিম্বা ওঁ ১৬ বার জপ দ্বারা বামনাসায়, বায়ু আকর্ষণ করিয়া,৬৪ বার জপ দ্বারা উভয় নাসা ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা, দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ ও ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা বামনাসায়, বায়ু ত্যাগ করিবে এবং পুনর্ব্বার ১৬ বার জপ দ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া ৩২ বার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু ত্যাগ করিবে। অশক্তে ৪ বার জপ দ্বারা পূরণ, ১৬ বার জপ দ্বারা কুম্ভক ও ৮ বার জপ দ্বারা রেচণ করিবে। কিম্বা ১ বার জপ দ্বারা পূরণ ৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক ও ২ বার জপ দ্বারা রেচণ করিবে। ইতি প্রাণায়াম। *

---

* অস্য নিত্যত্বমাহ স এব প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি যোগ্যতা।—আদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষপ্যশুভেষু চ। প্রাণায়াম [illegible] মন্ত্র জপ ও পূজাদি কার্য্যে অধিকার নাই। শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের আদি ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে। যিনি নিয়মপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করেন তাঁহার শরীরে কোন ব্যাধি জন্মায় না এবং তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অনিয়মে প্রাণায়াম করিলে বহুবিধ রোগ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের রেচনকালে অল্পে অল্পে বায়ু রেচন করিবে পুরণকালে অল্পে অল্পে বায়ু পুরণ করিবে এবং কুম্ভককালে ও অল্পে অল্পে কুম্ভক করিবে।

(১) পীঠন্যাস।—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (ইতি হৃদি) দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোরৌ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোরৌ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে ওঁ অজ্ঞানায নমঃ। নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (পুনরায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া) ওঁ অনন্তায নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং অন্তরা-

(১) আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ। দেবতাভাব-মাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজাযতে। যো ন্যাসকবচচ্ছন্দো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে। দৃষ্ট্বা বিঘ্নাঃ পলাযন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ। অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢত্বাৎ প্রজপেন্মনুং। সর্ব্ববিঘ্নৈঃ সবাধঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রৈ [illegible]॥

যিনি আগমোক্ত বিধানে নিত্য ন্যাস করেন তিনি দেবতাভাব প্রাপ্ত ও মন্ত্রসিদ্ধ হয়েন। যিনি ন্যাসাদি করিয়া মন্ত্র জপ করেন তাহার দর্শনমাত্র সিংহকে দেখিয়া যে রূপ হস্তী পলায়ন করে সেইরূপ সমস্ত বিঘ্ন পলায়ন করে। ন্যাসাদি না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে মৃগশিশুকে যে প্রকার ব্যাঘ্র আক্রমণ করে সেই প্রকার তাহাকে সমস্ত বিঘ্নে ব্যথিত হইতে হয়।

ত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ইতি পীঠন্যাস। (*) অঙ্গুলির নিয়ম বাহ্যমাতৃকান্যাসের ন্যায়)

পীঠশক্তিন্যাস।---সকল দেবতার এক প্রকার নয়। যে দেবতার যে পীঠশক্তি (১) তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া হৃদয়পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে ও মধ্যে ন্যাস করিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যথা—(দুর্গা-

---

(*) অনুক্তত্বাদত্র পীঠন্যাসমাতৃকান্যাসৌ ন লিখিতৌ। অন্যোক্তানাচরেৎ সম্যক্ নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্বুধঃ॥

তারা মন্ত্রে পীঠন্যাস ও মাতৃকান্যাস নাই অতএব তারা মন্ত্রে যে সকল ন্যাস উক্ত হয় নাই তাহা করিবে না।

পীঠশক্তিন্যাস মন্ত্র। (১)

ভুবনেশ্বরী ও অন্নপূর্ণা। ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ এবং বিজয়ায়ৈ, আজতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, কর্ণিকায়াং হ্রীঁ সর্ব্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ।

মহিষমর্দ্দিনী, জয়দুর্গা, ও জগদ্ধাত্রী। দুর্গামন্ত্রোক্ত পীঠশক্তিন্যাস করিয়া (যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান হইয়াছে)। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ, বলিয়া ন্যাস করিবে।

কালি। ওঁ ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মধ্যে চ মনোন্মন্যৈ তদুপরি হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

তারা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং সরস্বত্যৈ, রত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, শান্ত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ, মধ্যে হ্সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

বাগীশ্বরী। ওঁ মেধায়ৈ নমঃ এবং প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শ্রিয়ৈ, ধৃত্যৈ, স্মৃত্যৈ, বুদ্ধ্যৈ, বিদ্যেশ্বর্য্যৈ, মধ্যে বর্ণপদ্মাসনায় নমঃ।

দেবীর) আং প্রভায়ৈ নমঃ। ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ঊং জয়ায়ৈ নমঃ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ। ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ।

ঋষিন্যাস।—মহাদেব হইতে যে ঋষি মন্ত্র শ্রবণ করত তপস্যা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের আদি গুরু, তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিবে। মন্ত্র সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখাতে ইহার নাম ছন্দ। ছন্দ সকল অক্ষর

লক্ষ্মী। ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ এবং উন্নত্যৈ, কান্ত্যৈ, সৃষ্ট্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, সন্নত্যৈ, বুদ্ধ্যৈ, উৎকৃষ্ট্যৈ, ঋদ্ধ্যৈ। ততঃ শ্রীকমলাসনায় নমঃ।

গণেশ। ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ জ্বালিন্যৈ, নন্দায়ৈ, ভোগদায়ৈ, কামরূপিণ্যৈ, উগ্রায়ৈ, তেজোবত্যৈ, সত্যায়ৈ, বিঘ্ননাশিন্যৈ, তদুপরি সর্ব্বশক্তি কমলাসনায় নমঃ।

সূর্য্য। ওঁ বাংদীপ্তায়ৈ নমঃ, বীংসূক্ষ্মায়ৈ, রুংজযায়ৈ, বেংভদ্রায়ৈ, বৈংবিভূত্যৈ, রোংবিমলায়ৈ, বৌং অমোঘায়ৈ, বংবিদ্যুতায়ৈ, রঃ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ। তদুপরি ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায সৌরায যোগপীঠায নমঃ।

শিব। ওঁ বামায়ৈ নমঃ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরিণ্যৈ, বলবিকরিণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, মধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ ন[illegible] নমো ভগবতে সকল গুণাত্মশক্তি যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও নৃসিংহ।

ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ। তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

[illegible] পদ ঘটিত, এজন্য মুখে তাহার ন্যাস করিবে। সমস্ত প্রাণীকে সকল কার্য্যে যিনি প্রেরণ করেন, তিনি দেবতা, এজন্য হৃদয়ে তাঁহার ন্যাস করিবে। প্রত্যেক দেবতার প্রায় পৃথক্ পৃথক্ ঋষ্যাদিন্যাসমন্ত্র আছে (২)। কিরূপ

---

(১) ঋষ্যাদিন্যাসমন্ত্র।

শিরসি শঙ্করায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি অন্নপূর্ণা দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি মহিষমর্দ্দিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি জগদ্ধাত্রৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি ভৈরব ঋষয়ে নমঃ, মুখে উষ্ণিক্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। শিরসি অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ, মুখে বৃহতী ছন্দসে নমঃ, হৃদি (১)শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি কন্ন ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি ভৃগু ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্‌গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি গণক ঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃদ্‌গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি গণেশায় দেবতায় নমঃ। শিরসি দেবভাগ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদিত্যায় দেবতায় নমঃ। শিরসি সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে দেবী গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তি ছন্দসে [illegible]নায় দেবতায় নমঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীরামায় দেবতায় নমঃ। শিরসি বশিষ্ঠ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীরামায় দেবতায় নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায় নমঃ শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়

---

(১) তারা।

ন্যাস করিতে হইবে, একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—(দুর্গা মন্ত্রের) শিরসি নারদ-ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইতি ঋষ্যাদিন্যাস।

অঙ্গন্যাস। ছয় অঙ্গে ন্যাস করিতে হয়। ছয় অঙ্গ যথা—হৃদয়, মস্তক, শিখা, দুই কবচ, দুই নেত্র, এবং করতল ও করপৃষ্ঠ। ন্যাস অঙ্গুলী দ্বারা করিতে হয়। যে যে অঙ্গুলী যে যে স্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিতে হয়, তাহা বলিতেছি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা শিরে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে, সকল অঙ্গুলী দ্বারা কবচদ্বয়ে, তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। করতলে ন্যাস এইরূপ করিবে—তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় করপৃষ্ঠ দিয়া ঘুরাইয়া করতলে ধ্বনি করিবে। ব্রহ্মযামলে আছে, যে দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে দীর্ঘস্বরাদি (া, ী, ূ, ৈ, ৌ, ঃ,) যোগ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্‌ কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট, (যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে, নেত্রে ন্যাস করিবে না) ও [illegible] ইরূপ

নমঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে গা[illegible]ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি (২) শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায় নমঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ, হৃদি নৃসিংহায় দেবতায় নমঃ।

(২) গোপাল।

বলিয়া তত্তৎ স্থানে অঙ্গুলী দিয়া ন্যাস করিবে। এস্থলে দুর্গার অঙ্গমন্ত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, যথা—দাং হৃদয়ায় নমঃ, দীং শিরসে স্বাহা, দূং শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায় হুঁ, দৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। প্রত্যেক দেবতার অঙ্গন্যাস মন্ত্র * নিম্নে দেওয়া হইল।

করন্যাস। দক্ষিণ ও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই দশ অঙ্গুলীতে ও বাম হস্তের করতল ও করপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্, এই সকল মন্ত্র দেবতার অঙ্গমন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। দেবতার নামের আদ্য অক্ষরে দীর্ঘ

অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মন্ত্র। *

ভুবনেশ্বরী। সূর্য্য হ্রাঁ। হ্রাঁ। হ্রূঁ। হ্রৈঁ। হ্রৌঁ হ্রঃ। শ্রীকৃষ্ণ। গোপাল। ক্লাঁ। ক্লীঁ। ক্লুঁ। ক্লৈঁ। ক্লৌঁ। ক্লঃ। গণেশ। গাঁ। গীঁ। গুঁ। গৈঁ। গৌঁ। গঃ। শিব। ওঁ। নং। মং। শিং। বাং। যং। নৃসিংহ। আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রৌং হুং ফট্। রাম। রাং। রীং। রূং। রৈং। রৌং। রঃ। অন্নপূর্ণা। হ্রাং। হ্রীং। হ্রূং। হ্রৈং। হ্রৌং। হ্রঃ। লক্ষ্মী। শ্রাং। শ্রীং শ্রূং শ্রৈং শ্রৌং শ্রঃ। বাগীশ্বরী। ঐং। ঐং। ঐং। ঐং। ঐং। ঐং। জগদ্ধাত্রী। দুর্গা। দাং দীং দূং দৈং। দৌং। দঃ। জয়দুর্গা। ওঁ দুর্গে। দুর্গে। দুর্গায়ৈ। ভূতরক্ষিণী। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি। দুর্গা। হ্রাং ওঁ হ্রীং দুঁ দুর্গায়ৈ। হ্রীং। হ্রূং। হ্রৈং হ্রৌং। হ্রঃ। (প্রত্যেক অঙ্গন্যাসের সময় ওঁ হ্রীং দূং দুর্গায়ৈ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।) বিষ্ণু। ক্রুদ্ধোল্কায়। মহোল্কায়। বীরোল্কায়। অত্যুল্কায়। সহস্রোল্কায়। (ইহার পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে, নেত্রে ন্যাস নাই।) কালী। ওঁ হ্রাং। ওঁ হ্রীং। ওঁ হ্রূং। ওঁ হ্রৈং। ওঁ হ্রৌং ও হ্রঃ। কালী। ওঁ ক্রাং। ওঁ ক্রীং। ওঁ ক্রূং। ওঁ ক্রৈং। ওঁ ক্রৌং। ওঁ ক্রঃ। তারা। ঐং। হ্রীং। ঐং। ঐং। হ্রীং। ফট্ স্বাহা।

স্বরাদি যোগ করিয়া সকল দেবতার ষড়ঙ্গন্যাসের ন্যায় করন্যাসও করা যাইতে পারে। কিরূপ করন্যাস করিতে হইবে, একটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি; যথা—দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে। দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, দৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (এই চারি অঙ্গুলীতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ন্যাস করিবে) দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ (করতলে কিরূপ ন্যাস করিতে হয়, অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে।) ইতি করন্যাস।

ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র উচ্চারণপুরঃসর হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ও চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিন বার বা সপ্তবার বায়ু বিতাড়িত ও আকর্ষণ কবিবে। ইতি ব্যাপকন্যাস।

দেবতার ধ্যান।—একটী গন্ধপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক, ঐ কূর্ম্মমুদ্রাযুক্ত হস্ত, হৃদযে স্থাপন কবিযা, দেবতার ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া, নিজ মস্তকে, ঐ পুষ্প রাখিয়া, বক্ষস্থলে প্রার্থনামুদ্রায, দুই হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক, মানসোপচারে পূজা করিবে॥

মানসপূজা (১)। হৃৎপদ্মকে আসনস্বরূপ প্রদান

(১) হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদযেৎ। তেনামৃতেনাচমনীযং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্। চিত্তং প্রকল্পযেৎ পুষ্পং দ্বু প্রাণান প্রকল্পযেৎ। তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বাযুতত্ত্বং চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম। নৃত্যমিন্দ্রিযকর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা। কামক্রোধৌ ছাগবাক্সৌ বলিং দত্ত্বা জপঞ্চরেৎ। সমপ্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া॥

করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবতার পদদ্বয়ে পাদ্য দিবে। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় জল দিবে। গন্ধস্বরূপে গন্ধতত্ত্ব, চিত্তকে পুষ্পস্বরূপে, পঞ্চপ্রাণ ধূপস্বরূপে, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃদয়স্থ অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্বকে চামর, মনের চঞ্চলতাকে নৃত্যস্বরূপে দিবে এবং কামক্রোধ বলিদানস্বরূপ প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে জপ ও প্রণাম করিবে। ইতি ধ্যান ও মানসপূজা।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন। স্বীয় বামে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা একটী ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদী রাখিয়া ফট্ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র ধৌত করত ত্রিপদীর উপর বসাইবে। পরে নমঃ বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিবে এবং মূলমন্ত্র ও বিলোমমাতৃকায় (ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৠং ৡং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।) অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা পূরণ করিবে, পরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া ত্রিপদীতে, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া জলে, গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুক দেবতা ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া স্বহৃদয়ে দেবতার আবাহন করিবে। হুঁ মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে অর্ঘ্য-

পাত্রস্থ জল দর্শন এবং অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। তৎ-পরে মৎস্যমুদ্রায় অর্ঘ্যপাত্র একবার আচ্ছাদন, দশবার মূল মন্ত্র জলের উপর জপ, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, এবং ফট্ মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল হইতে কিছু জল কোশাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মুলমন্ত্রে আপনার শরীরে ও পূজাদ্রব্য সকলে তিনবার ছিটা দিবে। ইতি বিশেষার্ঘ্য স্থাপন।

গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা।—(বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ।

পীঠপূজা।—(পীঠমধ্যে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণি-বেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। (নৈঋর্তে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বায়ব্যাং) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। (পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে) ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বা কলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্ত-রাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

পীঠশক্তি পূজা।—কেশরমধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে তত্তৎ কল্পোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিবে।

পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করত দেবতার মস্তকে করস্থিত পুষ্প প্রদান করিয়া আবাহন করিবে। ইতি ধ্যান।

আবাহন। ওঁ অমুক দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব। এই বলিয়া আবাহন করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, পরমীকরণমুদ্রায় পরমীকৃত্য এবং ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা দেখাইবে। * ইতি আবাহন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা। দেবতার হৃদয়ে হস্ত দিয়া লেলিহা মুদ্রায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা,—অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি

---

* (যে যে মুদ্রায় আবাহন করিতে হইবে মুদ্রা প্রকরণ দেখ।) মুদ্রা অর্থ মুদ-হর্ষ, রা-দান করে, অর্থাৎ পূজার কালে ইহার অনুষ্ঠানে দেবগণের [illegible] করে। আবাহনী মুদ্রা—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে আবাহন করিয়া হৃষ্ট হওয়া যায়। স্থাপন মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে আত্মাতে স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আহ্লাদিত হওয়া যায়। সন্নিধাপনী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া মনেতে প্রীতি জন্মায়। সন্নিবোধিনী মুদ্রা—যাহা দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়। যোড় হস্তে দেবতাকে বলিবে, এই আসনে উপবেশন করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করুন।

চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়া প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। পুনর্ব্বার আমিত্যাদি (আ হইতে স পর্য্যন্ত বলিবে) অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। দেবতার পূজা যখন জলে কিম্বা যন্ত্রপুষ্পে করিবে, তখন আবাহনাদি করিবে না। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার পূজা। * এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ

---

* দেবতার পূজা চতুঃষষ্টি উপচারে, অষ্টাদশোপচারে, ষোড়শোপচারে দশোপচারে এবং পঞ্চোপচারে হইতে পারে।

পূজার উপচারাদি।

চতুঃষষ্টিরুপচারো যথা।—আসনারোপণং ১ সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গং ২ মজ্জনশালাপ্রবেশনং ৩ মজ্জনমণ্ডপে মণিপীঠোপবেশনং ৪ দিব্যস্নানীয়ং ৫ উদ্বর্ত্তনং ৬ উষ্ণোদকস্নানং ৭ কনককলসস্থিতসর্ব্বতীর্থাভিষেকং ৮ ধৌতবস্ত্র পরিমার্জ্জনং ৯ অরুণবস্ত্রপরিধানং ১০ অরুণবস্ত্র উত্তরীয়ং ১১ আলেপমণ্ডপ প্রবেশনং ১২ আলেপমণিপীঠোপবেশনং ১৩ চন্দনাগুরুকুঙ্কুমমৃগমদকর্পূর কস্তূরীরোচনাদিব্যগন্ধসর্ব্বাঙ্গানুলেপনং ১৪ কেশভারস্য কালাগুরুধূপমল্লিকা মালতীজাতীচম্পকাশোকশতপত্রপূগকুহরীপুন্নাগকহ্লারযূথীসর্ব্বর্ত্তুকুসুমমালা ভূষণং ১৫ ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনং ১৬ ভূষণমণিপীঠোপবেশনং ১৭ নবরত্নমুকুট... চন্দ্রসকলং ১৯ সীমন্তসিন্দূরং ২০ তিলকরত্নং ২১ কালাঞ্জনং ২২ কর্ণ যুগলং ২৩ নাসাভরণং ২৪ অধরযাবকং ২৫ গ্রথনভূষণং ২৬ কনকচিত্রপদক মহাপদকং ২৮ মুক্তাবলীং ২৯ কনকাবলীং ৩০ দেহচ্ছন্দকং ৩১ কেয়ূরযুগ্ম চতুষ্কং ৩২ বলয়াবলীং ৩৩ উর্ম্মিকাবলীং ৩৪ কাঞ্চীদামকটিসূত্রং ৩৫ শোভাখ্যাভরণং ৩৬ পাদকটকং ৩৭ রত্ননূপুরং ৩৮ পাদাঙ্গুরীয়কং ৩৯ এককরে পাশং ৪০ অন্যকরে অঙ্কুশং ৪১ ইতরকরেষু পুণ্ড্রেক্ষুচাপং ৪২ অপরকরে পুষ্পবাণান্ ৪৩

কুম্ভ।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বদ্ধ করিয়া দুই হস্ত এক মুষ্টিতে বন্ধন করিবে। ঐ মুষ্টির অভ্যন্তরে অবকাশ রাখিবে।

প্রার্থন।—সমস্ত অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিয়া হস্তদ্বয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিবে।

দুর্গা।—দুই হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়া বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক মস্তকোপরি রাখিবে।

লিঙ্গ।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করত বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বদ্ধ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-দ্বারা বদ্ধ করিবে।

ষড়ঙ্গ মুদ্রা।—অর্থাৎ দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস, উহার অঙ্গুলি নিয়ম অঙ্গন্যাসে দেখান হইয়াছে। ইহাকে সকলী-করণ মুদ্রাও কহে।

যোনী।—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরি-ভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয় অঙ্গুলী একত্র সংযুক্ত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অঙ্গুলী সকলকে পাড়িত করিবে।

ভূতিনী।—যোনি মুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

লেলীহা।—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধো-মুখ করিয়া অনামিকাতে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবে।

চক্র—হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা

অঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিবে।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ত্রয়োবিংশ পটল।

ভোজন।

পূজা সমাপনানন্তর দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে এবং শ্বগণ শ্বপচগণ ও পশুপক্ষী ইত্যাদি গণকে বলি প্রদান করিবে। ইহার নাম বৈশ্যদেব বলি। পূর্ব্বাহ্ণে ও সায়ংকালে এই বলি প্রদান পূর্ব্বক অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থ ভোজন করিবে। কারণ অতিথিকে প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে সে কেবল পাপভোজন করে ও পরকালে পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় ঐ অতিথি আপনার সমস্ত পাপ গৃহস্থকে দিয়া সেই গৃহস্থের যে কিছু পুণ্য থাকে তাহা লইয়া গমন করে। অতিথিকে যথাসম্ভব আহার প্রদান অবশ্য করিবে। যদি কোন অতিথি উপস্থিত না হয়, একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অপ্রোক্ষিত অসংস্কৃত পর্য্যুষিত এবং কুৎসিত অন্ন অর্থাৎ কেশ কীটাদিযুক্ত অন্ন, রজস্বলা স্পৃষ্ট অন্ন, জননাশৌচান্ন, মৃতাশৌচান্ন, পশুপক্ষী স্পৃষ্ট ইত্যাদি অন্ন ভোজন করিবে না। হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচিবস্ত্র পরিধান করত পূর্ব্বাস্য কিম্বা পিতা মাতা বর্ত্তমান না থাকিলে দক্ষিণাস্য হইয়া ও ভোজন করিবে। আহারীয় দ্রব্য ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া

আহার করিবে, কারণ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জলমূত্র তুল্য জানিবে। ভোজনকালে অন্ন ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে না, এবং যে পর্য্যন্ত ভোজন সমাপ্ত না হয়, অন্নের গুণাগুণ বর্ণন করিবে না। সুপ্রোক্ষিত মন্ত্র বলিয়া গায়ত্রী দ্বারা অন্ন মন্ত্রপূত পূর্ব্বক প্রথমে পঞ্চগ্রাস মৌনী হইয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে প্রদান করত আহার করিবে। আহার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক প্রিয় আহার—আয়ুঃ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-বিবর্দ্ধক। তাহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী। রাজস আহার—অতিশয় কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি বিদাহী, দুঃখ, শোক ও রোগ-কারী। তামস আহার—শৈত্য, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং মদ্য মাংসাদি। প্রথমে তিক্ত কটু লবণাম্ল ভোজন করিবে, পরে মধুর রসে আহার সমাপণ করিবে। প্রথমে ও শেষে তরল দ্রব্য মধ্যে কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে। প্রথম প্রহরের পর তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে দিবসে আহার করিবে। রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে আহার করিবে। এক পংক্তিতে আহার করিতে বসিলে জলাদি দ্বারা পৃথক পংক্তি করিবে, কারণ তাহা না করিলে যদি পংক্তি মধ্যে কেহ পত্র ত্যাগ করে তাহা হইলে সকলেরই পত্র ত্যাগ করিতে হয়। শেষ অন্ন ভোজন করিবে না। দিবসে দুইবার ভোজন নিষিদ্ধ। তবে ফল মূলাদি ভোজন করা যায়। ব্রাহ্মণ চতুরস্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার মণ্ডল ভোজন

পাত্রের নিম্নে না করিয়া ভোজন করিলে অন্ন যক্ষাদিতে হরণ করে। ভগ্নকাংস্য ও পিত্তলের পাত্রে, পদ্মপত্রে ও বস্ত্রে ভোজন নিষেধ। ঘৃত ভোজন মধ্যাহ্নে করিলে রাত্রে অন্নের সহিত আর ঘৃত ভোজন করিবে না। পানীয় পাত্র দক্ষিণ দিকে রাখিবে। জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, শক্তু, শাক, এই সমস্ত দ্রব্য ভোজনের শেষভাগ রাখিবে না কিম্বা উহাদের অবশিষ্ট অপরকে দিবে না। লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, ছত্রাক, এবং বিষ্ঠাজাত দ্রব্য আহার করিবে না। গো, মহিষী এবং ছাগী ইহাদের দুগ্ধ প্রসবের দশদিন পরে শুদ্ধ হইলে পান করিবে। বৃথা মাংস অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান না করিয়া মাংস ভোজন করিবে না, করিলে পরকালে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস কদাচ আহার করিবে না। এই পঞ্চদিবসকে বকপঞ্চক বলে, বকও এই পাঁচ দিন মৎস্য ভক্ষণ করে না। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংস ভোজন করা নিষেধ। প্রথমে বাহ্য পঞ্চ বায়ুকে ভূমিতে বলি প্রদান করিয়া অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা মন্ত্রে গণ্ডূষ করিবে। পরে পঞ্চ অন্তর বায়ুকে ঘৃতের দ্বারা আহুতি দিবে। ভোজনের পর ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা মন্ত্রে গণ্ডূষের জল অর্দ্ধেক

পান করত অৰ্দ্ধেক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবে। পরে মুখ হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া আহার জীর্ণহেতু এই মন্ত্র পাঠ করত উদরে হস্ত বুলাইবে মন্ত্র যথা—বিষ্ণুরত্তা তথৈবানং পরিনামশ্চ বৈ যথা। সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা। তৎপরে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া তাম্বুল ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করত ভক্ষণ করিবে। ভোজনের পর শাস্ত্রালোচনা এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা বন্দনা করিয়া দেড় প্রহর রাত্রের মধ্যে ভোজন করিয়া শয়ন করিবে। সূর্য্যাস্তের পর অতিথি আসিলে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া শয্যাদি প্রদান করিবে নচেৎ অতিথি দিবসে বিমুখ হইলে যে পাপ হয় তাহার আটগুণ পাপ অধিক হইবে।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয়কল্পে চতুৰ্ব্বিংশ পটল।

শয়ন বিধি।

আহারান্তে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক শয্যাতে শয়ন করিবে। সূর্য্যাস্তের পর শয্যা পাতন ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা উত্তোলন করিবে। শিরোদেশে মাঙ্গল্য এবং জলপূর্ণ কলশ রাখিবে। পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ শিরা হইয়া শয়ন করিবে। প্রবাশে পশ্চিম শিরা হইয়াও শয়ন করিতে পারে,উত্তর শিরা হইয়া কোন স্থানেই শয়ন করিবে না। রাত্রির মধ্যে দুই প্রহর কাল শয়ন করিবে।

পত্নীগমন বিধি। সন্ধ্যাকালে নারীগমন করিলে নপুংসক পুত্র জন্মে এবং শেষরাত্রে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। ঋতুমতী স্ত্রীকে ত্রিরাত্র ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পঞ্চদশী ও পর্ব্বকালে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে নারী সম্ভোগ পরিত্যাগ করিবে। ঋতুস্নাতা ভার্য্যা নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি গমন না করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয়। ঋতুকাল ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত, ঐ সময় স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হইলে যুগ্মদিবসে পুত্র ও অযুগ্মদিবসে কন্যা জন্মায়, ইহার বিশেষ বিবরণ সৃষ্টিপ্রকরণে দেওয়া হইয়াছে, একারণ এ স্থলে আর বিবৃত করা হইল না। পুরুষ ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিলে স্নান এবং ঋতু ভিন্ন কালে গমন করিলে মুত্রাদি শৌচবৎ শৌচ করিবে। পতিতা, রজস্বলা, অকামা, কুপিতা, নষ্টা ও ক্ষুধার্ত্তা স্ত্রীতে গমন করিবে না। পুরুষ সকাম ও সানুরাগ হইয়া নিজ পত্নীতে গমন করিবে। ক্ষুদিত কিম্বা চিন্তান্বিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করা নিষেধ। দেবতার স্থানে, বৃক্ষতলে, উঠানে, তীর্থে, মাঠে, শ্মশানে, উপবনে, জলমধ্যে এবং ভূতলে স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। পরস্ত্রী কদাচ গমন কিম্বা কামভাবে দর্শন ও স্পর্শন করিবে না। ইহাতে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় ও পরলোকে নরকগামী হইতে হয়। এই সমস্ত বিধি যাহা কথিত হইল, উহা সকলেরই প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য, না করিলে মহাপাতক হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয়কল্পে পঞ্চবিংশ পটল।

হোম প্রকরণ।

হোমকার্য্যে তুস অঙ্গারাদি রহিত মনোরম্য পরিষ্কার স্থানে বালুকারাশী দ্বারা এক অঙ্গুল উচ্চ চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অর্থাৎ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে প্রথমে এই প্রকারে সংস্কার করিতে হইবে। যথা— মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল অবলোকন, ফট্ মন্ত্রে তাড়না, মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ, হুঁ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ এবং মূলমন্ত্র ও দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া স্থণ্ডিলায় নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে স্থণ্ডিলে প্রাদেশ প্রমাণ তিনটী পূর্ব্বাগ্র ও তিনটী উত্তরাগ্র রেখা টানিতে হইবে, পূর্ব্বাগ্র তিনটী রেখাতে দক্ষিণাদি ক্রমে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ পুরন্দরায় নমঃ এবং উত্তরাগ্র তিনটী রেখাতে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ ওঁ ইন্দবে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ঐ স্থণ্ডিল মধ্যে একটী ষট্‌কোণ মণ্ডল করিবে ষট্‌কোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী বৃত্ত ও বৃত্তের বাহিরে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল এবং ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্দার যুক্ত চতুরস্র রচনা করিবে। ঐ লিখিত যন্ত্র মধ্যে মুলমন্ত্রে তিনবার পুষ্প দিবে। পরে ওঁ মন্ত্রে হোমের দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা বহ্নির যোগপীঠ অর্চ্চনা করিবে যথা—অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকোপরি। ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ক্ষীর

সমুদ্রায় নমঃ ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। যন্ত্রের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। মধ্যে ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে [১] নমঃ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে [২] নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে [৩] নমঃ। কেশরে পূর্ব্বাদি মধ্যে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ওঁ ধুম্রায়ৈ নমঃ ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। তৎপরে রং বহ্ন্যাসনায় [৪] নমঃ বলিয়া বহ্নির আসন পূজা করিয়া ঋতুস্নাতা নীলনলিনী নয়না বাগীশ্বর সংযুক্তা বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং

---

(১) সূর্য্যের দ্বাদশকলার নাম—তপিনী, তাপিনী, ধুম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুধুম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

(২) চন্দ্রের ষোড়শ কলার নাম—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা।

(৩) বহ্নির দশকলার নাম—ধুম্র, অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, ও হব্যকব্যবহা।

(৪) এইরূপ বহ্নির আসন কল্পনা করিয়া বহ্নির মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যথা—বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্ অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্। অর্থাৎ বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সপ্তজিহ্বা, দুই মস্তক, ছাগের উপর অধিরূঢ় হস্তে শক্তি এবং জটা ও মুকুটে ভূষিত।

নীলেন্দীবর লোচনাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং। এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর প্রশস্ত (৫) অগ্নি আনয়ন করিয়া মূলমন্ত্রে অগ্নি অবলোকন, অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অগ্নির আবাহন পূর্ব্বক ওঁ বহ্নে যোগ পীঠায় নমঃ বলিয়া বহ্নিপীঠের পূজা করিয়া পীঠের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ওঁ বামায়ৈ নমঃ ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান পূর্ব্বক রং বলিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র পাঠানন্তর হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা মন্ত্রে রাক্ষস-গণের দেয় অংশ দক্ষিণে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে ফট্ মন্ত্রে অগ্নিকে সংরক্ষণ হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং ধেনু মুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা অগ্নি ধারণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিলের উপরে তিনবার ভ্রামিত করিয়া অগ্নিকে শিববীর্য্য স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক আপনার অভিমুখে যোনিযন্ত্রের (১) উপর অগ্নি ক্ষেপণ

(৫) যে রূপ অগ্নি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা বর্ত্তমান কালে ঐ রূপ অগ্নি পাওয়া সম্ভব নয়। প্রশস্ত অগ্নি বলিলে সূর্য্যকান্তাদি মণি সম্ভূত কিম্বা বেদজ্ঞ সচ্চরিত্র ও সৎকুলজাত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অগ্নি আনয়ন করিবে। অথবা পাষাণসম্ভূত অরনিজাত কিম্বা অরণ্যস্থিত অগ্নি আনিবে। ইহার অভাবে ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে অগ্নি আনিবে।

(১) স্থণ্ডিল মধ্যে যে ত্রিকোণ রেখা অঙ্কিত আছে।

করিবে। অনন্তর হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া বহ্নিমূর্ত্তির ২ পূজা করিবে এবং রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ বলিয়া বহ্নির চৈতন্য সংযোগ করিবে। পরে এই সমস্ত মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। পরে করযোড়ে অগ্নির বন্দনা করিবে যথা—ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং ১ বন্দে জাতবেদং হুতাশনং সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। ঐ সমস্ত বলিয়া অগ্ন্যুপস্থান ২ করত অগ্নে ত্বং অমুক দেবতানামাসি ৩ এইরূপ দেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিনামকরণ করিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহা বহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা বলিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো ৪ নমঃ বলিয়া অগ্নির সপ্ত-জিহ্বার পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ওঁ সহস্রার্চ্চিষে শিরসে স্বাহা ওঁ সহস্রার্চ্চিষে শিখায়ৈ

---

(২) বহ্নির অষ্টমূর্ত্তি—জাতবেদঃ, সপ্তজিহ্বা, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজঃ বিশ্বমুখ, ও দেবমুখ।

(১) প্রজ্জ্বলিত, সুবর্ণসদৃশ, নির্ম্মল, প্রদীপ্ত ও সর্ব্বতোমুখ, জাতবেদ হুতাশনকে বন্দনা করি।

(২) উপাসনা করিয়া কুশদ্বারা স্থণ্ডিল আচ্ছাদন করিবে।

(৩) যে দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে সেই দেবতার নাম করিবে।

(৪) কালী, কপালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুম্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্ব-নিরূপিণী, এই ৭টী তামসিকজিহ্বা। হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, অতিরক্তা, ও বহুরূপা ৭টী সাত্ত্বিক জিহ্বা। পদ্মরাগ, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, রোহিতা, শ্বেতা, ধুম্রিনী, ও করালিকা ৭টী রাজসিক জিহ্বা।

বষট্, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে কবচায় হুঁ, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে নেত্রেত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে বহ্নিষড়ঙ্গ পূজা করত ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ বলিয়া অগ্নির অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। তদ্বাহ্যে ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো ৫ নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ, তদ্বাহ্যে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ। এইরূপে অষ্টশক্তি, অষ্টনিধি, ইন্দ্রাদি দিকপালগণের এবং তাঁহাদের বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় ঘৃতমধ্যে ১ নিক্ষেপ করিবে। ঘৃতের বামে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া দক্ষিণ ভাগে

(৫) অষ্টনিধি।—পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল, খর্ব্ব।

(১) স্রুব নামক যজ্ঞীয় পাত্রস্থিত ঘৃত। হোম করিতে হইলে স্রুব ও স্রুক প্রস্তুত করিতে হয়। শিংশপ, শ্রীপর্ণী কিম্বা ক্ষীরীবৃক্ষেব দ্বাবা স্রুব ও স্রুক প্রস্তুত করিবে। স্রুকের পরিমান এক হস্ত হইবে। কনিষ্ঠ অঙ্গুলী পবিমিত ঘৃত নির্গমনের জন্য উহার মুখে মার্গ করিবে। স্রুকের ষট্ত্রিংশৎ ভাগের চতুর্ব্বিংশতি ভাগে স্রুব হইবে। এবং উহা এ প্রকার গভিব করা চাই যাহাতে ৮০ রতি পরিমান আজ্য থাকিতে পারে। ঐ প্রকার স্রুক ও স্রুবেব অভাবে নিচ্ছিদ্র পলাশ পত্র কিম্বা অশ্বত্থপত্র দ্বাবা স্রুক ও স্রুব করিযা লইবে।

আজ্যস্থলী শোধন।—আজ্যস্থলী আপনাব সম্মুখে আনিযা ফট্ মন্ত্রে কোসাস্থিত জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। পরে উহাতে আজ্য নিক্ষেপ করিয়া ঐ আজ্য সংস্কার করিয়া লইবে। তদনন্তর অগ্নির বাযুকোণে অঙ্গার উদ্ধৃত করিয়া সেই অঙ্গারের উপর নমঃ বলিযা আজ্যস্থলি রাখিবে। তাহার পর দুইটী কুশ জালিয়া আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ করত উহার দ্বারা ঘৃত লইয়া নমঃ মন্ত্রে ঐ কুশদ্বয় অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এৎপবে

হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে, বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা বলিয়া অগ্নির বামনেত্রে এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা বলিয়া অগ্নির ললাটস্থনেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। পরে নমঃ বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে * স্বাহা মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুব স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা এই তিন ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা বলিয়া তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর অগ্নিতে ইষ্ট দেবতাকে আবাহন করিয়া পীঠ দেবতার সহিত তাঁহার পূজা করত তাঁহার মুখে ঘৃতদ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবে। পরে বহ্নিদেবতা ও আত্মার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গদেবতার উদ্দেশে হোম করিবে যথা—ওঁ মূলমন্ত্রস্যাঙ্গ দেবতাভ্যঃ স্বাহা। তৎপরে সঙ্কল্প করিয়া যথাবিহিত বস্তু দ্বারা হোম সমাপণ

ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ উদ্ধৃত অঙ্গার অগ্নিতে দিবে এবং জল স্পর্শন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তোপরিভাবে অধোমুখ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ কুশদ্বয় ধারণ করিয়া ফট্ মন্ত্রে ঘৃতকে পবিত্রীকরণ করত নমঃ মন্ত্রে ঐ কুশদ্বয় দ্বারা আত্মসম্মুখে ঘৃত সংপ্লব করিবে।

স্রুব হইতে স্রুক দ্বারা ঘৃত লইয়া শান্তিকার্য্যে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হোম করিবে।

* ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা

করিবে। সঙ্কল্প যথা—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতা প্রীতিকামো অমুক দেবতা পূজাঙ্গীভূতং অমুক মন্ত্রেন বিল্বপত্রৈ শত হোম মহং করিষ্যে। তদনন্তর মূলমন্ত্রে ফল ও তাম্বুল সহিত পূর্ণাহুতি ১ দিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রায় দেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নে ক্ষমস্ব মন্ত্রে বিসর্জ্জন ২ করত দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ৩ করিবে। তৎপরে ঘৃত মিশ্রিত ভস্ম কপালে ধারণ করিবে। যে প্রণালীতে হোম করিতে হইবে তাহা দেখান হইল এক্ষণে সাধক দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কেহ উক্ত প্রকার হোম করিতে অশক্ত হন তাহা হইলে সংক্ষেপ হোম অবশ্যই করিবেন, কারণ হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফলদান করিতে পারে না, অতএব সর্ব্বপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক হোম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিত্য হোম করিলে সকল

সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়॥ হে অগ্নি তুমি সর্ব্বলোকের পবিত্রজনক অভীষ্ট কর্ত্তা, প্রভু, যজ্ঞের সাক্ষী ও মঙ্গলকর্ত্তা তুমি আমার সমস্ত কামনা পূরণ কর। এইরূপ চিন্তা করিয়া আহুতি দিবে। স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিবে—হে পরব্রহ্মণ এই কর্ম্মের যে কিছু অযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা শান্তি ও যজ্ঞ সম্পত্তির জন্য ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিতেছি।

(১) এইরূপ ভাবনা করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে—হে যজ্ঞেশ্বর আমার এই যজ্ঞপূর্ণ হউক, যজ্ঞ দেবতারা তুষ্ট হউন এবং এই যজ্ঞের সম্পূর্ণফলদান করুন।

(২) অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে চালিত করিবে।

(৩) অর্থাৎ আমার এই কার্য্য দোষ শুন্য হউক এইরূপ বলিবে।

সম্পত্তি ও সর্ব্বসিদ্ধ লাভ হয়। নিত্য সংক্ষেপ হোম কি রূপে করিতে হয় তাহা এখানে দেখান যাইতেছে।

নিত্য সংক্ষেপ হোম।

প্রথমে যেখানে হোম করিতে হইবে সেই স্থান অর্ঘ্য জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ঐ স্থানে পূর্ব্বাগ্র তিনটী রেখা টানিবে। পরে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক ঐ অগ্নিকে মূলমন্ত্রে অবলোকন, অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে আবাহন করত হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা বলিয়া দক্ষিণদিকে রাক্ষসগণের অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ তিনটী রেখার উপরে মূলমন্ত্রে অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক তৃণকাষ্ঠ দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিবে। তৎপরে ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা বলিয়া তিনবার আহুতি দিবে এবং দেবতার অঙ্গ মন্ত্রে ছয় বার আহুতি দিতে হইবে। তদনন্তর ঐ অগ্নিতে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে আবাহন করিয়া তাঁহার পূজা করত স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নি মধ্যে ষোলবার আহুতি দিয়া সঙ্কল্প

হোমীয় দ্রব্যের পরিমাণ। ঘৃত, দুগ্ধ, মধু পুষ্প বিল্বপত্র ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা হোম করা যায়। কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণ লইয়া এক এক বার আহুতি দিতে হয় তাহা দেখান যাইতেছে।—ঘৃত, [illegible], পঞ্চগব্য, মধু, দুগ্ধান্ন ও লবণ এক এক বারে ২ তোলা লইবে। গুড়, শর্করা ৪ তোলা। ইক্ষু ১ পর্ব্ব। পত্র, পুষ্প, ও পিষ্টক ১টী করিয়া। লেবু ৪ ভাগের ১ ভাগ। পনশ ১০ ভাগের ১ ভাগ। নারিকেল ৮ ভাগের ১ ভাগ। বিল্ব ৩ ভাগের ১ ভাগ। কদবেল ২ ভাগের ১ ভাগ। কাঁকুড় ৩ ভাগের ১ ভাগ দিতে হইবে। অন্য অন্য ফল ১টী করিয়া দিবে।

করিবে। সঙ্কল্প যথা—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতা পূজাঙ্গভূত ইয়ৎ সংখ্যক অমুকদ্রব্যৈ হোমমহং করিষ্যে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ঘৃত ও মধুযুক্ত পুষ্প বিল্বপত্র কিম্বা যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। এবং হোম সমাপণ করিয়া স্তবপাঠ ও নমস্কার করিবে। পরে অগ্নে ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

ইতি নিত্যতন্ত্র দ্বিতীয়কল্পে ষড়্‌বিংশ পটল।

শিব পূজা, শিবলিঙ্গোৎপত্তি এবং তৎ শুভাশুভ লক্ষণ ও চিহ্নাদি।

নিত্য সাধারণ পূজা পদ্ধতি ক্রমে সামান্য অর্ঘ, স্থাপন

দুর্ব্বা ৩টী। ধান্য ও মুগ, মাষকলাই, যব, ও গোধুম এক মুষ্টি। তণ্ডুল এক মুষ্টির ১০ ভাগ। তিল, সর্ষপ, ১ গণ্ডুষ। মরিচ ২০টী। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম, তিন্তিড়ীবীজ পরিমাণ।

আজ্যহোমে অগ্নিকে সয়ান এবং অন্যান্য দ্রব্য হোমে উপবিষ্ট ধ্যান করিয়া হোম করিবে। অগ্নিব প্রজ্জলিত শিখার উপর আহুতি দিবে, হোমকালে অগ্নির বর্ণ স্নুবর্ণ, সিন্দুর, বালার্ক কিম্বা মধুর ন্যায়, উহার ধুম কুন্দপুষ্প ও ইন্দুবৎ স্নুভ্র এবং দক্ষিণাবর্ত্ত, কম্পহীন ও ছত্রের ন্যায় শিখা হইলে, চম্পক, পদ্ম, কল্লার যুথিকা ইত্যাদি এবং ঘৃত ও গুগ্‌গুলের ন্যায় গন্ধ হইলে শুভফল প্রদান করে। অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইলে ও শিখা ছিন্ন কি গোলাকার হইলে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হয়। যদি ঐ রূপ কোন দোষদৃষ্ট হয় তাহার শান্তির জন্য পঞ্চবিংশতিবার আজ্য আহুতি দিবে।

হইতে ঋষ্যাদিন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া মূর্ত্তিন্যাস করিবে যথা—তর্জ্জন্যোঃ নং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যময়োঃ মং অঘোরায় নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ অনামিকয়োঃ বাং বামদেবায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ যং ঈশানায় নমঃ। তৎপরে মুখে নং নমঃ হৃদয়ে সং নমঃ পাদদ্বয়ে শিং নমঃ গুহ্যে বাং নমঃ মস্তকে যং নমঃ। পূর্ব্ববদনে নং নমঃ দক্ষিণ বদনে মং নমঃ পশ্চিম বদনে শিং নমঃ উত্তর বদনে বাং নমঃ ঊর্দ্ধ বদনে যং নমঃ। পরে করাঙ্গন্যাস করিয়া ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। পরে সাধারণ পূজা বিধানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে যথা—কর্ণিকাতে ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ ওঁ অঘোরায় নমঃ ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ শিবের এই পঞ্চ মূর্ত্তির পূজা করিয়া কেশরেতে নিবৃত্ত্যাদি কলার পূজা করিবে যথা—ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। তৎপরে অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া ওঁ অনন্তায় নমঃ সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায় ও শিখণ্ডিনে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে উত্তরাদিক্রমে বামাবর্ত্তে ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায় ও স্কন্দায় নমঃ এইরূপে পূজা করিতে হইবে। আর আর সমস্ত কর্ম্ম সাধারণ পূজা বিধানে করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে।

[illegible] বহুল ছিদ্রযুক্ত পুষ্করচক্রে [illegible]। যে শিলার দুই চক্র সংলগ্ন ও পৃষ্ঠদেশে পুষ্কল তাহার নাম শঙ্কর্ষণ। যে শিলায় পীতবর্ণ আভাযুক্ত অতি শোভনীয় বর্ত্তুল চক্র তাহার নাম অনিরুদ্ধ। শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে সাধকের রাজ্যলাভ; বর্ত্তুল হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য, শকটাকারে দুঃখ, শূলাগ্রে মৃত্যু, বিকৃতাস্য হইলে দারিদ্র্য, পিঙ্গলবর্ণে হানি, লগ্নচক্রে ব্যাধি, ও বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

যাহার বামপার্শ্বে এক চক্র, দক্ষিণে এক রেখা এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাহার নাম সুদর্শন। যাহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তাহার নাম হৃষীকেশ। যাহার বামপার্শ্বে দুই চক্র, দক্ষিণে এক রেখা এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাহার নাম ত্রিবিক্রম। যাহার মধ্যদেশে দুই চক্র এবং পার্শ্বে চতুরস্র রেখা তাহার নাম চতুর্মুখ। যাহার বামপার্শ্বে

শুষিরছিদ্র বহুলং গৃহীণাঞ্চ সুখপ্রদং। দ্বেচক্রেচৈক লগ্নেচ পৃষ্ঠে যত্র তু পুষ্কলং। শঙ্কর্ষণস্তু বিজ্ঞেয়ং সুখদং গৃহিণাং সদা। অনিরুদ্ধস্তু পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতি শোভনং। সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্ত্তুলে চ মহৎশ্রিয়ঃ। দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রে মরণঞ্ধ্রুবং। বিকৃতাস্যেচ দারিদ্র্যং পিঙ্গলে হানিরেবচ। লগ্নচক্রে ভবেদ্ব্যাধি র্বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবং।

সুদর্শনস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ। বামপার্শ্বে তথা চক্রং রেখৈ-কৈব তু দক্ষিণে। হৃষীকেশঃ স বিজ্ঞেয়ো যোঽর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্ভবেৎ। তস্য-ভার্য্যো লভেৎ স্বর্গং বিষয়াংশ্চ সমীহিতান্। ত্রিবিক্রমস্তু বিজ্ঞেয়ঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ। বামপার্শ্বে চক্রযুগ্মমেকরেখা তু দক্ষিণে। চতুর্মুখঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বে চক্রে মধ্যদেশতঃ। চতস্র পার্শ্বগ রেখা বেদশাস্ত্রাগমপ্রদঃ।

কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুযুক্ত সমান চক্র তাহার নাম লক্ষ্মীনরহরি। যাহার রক্তবর্ণ পঙ্কজচ্ছত্রযুক্ত চক্র তাহার নাম পদ্মনাভ। যাহার পূর্ব্ব বা পশ্চিমে এক অথবা দুই চতুষ্কোণ চক্র তাহার নাম কেশব। যাহার দ্বারোপরি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলচক্র ও মধ্যদেশ রেখা সমন্বিত তাহার নাম বিষ্ণু। ইহা ব্যতিত অন্যান্য শালগ্রামশিলামূর্ত্তি পুরানাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তৎ সমস্ত কলিযুগে প্রায় দুষ্প্রাপ্য তদ্ধেতু তাহাদের বিবরণ এ স্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় দেওয়া হইল না।

তুলসীপত্র বিনা শালগ্রাম শিলার পূজা হয় না। তুলসী পত্র দানে যেরূপ নারায়ণের প্রসন্নতা লাভ করা যায় সুধাপূর্ণ কলস দানেও সেরূপ হয না। যে ব্যক্তি তুলসী পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও রবিসংক্রমণ দিবসে, তৈল ম্রক্ষণান্তে স্নানকালে মধ্যাহ্নে রাত্রিকালে, উভয় সন্ধ্যা সময়, অশৌচকালে অথবা রাত্রি-

---

লক্ষ্মীণবহবিজ্ঞেযঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ। বামপার্শ্বে সমে চক্রে গৃহস্থাভীষ্ট দাযক। পদ্মনাভস্তথা রক্তঃ পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতঃ। তুলস্যা পূজিতো নিত্যং দরিদ্রস্ত্রীশ্বরোভবেৎ। কেশবঃ সতু বিজ্ঞেযস্তেকস্মা দ্বযমেব বা। প্রাগ্বা পশ্চাচ্চ চক্রং স্যাৎ চতুষ্কোণঃ সভাগ্যকৃৎ। বিষ্ণুস্তু কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাৎ স্থূলচক্রে সুশোভনে। দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ।

সুধাঘট সহস্রেণ সাতুষ্টিন ভবেদ্ধরেঃ। সা চ তুষ্টির্ভবেন্নৃণাং তুলসী পত্র দানতঃ। নিত্যং যস্তুলসীং দত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ। লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশযঃ। পূর্ণিমায়াং অমাবস্যাং দ্বাদশ্যাং ববি সংক্রমে। তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নাতে চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যোযোঃ। অশৌচে শুচি কালে

বাস বস্ত্রে তুলসী চয়ন করিলে ভগবান হরির শিরচ্ছেদ করা হয়। তুলসী পত্র চয়ন করিতে তুলসীর শাখা ভগ্ন করিবে না কারণ তাহাহইলে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া হয়। লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং তুলসীরূপে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং নারায়ণ তাহারই প্রার্থনানুসারে শালগ্রাম শিলারূপে গণ্ডকী নদীতে অবস্থান করিতেছেন। যে স্থানে তুলসী বৃক্ষ থাকেন সে স্থানে সকল দেবতা এবং সমুদায় তীর্থ বিদ্যমান আছেন। তুলসীপত্র মধ্যে বিষ্ণু, পত্রাগ্রে প্রজাপতিব্রহ্মা এবং পত্রবৃন্তে মহাদেব অধিষ্ঠান আছেন। অধিক আর কি বলিব যে স্থানে তুলসীপত্র পতিত থাকিবে তথায় সর্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠান হইবে। মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তুলসীপত্র চয়ন করিবে। মন্ত্র যথা—মাতস্তুলসি গোবিন্দ হৃদয়ানন্দকারিণী। নারায়ণস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তু তে। কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈঃ সুগন্ধৈরপি কেশবঃ। ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুভে। ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্তং কর্ম্মনিষ্ফলং। অতস্তুলসি দেবি ত্বাং চিনোমি বরদাভব। চয়নোদ্ভবদুঃখং যদ্দেবি তে হৃদি বর্ত্ততে। তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি তাং নমাম্যহং।

শালগ্রাম পূজা বিধি।—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

বা রাত্রি বাসাম্বিতে নরাঃ। তুলসীং যে চ ছিন্নন্তি তে ছিন্নন্তি হরেঃ শিরঃ। শনৈশনৈস্তথাকারৈশ্চীয়তে তুলসী দলং। যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্যা দিজসত্তম। পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্নশাখা যথা ভবেৎ। তথা হৃদি ব্যথা

সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং। এই মন্ত্রে শালগ্রাম শিলাকে স্নান করাইয়া সচন্দন তুলসীপত্রোপরি শালগ্রামকে রাখিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি সচন্দন তুলসীপত্র প্রদান করিবে। পরে সাধারণ পূজা বিধানে সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন হইতে করাঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে। ওঁ ধ্যেয়ঃ সদাসবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরন্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ। তৎপরে সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে উপচারাদি দান পর্য্যন্ত করিয়া ওঁ ওঁ নমঃ, ওঁ ন নমঃ, ওঁ মো নমঃ, ওঁ না নমঃ, ওঁ রা নমঃ, ওঁ য় নমঃ, ওঁ না নমঃ, ওঁ য় নমঃ। বলিয়া অক্ষর পূজা করিবে। অনন্তর চক্রের পূজা করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম সাধারণ পূজা বিধানে সম্পন্ন করিবে। চক্র পূজা যথা—ওঁ আচক্রায় নমঃ ওঁ বিচক্রায় নমঃ ওঁ সুচক্রায় নমঃ ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় নমঃ ওঁ সুদর্শনচক্রায় নমঃ ওঁ দৈত্যান্তকচক্রায় নমঃ ওঁ অসুরান্তকচক্রায় নমঃ ওঁ জগচ্চক্রায় নমঃ ওঁ পরমচক্রায় নমঃ ওঁ শালগ্রাম শিলাধিষ্ঠাতৃ বাসুদেবায় নমঃ। তৎপরে ওঁ অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং। এই মন্ত্রে বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া উহার অবশিষ্ট জল

বিষ্ণোদ্দীয়তে তুলসীপত্রৈঃ। পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসী দলে। যত্রৈক তুলসী বৃক্ষ স্তিষ্ঠতি দ্বিজসত্তম। তত্রৈব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ। কেশবঃ পত্রমধ্যেষু

মস্তকে ধারণ করিবে। বিষ্ণুচরণামৃত পান করিলে অ-
মৃত্যু হয় না এবং সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়।

ইতি নিত্যতন্ত্রে দ্বিতীয়কল্পে অষ্টবিংশ পটল।

দেবতার স্তব ও প্রণাম মন্ত্র।

বিষ্ণুস্তব। নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম। নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে নমঃ। রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে। নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে। নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বে নোপলভ্যতে। যস্যাবতাররূপাণি সর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ। অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ পরমাত্মনে। যোঽন্তস্তিষ্ঠত্য শেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্। তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্। নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ। ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ। যত্রোত-তমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্। আধারভূতঃ সর্ব্বস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ। ওঁ নমো বিষ্ণবে তুভ্যং নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ। যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।

পত্রাগ্রেষু প্রজাপতিঃ। পত্রবৃন্তে শিবস্তিষ্ঠেৎ তুলস্যাঃ সর্ব্বদৈব হি। তত্রৈব সর্ব্ব দেবাণাং সমাধিষ্ঠান মেবচ। তুলসীপত্র পতন প্রাপ্তোযশ্চ বরাননে।

কালী স্তব। ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে। মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্। ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ। ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ। ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন। ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা। ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ। ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী। নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি। উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধ্বৎসে নানা-বিধাস্তনুঃ। চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভূজা ষড়্‌ভুজাষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিনী। ত্বং সর্ব্বরূপিনী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা। তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ।

দুর্গাস্তোত্রং। ওঁ ভগবতীভয়চ্ছেদে ভবভাবিনী কামদে। শঙ্করী কৌশিকী ত্বং হি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে। ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে। কুলদ্যোত-করে দেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে। ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে ত্বং প্রচণ্ড বলনাশিনী। রক্ষ মাং সর্ব্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে। ওঁ দুর্গোতারিণী দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ নিবা-রিণী। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদাভব। ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহিমাং শঙ্কর প্রিয়ে। মহিষাসুর-মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদমে। ওঁ হরপাপং হর ক্লেশং

হর শোকং হরাশুভং। হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারং হরপ্রিয়ে। ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপ-হারিণী। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে। ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে। ধর্ম্মকামার্থ সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে। ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী। আয়ূরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে। ওঁ আয়ুর্দ্দদাতু মে কালী পুত্রান্ দেহি সদা শিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম। ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা। য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুযাদ্বাপি যো নরঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ।

শ্রীদুর্গাকবচং। ঈশ্বর-উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদং। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরোমুচ্যেত শঙ্কটাৎ। অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। সনাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ। ইদং গুহ্য-তমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়। উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী। সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকাং পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা। অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী। কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ং। হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিণী। কটীং ভগবতী দেবী দ্বাবূরূ বিন্ধ্যবাসিনী। মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী। এবং স্থিতাসি দেবী ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে। রক্ষ মাং সর্ব্বগাত্রেষু

দুর্গে দেবি নমোহস্তুতে। ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা ফলপ্রদং। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ। যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ। ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো ভয়ন্তস্য ন বিদ্যতে। রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। সর্ব্বত্র পূজা মাপ্নোতি দেবী পুত্র ইব ক্ষিতৌ। ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাকবচং সমাপ্তং।

দুর্গানামমাহাত্ম্যং। মুণ্ডমালাতন্ত্রে। নহি দুর্গা সমাপূজা নহিদুর্গা সমং ফলং নহিদুর্গাসমং জ্ঞানং নহিদুর্গা সমং তপঃ। দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র তত্র কৈলাসমন্দিরং। দুর্গাস্মরণজং দেবি দুর্গাস্মরণজং ফলং। দুর্গায়াঃ স্মরণৈনৈব কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। শৈবোবা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো বা গিরিনন্দিনি। ভজেদ্দুর্গাং স্মরেদ্দুর্গাং যজেদ্দুর্গাং শিব প্রিয়াং। তৎক্ষণাদ্দেব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। দুর্গায়া মন্ত্রমাকারং নানাতন্ত্রে শ্রুতং ত্বয়া। দুর্গা দুর্গেতি দুর্গায়া দুর্গানামপরং মনুঃ। যোভজেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ সমানবঃ। মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি শঙ্কটে। মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুত্থিতে। যঃ সদা সংস্মরেদ্দুর্গাং যোজপেৎ পরমং মনুং। স জীবলোকে দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ। শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া বাপি যঃ কশ্চিন্মানবঃ স্মরেৎ। দুর্গাং দুর্গশতং তীর্য্য স যাতি পরমাং গতিং। নানাতন্ত্র মতং দেবি নানারত্নং প্রকাশিতং। ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞা তু কঃ সমর্থো মহীতলে। নানামার্গে প্রধাবন্তি পশবো হত বুদ্ধয়ঃ। শ্রীদুর্গা চরণাম্ভোজং হিত্বা যান্তি রসাতলং। সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি পথ্যং বচ্মি পুনঃ পুনঃ। ন ভুক্তিশ্চ

... কিঞ্চ বিনা দুর্গানিষেবনাৎ। ভক্ত্যা ভগবতীং দুর্গাং দুঃখদারিদ্র্যনাশিনীং। সংস্মরেৎ প্রজপেদ্ধ্যায়েৎ সমুক্তো নাত্র সংশয়ঃ। জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়স্তন্ত্রভক্তিপরায়ণঃ। স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ। ন চ ভুক্তির্বা মুক্তির্গিরিনন্দিনি। বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রি নিষ্ফলং জীবনং ভবেৎ।

শিবস্তোত্রং।

প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুণং গুণহীন মহীশগলাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যকুলং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং।
গিরিরাজসুতান্বিত বামতনুং তনুনিন্দিত রাজিত ভূমিধরং।
পশুপুংজ পাপ বিনাশ করং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
শশলাঞ্ছন রঞ্জিত সন্মুকুটং কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী কৃত পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
বৃষরাজ নিকেতন মাদিগুরুং গরলাশন পাংশু বিলেপকরং।
বরদাভয় শূল পিনাকধরং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুং।
বিধিবিষ্ণু সুরার্চ্চিত পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
মকরধ্বজ মত্তমতঙ্গ হরং করিচর্ম্ম বিলাস বিশেষকরং।
পদ্মরদস্তুত কীকশ মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং মুনিমুখ্য মনোম্বুজ ষট্পদকং।
ভজতোঽখিল দুঃখ ভয়াপহরং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং করুণেশ গুণত্রয় রূপধরং।
[illegible] প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং।
[illegible] শিবপঞ্চ [illegible]
নৃশায়ৰ বোধ পুরঃসরকং যদিচেচ্ছসি জন্ম নিজং সফলং।